মাসিক আত-তাহরীক

আল্লাহ বলেন, 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৮তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২৪

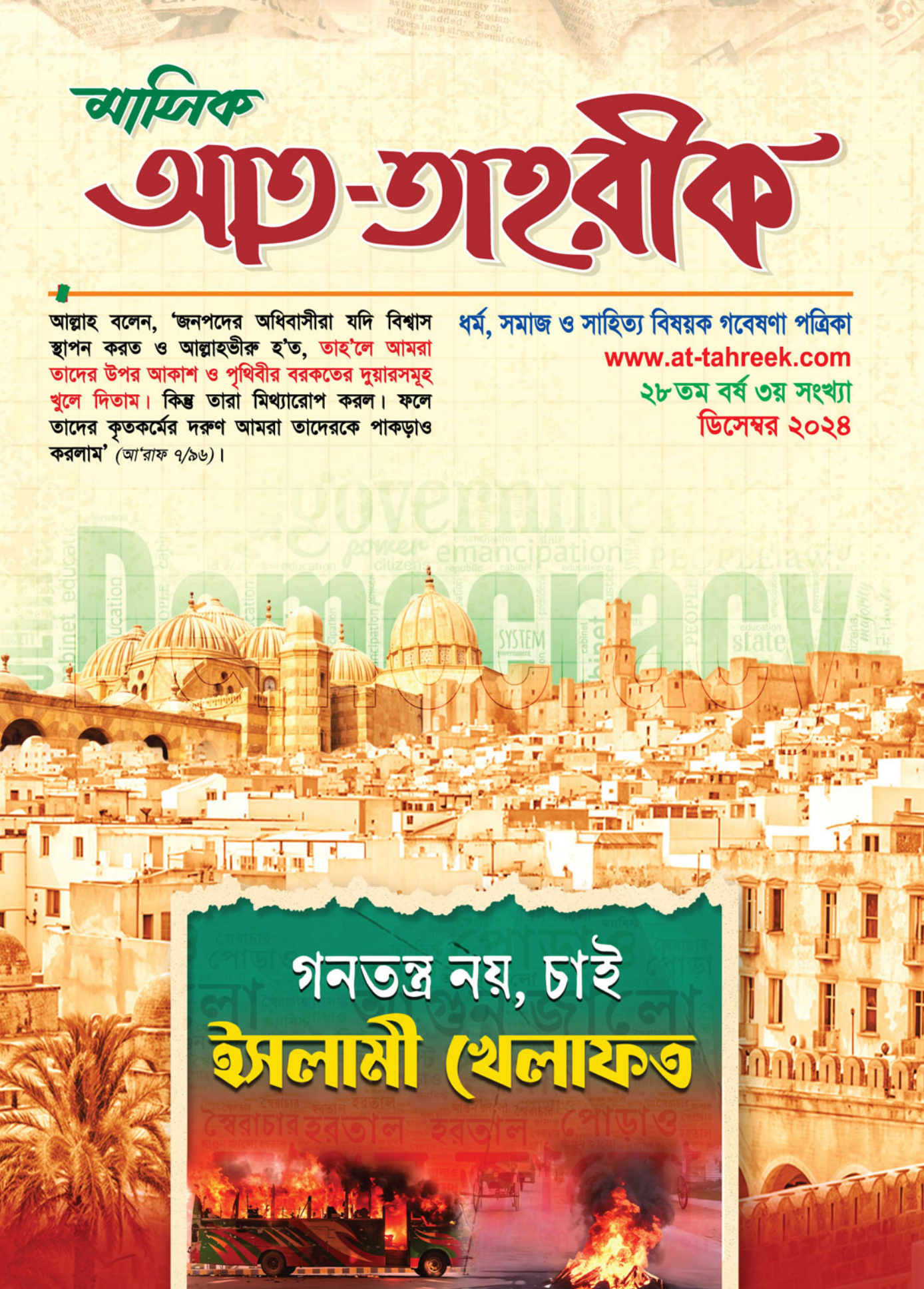

গনতন্ত্র নয়, চাই
ইসলামী খেলাফত

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٢٨، عدد : ٣، جُمادى الأولى وجُمادى الآخرة ١٤٤٦ هـ/ ديسمبر ٢٠٢٤م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

বুড়িচং সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা

বুড়িচং বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে, আরাগ রোড, বুড়িচং, কুমিল্লা

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে বালক-বালিকা শাখায় শিশু শ্রেণী হ'তে ছানাবিয়াহ (আলিম) শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে

ফরম বিতরণ ১৫ই নভেম্বর, ভর্তি শুরু ২১শে ডিসেম্বর ও ক্লাস শুরু ৫ই জানুয়ারী

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার
নাইট-কেয়ার

মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- শিক্ষার্থীদের নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে চরিত্রবান করে গড়ে তোলা।
- ইসলামী আক্বীদা-মানহাজ এবং হুকুম-আহকামের উপর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রদান।
- মেধাবী, উচ্চতর ডিগ্রিধারী, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক মণ্ডলী কর্তৃক পাঠদান।
- আরবী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষার ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা তত্ত্বাবধান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থাপনা এবং মনোরম পরিবেশ।
- সাপ্তাহিক ইছলাহুল বায়ান (আঞ্জুমান)-এর মাধ্যমে বক্তব্য প্রশিক্ষণ ও ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা।
- হিফয বিভাগে হিফযের পাশাপাশি জেনারেল বিষয়ে পাঠদান।
- মেধাবী ইয়াতীম ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

বিভাগসমূহ ▪ বালক ▪ বালিকা

- শিশু শ্রেণী হ'তে ছানাবিয়াহ (আলিম) শ্রেণী পর্যন্ত (পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদীছ)
- তাহফীযুল কুরআন বিভাগ (বালক) ▪ ক্বায়েদা ▪ নাযেরা ▪ হিফয ▪ শুনানী

আলিম (ছানাবিয়াহ) শ্রেণীর বিশেষ সুযোগ-সুবিধা

- ভর্তিতে বিশেষ ছাড় এবং ভালো ফলাফল অর্জনকারীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান।
- ছানাবিয়াহ শেষ করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সঊদী আরব সহ বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদন ও শিক্ষাবৃত্তি পেতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ।
- হাদীছের মৌলিক কিতাবগুলোর দারস প্রদান।

ভর্তি ফরম:
সরাসরি অফিস কক্ষ থেকে অথবা আমাদের ওয়েবসাইট
www.burichangsalafiamadrasha.com

যোগাযোগ : নাজমুল ইসলাম মাদানী (অধ্যক্ষ) (০১৭৫৮-১২২৭৪৯) (০১৬১৭৯৯৪৩৮৯)(উপাধ্যক্ষ : ০১৩৩১-৩১৮৯১০) অফিস : ০১৭৮৩-৯৯৪৩৮৯

বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষাদান ও তদনুযায়ী আমল পূর্বক ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি লাভ

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক / অনাবাসিক)

বালক শাখা : মক্তব, হিফয ও কিতাব বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।
বালিকা শাখা : মক্তব, হিফয ও কিতাব বিভাগে ৫ শ্রেণী পর্যন্ত।

বিঃ দ্রঃ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বোর্ডিং ফি ফ্রি থাকবে।

শর্তাবলী

১. প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
৩. প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং ও ব্যবস্থাপনা ফি পরিশোধ করতে হবে।

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

১. **ভর্তি ফরম বিতরণ :** ১লা-৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪।
২. **ভর্তি পরীক্ষা :** ২রা জানুয়ারী ২০২৫।
৩. **ক্লাস শুরু :** ৫ই জানুয়ারী ২০২৫।

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
২. শিক্ষার্থীদের ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
৩. বোর্ড পরীক্ষার শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
৪. আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা তত্ত্বাবধান।
৫. নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
৬. সার্বক্ষণিক সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
৭. ছাত্রদের মেধা বিকাশের জন্য সাপ্তাহিক 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।
৮. প্রত্যহ মাগরিব ছালাতের পর থেকে এশা পর্যন্ত নৈশ কোচিং-এর ব্যবস্থা।

যোগাযোগ : বৃ-কুষ্টিয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া। বি-ব্লক ক্যান্টনমেন্ট হ'তে অর্ধ কিলোমিটার পূর্ব দিকে করতোয়া নদীর পূর্বপার্শ্বে।
মোবাইল : ০১৭৬৭-৩৩৫৫৮৯ (অফিস), ০১৭৩৬-৭৫৩৭৪০ (মুহতামিম)।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৮তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

জুমাঃ উলাঃ-জুমাঃ আখেরাহ ১৪৪৬ হি.
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩১ বাং
ডিসেম্বর ২০২৪ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
  (বিকাল ৪.০০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয় :**
▶ অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত হৌক তারুণ্য ০২

◆ **প্রবন্ধ :**
▶ পাপাচার থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ ০৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
▶ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতা : আমাদের করণীয় *(৩য় কিস্তি)* ০৯
-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
▶ জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করবেন যেভাবে *(পূর্বে প্রকাশিতের পর)* ১৩
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
▶ অনারবী ভাষায় জুম'আ ও ঈদায়েনের খুৎবা : একটি বিশ্লেষণ ১৮
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

◆ **দিশারী :**
▶ জামা'আত ও বায়'আত সম্পর্কিত সংশয়সমূহ পর্যালোচনা ২২
(শেষ কিস্তি) -গবেষণা বিভাগ, হা. ফা. বা.

◆ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
▶ গণতন্ত্র নয়, চাই ইসলামী খেলাফত ২৬
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

◆ **সময়ের ভাবনা :**
▶ গণতন্ত্রের বিকল্প কি? ২৯
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

◆ **মহিলা অঙ্গন :**
▶ সন্তান প্রতিপালনে কতিপয় বর্জনীয় ৩২
-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

◆ **শিক্ষাঙ্গন :**
▶ সংস্কারমুখী শিক্ষাধারায় বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা ৩৫
-সারওয়ার মিছবাহ

◆ **সাহিত্যাঙ্গন :**
▶ ঋতুবৈচিত্র্যে অবগুণ্ঠিত বিচিত্র জীবনবোধ ৩৮
-মুহাম্মাদ মুবাশশিরুল ইসলাম

◆ **ইতিহাস-ঐতিহ্য :**
▶ মুসলমানদের সাইপ্রাস বিজয় ৪০
-মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ

◆ **স্বাস্থ্যকথা :** ▶ শীতে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয় ৪২

◆ **কবিতা :** ৪৩
▶ হক কথা ▶ দৃপ্ত কণ্ঠস্বর ▶ ভয়াবহ বন্যা

◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৪

◆ **মুসলিম জাহান** ৪৪

◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫

◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৬

◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত হৌক তারুণ্য

'হে তরুণ! তোমার দেহের প্রতি ফোঁটা রক্ত আল্লাহ্র পবিত্র আমানত। এসো তা ব্যয় করি আল্লাহ্র পথে'। 'অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত হৌক বাংলার প্রতিটি ঘর'। 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। 'আসুন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি!' এই শ্লোগানগুলি নিয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তেজোদীপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ১৯৭৮ সাল থেকে অদ্যাবধি। সেযুগের খালেদ, তারেক, মূসা, মুহাম্মাদ বিন ক্বাসেমের তারুণ্যকে যেমন কোন শক্তিই প্রতিহত করতে পারেনি, এযুগেও তেমনি আহলেহাদীছ তরুণদের এই দীপ্ত পদচারণা বাংলার তরুণ সমাজকে নেতৃত্ব দিক আমরা সেটাই কামনাই করি।

৫ই আগস্ট যে তারুণ্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটেছে, তাদের সামনে কোন পরকালীন লক্ষ্য ছিল না। আর সেকারণেই গত সাড়ে ৩ মাসে স্থায়ী কল্যাণমূলক কোন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা যায়নি। জনগণ পরিবর্তনের স্বস্তি ভোগ করছে মাত্র। এখনও সংশয় কাটেনি যে, পুনরায় আরেক যুলুমশাহী চেপে বসে কি না!

সবাই সংস্কারের কথা বলছেন। কিন্তু এটাও বাস্তব যে, দেশের অধিকাংশ মানুষ কুসংস্কারে নিমজ্জিত। সূদ-ঘুষ, দুর্নীতি ও বেপর্দা গা সওয়া হয়ে গেছে। পুঁজিবাদ যে ইসলামের শত্রু, সেকথা মুসলমান ভুলে গেছে। অথচ সংস্কারের জন্য সংস্কারক ও যোগ্য মানুষগুলিকে সামনে আনতে হবে। বর্তমানে 'সার্চ কমিটি'র কথা প্রায়ই শোনা যায়। এর দ্বারা নির্দলীয় যোগ্য লোকদের সার্চ করে বের করার চেষ্টা বুঝানো হয়। কিন্তু সার্চকারীর মানসিকতা যদি নির্দলীয় না হয়, তাহ'লে তার সার্চের আলো কেবল তার মত লোকদের উপরেই পড়বে। অন্যদের দিকে নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিব সৎ ও যোগ্য ১০০ ব্যক্তি খুঁজতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পাননি। অবশেষে সখেদে বলেছিলেন, লোকেরা পায় সোনার খনি, আর আমি পেয়েছি চোরের খনি'। ২০০৭ সালে ফখরুদ্দীন আহমদ অনেক কষ্টে ১৩জনকে খুঁজে নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। তিনি ৯০ দিনের নির্ধারিত মেয়াদের বাইরে ৫দিন কম দু'বছর দেশ পরিচালনা করেন। এ দুই বছরের নির্দলীয় শাসনে মানুষ স্বস্তিতে ছিল। কিন্তু রেওয়াজের কাছে তিনি হার মানলেন। নির্বাচন দিলেন। ক্ষমতায় এলেন শেখ হাসিনা। ৬ই জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ১৫ বছর ৬ মাস ৩০ দিন পর ৫ই আগস্ট ২০২৪ সোমবার ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে তিনি বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়ে পালালেন। বেরিয়ে আসতে থাকে মন্ত্রী-এমপি ও দলীয় নেতা-উপনেতাদের এমনকি নেতাদের ড্রাইভার ও কাজের লোকদের আকাশছোঁয়া দুর্নীতি ও পাহাড় প্রমাণ সম্পদ অর্জনের ও পাচারের অবিশ্বাস্য ও পিলে চমকানো খবর সমূহ। এখন অপেক্ষায় দিন গুণছে ক্ষুধার্ত পুরানো রাঘব-বোয়ালরা। যাদের আমলে (২০০১-২০০৬) দেশ দুর্নীতিতে পরপর ৫ বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। নির্দলীয় শাসনামলে নয়, বরং বহু দলীয় গণতন্ত্রীদের আমলেই দুর্নীতি ও লুটপাটের মহোৎসব হয়েছে। ২০১৬ সালের আগস্টে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ১০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচার হয়। যার ১৮ মিলিয়ন মাত্র এযাবৎ ফেরৎ এসেছে।

একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মজলিসে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, ক্বিয়ামত কবে হবে? জবাবে তিনি বললেন, যখন আমানত বিনষ্ট হবে তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা কর। লোকটি বলল, আমানত কিভাবে নষ্ট হবে? তিনি বললেন, যখন অযোগ্য লোকদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হবে, তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা কর' *(বুখারী হা/৬৪৯৬; মিশকাত হা/৫৪৩৯)*। ৯ নম্বর সেক্টর কমাণ্ডার মেজর জলীল সম্ভবত ১৯৭৩ সালে খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে উপচেপড়া জনসভায় বলেছিলেন, ব্যাটারী না থাকলে যেমন রেডিও চলেনা, চরিত্র না থাকলে তেমনি দেশ চলেনা'। তাই দেশ চালাতে গেলে সর্বাগ্রে চরিত্রবান ও দেশপ্রেমিক যোগ্য লোকদের খুঁজে বের করে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। যারা কখনই দায়িত্ব চেয়ে নেওয়ার মত নিম্ন চরিত্রের হবেন না। দলীয় গণতন্ত্রে যার কোন অবকাশ নেই। সেখানে ক্ষমতা চেয়ে নিতে হয়। সেখানে কেবল দলীয় লোকদেরই মূল্যায়ন হয়, অন্যদের নয়। নবী-রাসূলগণ নিঃসন্দেহে ঈমানদার গণের নেতা ছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল গভীর আল্লাহভীরুতা ও নির্দলীয় মানসিকতা। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী নন বা ক্ষতিকর নন, এমন ব্যক্তিদের তারা মূল্যায়ন করেছেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) একজন ইহূদী বালককে তার ব্যক্তিগত কাজে নিযুক্ত করেছেন। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের রাতে আব্দুল্লাহ বিন উরাইক্বিত নামের একজন কাফেরকে তার উষ্ট্র চালক নিয়োগ দিয়েছেন। বদরের যুদ্ধে বিরোধী কুরায়েশ সৈন্যদের দলভুক্ত চাচা আব্বাস সহ অনেককে ক্ষতি না করার জন্য তিনি নিজ দলের লোকদের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, দলীয়তার বাইরে উন্নত চরিত্র ও যোগ্যতাকে স্থান দেওয়া আবশ্যক। নইলে দেশ যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

গত ২২শে অক্টোবর থেকে একজন সমন্বয়ককে আহ্বায়ক করে ৪ সদস্যের একটি ছোট্ট কমিটি দিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অভ্যুত্থানের ১০০ দিন পেরিয়ে গেছে। এখন তারা সারা দেশে তাদের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতে চাচ্ছে। আমরা মনে করি, আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় ইসলামী বিধানের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের কাজ করা উচিত। শতকরা ৯২ ভাগ মুসলিমের দেশে 'ধর্মনিরপেক্ষ', 'ছূফীবাদ' ও 'জাতীয়তাবাদী' শাসনের কোন যুক্তি নেই। এখানে স্রেফ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শাসন চলতে পারে। এর বাইরে যা কিছু করা হবে, সবকিছুই হবে যবরদস্তি এবং তা অবশেষে ব্যর্থ হবেই।

তারুণ্যের উদ্দীপনা নিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সংস্কারে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ডাইনে-বামে তাকানো চলবে না। লক্ষ্য হবে কেবল জান্নাত। ইনশাআল্লাহ বিজয় দ্রুত পদচুম্বন করবে। আযারবাইজানের রাজধানী বাকুতে ১১-২২ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠানরত কপ-২৯ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে প্রদত্ত ১৩ই নভেম্বরের ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মাদ ইউনুস শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব ও শূন্য কার্বণ নিঃসরণ এই ৩ শূন্যের ধারনা পেশ করেছেন। আমরা ঐ সঙ্গে যোগ করতে চাই 'শূন্য দুর্নীতি'। আল্লাহভীতিপূর্ণ সমাজেই কেবল সেটি সম্ভব। যেমন সম্ভব হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীতে মক্কা-মদীনায় ইসলামের বরকতে। যখন হযরত ওমরের খেলাফতকালে যাকাত নেওয়ার কোন হকদার খুঁজে পাওয়া যেত না *(ইরওয়া হা/৮৫৬-এর আলোচনা)*। আমরা আশা করি পুনরায় সেদিন ফিরে আসবে। গড়ে উঠবে এক নতুন বাংলাদেশ। তারুণ্যদীপ্ত যুবকদের মধ্যেই কেবল আমরা সেদিনের স্বপ্ন দেখি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।-আমীন! *(স.স.)*।

www.at-tahreek.com

পাপাচার থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

মানুষ নেক আমল করতে সক্ষম হ'লেও পাপাচার বর্জনে অনেক ক্ষেত্রে অক্ষম হয়ে যায়। অথচ এমন অনেক পাপ আছে, যা মানুষের আমল বিনষ্ট ও নিষ্ফল করে দেয়। এতে সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নেকী অর্জনের পাশাপাশি পাপ বর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কেননা এটা অনেক নফল ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ رَجُلٌ قَلِيلُ الذُّنُوبِ قَلِيلُ الْعَمَلِ، أَوْ رَجُلٌ كَثِيرُ الذُّنُوبِ كَثِيرُ الْعَمَلِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا. 'কোন্ ব্যক্তি আপনার কাছে পসন্দনীয়? যে ব্যক্তি অল্প পাপ করে ও স্বল্প আমল করে সে, নাকি যে ব্যক্তি অধিক পাপ করে ও অধিক আমল করে সে? তিনি বললেন, গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকার সমতুল্য আমল আমি কোনটিকে মনে করি না'।[১] হাসান বছরী (রহঃ) বলতেন, مَا عَبَدَ الْعَابِدُونَ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ تَرْكِ مَا نَهَاهُمُ اللهُ عَنْه 'আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা অপেক্ষা উত্তম ইবাদত কোন ইবাদতকারী করতে পারেনি'।[২]

পাপাচার পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হওয়া যায় না। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) বলেন, اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، 'তুমি হারাম থেকে বেঁচে থাক সবচেয়ে বড় ইবাদতগুযার হ'তে পারবে'।[৩] তাই পাপাচার তথা আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও রাসূলের নাফরমানী থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকার চেষ্টা অব্যাহত রাখা মুমিনের কর্তব্য। নিম্নে পাপ থেকে বেঁচে থাকার কিছু উপায় আলোচনা করা হ'ল।-

১. ঈমানকে সুদৃঢ় করা :

হৃদয়ের গভীরে ঈমানের বীজকে লালন-পালন করে তাকে পত্র-পল্লবে সুশোভিত মহীরূহে পরিণত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা মুমিনের কর্তব্য। কেননা ঈমান যত মযবূত হয়, অন্তরে আল্লাহভীতি তত সুদৃঢ় হয়। ফলে বান্দা পাপাচার থেকে বিরত থাকার শক্তি অর্জন করে। আল্লাহ বলেন, اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ 'মুমিনদের কি সে সময় আসেনি যে, তাদের হৃদয় সমূহ বিগলিত হবে আল্লাহ্র স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে, তার কারণে? *(হাদীদ ৫৭/১৬)*। সুতরাং প্রবৃত্তির তাড়নায় পাপে নিমজ্জিত না হয়ে প্রবৃত্তিকে দমন করে পাপ থেকে দূরে থাকার এবং আল্লাহ্র উপরোক্ত বাণীর কথা চিন্তা করে সকল প্রকার পাপ পরিহার করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يُدْنِى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَىْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِى نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، 'আল্লাহ মুমিন ব্যক্তিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন এবং তার উপর স্বীয় আবরণ দ্বারা তাকে ঢেকে নিবেন। তারপর বলবেন, অমুক অমুক পাপের কথা কি তুমি জান? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এভাবে তিনি তার কাছ হ'তে তার পাপগুলো স্বীকার করিয়ে নিবেন। আর সে মনে করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপ গোপন করে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে দিব। তারপর তার সৎকর্মের আমলনামা তাকে দেয়া হবে'।[৪] প্রকৃত মুমিন হ'লেই কেবল উক্ত মর্যাদা পাওয়া যাবে, নইলে নয়।

২. আল্লাহ্র নযরদারীতে থাকা :

বান্দা আল্লাহ্র দৃষ্টিসীমার বাইরে যাওয়ার আদৌ কোন ক্ষমতা রাখে না। তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব বিষয় মহান আল্লাহ্র গোচরীভূত। তাঁর থেকে কোন কিছু লুকানোর কোন সুযোগ বান্দার নেই এবং এটা করতে সে সক্ষম নয়। আল্লাহ বলেন, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ 'আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরের খবর রাখেন। অতএব তাঁকে ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/২৩৫)*। তিনি আরো বলেন, وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا 'বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছুর উপরে পর্যবেক্ষক' *(আহযাব ৩৩/৫২)*। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন,

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فلا تقل * خلوت ولكن في الخلاء رَقِيبُ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ يَغْفَلُ سَاعَةً * وَلَا آنَّما يخفى عليه يغيب

'যদি জীবনে এক দিনও একাকী হও, তখন বল না আমি নির্জনে আছি। বরং নির্জনেও তত্ত্বাবধায়ক আছেন। আর তুমি ভেবো না যে, আল্লাহ মুহূর্তের জন্যও অমনোযোগী হন। কোন গোপন পাপীও তাঁর থেকে অদৃশ্য হ'তে পারে না'।[৫]

অতএব প্রত্যেকের জানা উচিৎ যে, আমরা সকলেই আল্লাহ্র নযরদারীতে আছি। তাঁর থেকে কোন কিছু গোপন করার কোন সুযোগ বা ক্ষমতা কারো নেই। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى، 'সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার সব কিছুই

---

১. *আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী, আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন (দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৮৬ খ্রিঃ), ৯৮; ইবনুল মুবারাক, আয-যুহদ, ১/২২ পৃঃ।*
২. *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃঃ ২৯৬।*
৩. *তিরমিযী হা/২৩০৫; ছহীহাহ হা/৯৩০; ছহীহুল জামে' হা/১০০।*
৪. *বুখারী হা/২৪৪১, ৪৬৮৫, ৬০৭০, ৭৫১৪; মিশকাত হা/৫৫৫১।*
৫. *হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ), আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৬ খ্রিঃ), ১০/২৩৩ পৃঃ।*

দেখেন? *(আলাক্ব ৯৬/১৪)*। তিনি আরো বলেন, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، 'তিনি কি জানবেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন? বস্তুতঃ তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছু সম্যক অবহিত' *(মুলক ৬৭/১৪)*।

মহান আল্লাহ অতীব সূক্ষ্মদর্শী, কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি বলেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ 'তিনি জানেন তোমাদের চোখের চোরাচাহনি এবং অন্তর সমূহ যা লুকিয়ে রাখে' *(মুমিন ৪০/১৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، 'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট প্রার্থনা করে থাক এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা সম্পর্কে সতর্ক থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক' *(নিসা ৪/১)*। সুতরাং আল্লাহ্র দৃষ্টি থেকে যেহেতু পালানোর সুযোগ নেই, সেহেতু যাবতীয় গোনাহ থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। মানুষকে সাবধান করে আল্লাহ বলেন, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ 'আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্র কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*। বান্দা যখন আল্লাহ্র নযরদারীকে ভয় করবে এবং তা থেকে সতর্ক হবে তখন সে যাবতীয় গোনাহ থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবে।

৩. আত্মসমালোচনা করা :

মুহাসাবাহ বা আত্মসমালোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা মানুষকে সদা-সর্বদা সীমালংঘন ও পাপাচার পরিহারে সহায়তা করে। ব্যক্তির ভাল-মন্দ কাজ-কর্ম সম্পর্কে নিজেই চিন্তা-ভাবনা করাই হচ্ছে 'আত্মসমালোচনা'। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ এ বিষয়ে ভেবে দেখা যে, সে আগামী দিনের জন্য কি অগ্রিম প্রেরণ করছে? আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরাই হ'ল অবাধ্য' *(হাশর ৫৯/১৮-১৯)*।

পরকালে মহান আল্লাহ বান্দাকে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন এবং তাকে তার আমলের কারণে শাস্তি দিবেন অথবা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ বলেন, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، 'অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই আমরা তাদের সকলকে প্রশ্ন করব সেই সব বিষয়ে যা তারা করত' *(হিজর ১৫/৯২-৯৩)*। এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের প্রত্যেককে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে স্ব স্ব কর্মের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং সেদিনের পূর্বে দুনিয়াতেই আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের আমল হিসাব করে সাবধানতা অবলম্বন করা যরূরী।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) নবী (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ 'ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পদদ্বয় একটুও নড়াতে পারবে না যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে- ১. তার বয়স সম্পর্কে, সে তা কী কাজে ব্যয় করেছে? ২. তার যৌবন সম্পর্কে, সে তা কী কাজে ক্ষয় করেছে? ৩. তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, সে তা কোথা হতে উপার্জন করেছে? ৪. আর তা কোথায় ব্যয় করেছে? এবং ৫. যে জ্ঞানার্জন করেছে, সে অনুযায়ী আমল করেছে কি-না'?[৬]

ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها أنفسكم قبل أن توزنوا، 'তোমরা আল্লাহ্র নিকট হিসাব দেওয়ার আগে নিজেদের হিসাব গ্রহণ কর'।[৭]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. 'তোমরা নিজেরা তোমাদের আমলের হিসাব করে নেও, তোমাদের হিসাব দেওয়ার পূর্বে। তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য যা সৎকর্ম জমা করেছ পুনরুত্থান দিবসে তোমাদের রবের সামনে পেশ করার জন্য, তার প্রতি লক্ষ্য কর'।[৮]

মায়মূন ইবনে মিহরান (রহঃ) বলেন, لا يكون العبد تقياً حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، 'কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত তাক্বওয়াশীল হ'তে পারে না যতক্ষণ না সে অত্যধিক আত্মসমালোচনাকারী হয় নফসের ব্যাপারে তার শরীকের মতো'।[৯]

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ قَوَّامٌ عَلَى نَفْسِهِ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّمَا خَفَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا شَقَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ، 'মুমিন

৬. *তিরমিযী হা/২৪১৬; ছহীহাহ হা/৯৪৬; ছহীহুল জামি' হা/৭২৯৯; ছহীহুত তারগীব হা/১২৮; মিশকাত হা/৫১৯৭।*
৭. *তিরমিযী হা/২৪৫৯, মওকূফ।*
৮. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৪/৪০৪ পৃঃ।*
৯. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান, ১/৩৩; ওয়াকী', আয-যুহদ পৃঃ ২৩৯; ইবনু আবিদ দুনিয়া, মুহাসাবাতুন নাফস, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) পৃঃ ৭; ইবনু আবী শায়বা ৭/১৭৯, ২৩৫।*

নফসের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আত্মসমালোচনা করে। আর ক্বিয়ামতের দিন তাদের হিসাব হালকা হয় যারা দুনিয়াতে নিজেদের (আমলের) হিসাব করে নেয়। পক্ষান্তরে ক্বিয়ামতের দিন তাদের হিসাব কঠিন হয় যারা দুনিয়াতে আত্মসমালোচনা বিহিন কাজ করে'।[১০]

অতএব বান্দা নিজের ভাল-মন্দ কর্ম সম্পর্কে চিন্তা করবে তথা আত্মসমালোচনা করবে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে থাকলে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করবে এবং তা আরো বেশী করার জন্য আল্লাহ্র নিকটে তাওফীক কামনা করবে। পক্ষান্তরে পাপকাজ হয়ে গেলে অনুতপ্ত হবে এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অতঃপর তা হ'তে দূরে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। তাই মুহাসাবাহ বা আত্মসমালোচনা বান্দার জন্য অতি যরূরী বিষয়।

৪. সৎকর্মে লিপ্ত থাকা :

মানুষ কোন সৎকাজে ব্যস্ত থাকলে শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিতে পারে না। ফলে সে পাপাচার থেকে মুক্ত থাকার সুযোগ লাভ করে। তাছাড়া অনেক নেক আমল গোনাহ মিটিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ, 'নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে। আর এটি (কুরআন) হ'ল উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য (সর্বোত্তম) উপদেশ' *(হূদ ১১/১১৪)*। হাদীছে এসেছে, আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, পাপকাজের পরপরই সৎকাজ কর, তাতে পাপ দূরীভূত হয়ে যাবে। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর'।[১১]

সৎকর্ম করতে থাকলে তার সাথে আরো নেক আমল করার সুযোগ হয়। আর যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য করা সহজ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ, 'যারা সৌভাগ্যবান, তাদের জন্য সৌভাগ্যের আমল সহজ করে দেওয়া হয়। আর ভাগ্যাহতদের জন্য দুর্ভাগ্যের আমল সহজ করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى- 'অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দেব' *(লায়ল ৯২/৫-১০)*।[১২]

৫. আল্লাহ্র যিকরে মশগূল থাকা :

যিকর মুমিন জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যে ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া প্রত্যেকের জন্য যরূরী। কেননা আল্লাহ্র স্মরণ বেশী করা হৃদয়ের সঞ্জীবনী, তার সৌভাগ্য ও প্রশান্তি লাভের মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ, 'যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করলে যাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। মনে রেখো, আল্লাহ্র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়' *(রা'দ ১৩/২৮)*।

আবূদদারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى، قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ, 'আমি তোমাদেরকে কি তোমাদের অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হ'তে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-ছাদাক্বাহ করার চেয়েও অতি উত্তম এবং তোমাদের শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চাইতেও ভাল? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার যিকর। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হ'তে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র যিকরের তুলনায় অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই'।[১৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. 'যে তার প্রতিপালকের যিকর করে, আর যে যিকর করে না, তাদের উপমা হ'ল জীবিত ও মৃত ব্যক্তি'।[১৪]

যিকির শয়তান থেকে আত্মরক্ষার শক্তিশালী দুর্গ। আল্লাহ বলেন, اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ 'শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হয়েছে। ফলে সে তাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। ওরা হ'ল শয়তানের দল। জেনে রেখ, নিশ্চয়ই শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুজাদালাহ ৫৮/১৯)*। অতএব নিয়মিত যিকির করতে পারলে ধীরে ধীরে

১০. *মুহাসাবাতুন নাফস, পৃঃ ৬০।*
১১. *তিরমিযী হা/১৯৮৭; মিশকাত হা/৫০৮৩; ছহীহুল জামে' হা/৯৭।*
১২. *বুখারী হা/১৩৬২; মিশকাত হা/৮৫।*
১৩. *তিরমিযী হা/৩৩৭৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯০; মিশকাত হা/২২৬৯।*
১৪. *বুখারী হা/৬৪০৭; মুসলিম হা/৭৭৯; মিশকাত হা/২২৬৩।*

আল্লাহ্র সান্নিধ্যের সার্বক্ষণিক অনুভূতি অন্তরে গ্রথিত হবে এবং গুনাহ থেকে বের হওয়া সহজ হয়ে যাবে।

রাস্তা-ঘাটে চলাফেরার সময়ও যিকির করার চেষ্টা করা কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে ভয় করে, শয়তানের কুমন্ত্রণা স্পর্শ করার সাথে সাথে তারা সচেতন হয়ে যায় এবং তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়' *(আ'রাফ ৭/২০১)*। এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গাফেল অন্তরে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়। আর যিকরের মাধ্যমে তা প্রতিহত করা যায়। হারেছ আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, آمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ العَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ، 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র যিক্র করার নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হ'ল ঐ ব্যক্তির মত, যাকে তার দুশমন দ্রুতবেগে পিছু ধাওয়া করল। অতঃপর সে একটি সুরক্ষিত দুর্গের ভিতরে ঢুকল এবং নিজেকে শত্রুদের থেকে রক্ষা করে নিল। এমনিভাবে বান্দা আল্লাহ্র যিক্র ছাড়া নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে না'।[১৫] ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (৭৫১হিঃ) বলেন, 'সর্বদা মহান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার যিকরে লিপ্ত থাকা আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে ভুলে যাওয়া থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আর এটা (বান্দাকে ভুলে যাওয়া) ইহকাল ও পরকালীন জীবনে বান্দার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়। অপরদিকে বান্দাকে আল্লাহ্র ভুলে যাওয়ার কারণে সে নিজেকে ও নিজের কল্যাণকারিতা ভুলে যায়। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরাই হ'ল অবাধ্য' *(হাশর ৫৯/১৯)*। আর বান্দা যখন আত্মভোলা হয় তখন নিজের কল্যাণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে তা ভুলে যায় এবং তা থেকে দূরে থাকে। ফলে সে ধ্বংস ও বিনাশ হয়ে যায়'।[১৬]

মহান আল্লাহ বান্দাকে যিকর থেকে গাফেল না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং গাফেল হওয়ার পরিণতিও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। যারা এরূপ করবে (অর্থাৎ উদাসীন হবে), তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুনাফিকূন ৬৩/৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 'আর যে ব্যক্তি আমার কুরআন হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা হবে সংকুচিত এবং ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাকে উঠাব অন্ধ অবস্থায়' *(ত্বোয়াহা ২০/১২৪)*।

যারা আল্লাহ্র যিকর করে মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তিনি বলেন, وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا– 'আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার' *(আহযাব ৩৩/৩৫)*।

৬. গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করা :

পাপ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন হ'লেও অসম্ভব নয়। তাই এই কষ্টসাধ্য বিষয়ের জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশা নিয়ে চেষ্টা করলে সফলতা অনিবার্য। তবে মনে রাখতে হবে যে, এক দিনে কিংবা এক রাতেই মানুষ গোনাহ ছেড়ে দিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে, এমন নয়। বরং এজন্য কষ্ট করতে হবে এবং গোনাহ পরিত্যাগের ব্যাপারে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তাহ'লে আল্লাহ্র সাহায্যও মিলবে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، 'আর যারা আমাদের রাস্তায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের রাস্তা সমূহের দিকে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন' *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*। সুতরাং নফসে আম্মারাহ (কুপ্রবৃত্তি) যাতে গোনাহে লিপ্ত করাতে না পারে সেজন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/২০০)*। পাপ বর্জনে ধৈর্যের সাথে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ومن يتصبَّر يُصبِّره الله 'যে ধৈর্য ধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে তাই দান করেন'।[১৭] আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي المَوْتِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرْجُو اللهَ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক যুবকের নিকট গেলেন। তখন সে মুমূর্ষ অবস্থায় ছিল। তিনি বললেন, তোমার কেমন অনুভূত হচ্ছে? যুবকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ তা'আলার রহমতের আশা করছি, কিন্তু আবার ভয়ও পাচ্ছি আমার গুনাহগুলোর কারণে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যে বান্দার হৃদয়ে এরকম সময়ে এরূপ দু'জিনিস (ভয় ও আশা) একত্র হয়, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস তাকে দান করেন এবং তাকে তার শংকা হ'তে নিরাপদ

১৫. *তিরমিযী হা/২৮৬৩; ছহীহুত তারগীব হা/৫, সনদ ছহীহ।*
১৬. *ইবনুল কাইয়েম আল-জাওযিয়াহ, আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়িবি মিনাল কালিমিত তাইয়িব, (কায়রো : দারুল হাদীছ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রিঃ), পৃঃ ৪৬।*
১৭. *বুখারী হা/১৪৬৯; মুসলিম 'যাকাত' অধ্যায়; আবু দাউদ হা/১৬৪৪।*

রাখেন'।[১৮]

সর্বোপরি অহি-র বিধান মেনে চললে তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে পাপের পথ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। আল্লাহ বলেন, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، 'অতএব তুমি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর যা তোমার প্রতি অহি করা হয়। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত' *(যুখরুফ ৪৩/৪৩)*।

৭. প্রবৃত্তির অনুসারী না হওয়া :

প্রবৃত্তির পূজারী হওয়ার কারণে মানুষ নানা পাপাচার ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সেজন্য মহান আল্লাহ বান্দাকে প্রবৃত্তির অনুসারী হ'তে নিষেধ করেছেন এবং প্রবৃত্তি-পূজারীদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন। কেননা তাদের সাথে থাকলে তাদের রীতিনীতির অনুসারী হয়ে পড়বে। আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، 'নিশ্চয়ই বহু লোক অজ্ঞতাবশে নিজেদের প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে লোকদের পথভ্রষ্ট করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালংঘন-কারীদের বিষয়ে ভালভাবেই অবগত' *(আন'আম ৬/১১৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، 'আর তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। আর তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো, যেন তারা তোমাকে আল্লাহ প্রেরিত কোন বিধানের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে না ফেলে। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখ যে, আল্লাহ চান তাদেরকে তাদের কিছু কিছু পাপের দরুন (পার্থিব জীবনে) শাস্তি প্রদান করতে। বস্তুতঃ লোকদের মধ্যে অনেকেই আছে পাপাচারী' *(মায়েদাহ ৫/৪৯)*। সুতরাং মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল ও তাঁর বান্দাদেরকে প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তিপূজারীদের অনুসারী হওয়া থেকে সতর্ক করেছেন।

আল্লাহ প্রবৃত্তিপূজারীদের উদাহরণ পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، 'আর তুমি তাদেরকে সেই ব্যক্তির কথা শুনিয়ে দাও, যাকে আমরা আমাদের অনেক নিদর্শন (নে'মত) প্রদান করেছিলাম। কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফলে শয়তান তার পিছু নেয় এবং সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যদি আমরা চাইতাম তাহ'লে উক্ত নিদর্শনাবলী অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে অবশ্যই তার মর্যাদা আরও উন্নত করতে পারতাম। কিন্তু সে মাটি আঁকড়ে রইল ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসারী হ'ল। তার দৃষ্টান্ত হ'ল কুকুরের মত। যদি তুমি তাকে তাড়িয়ে দাও তবুও হাঁপাবে, আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এটি হ'ল সেই সব লোকদের উদাহরণ যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে। অতএব তুমি এদের কাহিনী বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে' *(আ'রাফ ৭/১৭৫-৭৬)*। এ আয়াতে খেয়াল-খুশির অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা মহান আল্লাহ ঐসব মানুষকে হেদায়াত করেন না। তিনি বলেন, أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، 'তারা কেবল তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হেদায়াতকে অগ্রাহ্য করে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার চাইতে বড় পথভ্রষ্ট আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*।

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে ধমক দিয়ে বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا؟ 'তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*। তিনি রাসূলকে তাদের অনুসারী হ'তে নিষেধ করে বলেন, 'তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে'। 'তুমি বলে দাও যে, সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে। অতএব যে চায় তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক। আর যে চায় তাতে অবিশ্বাস করুক; আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি' *(কাহ্ফ ১৮/২৮-২৯)*। এই নিষেধাজ্ঞা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর উম্মতের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

অপরদিকে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রবৃত্তি পূজাকে ধ্বংসকারী আখ্যায়িত করে বলেন, وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ : فَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ– 'আর ধ্বংসকারী তিনটি বস্তু হ'ল (১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া (২) লোভের দাস হওয়া এবং (৩) আত্ম অহংকারী হওয়া। আর এটিই হ'ল সবচেয়ে মারাত্মক'।[১৯]

স্মর্তব্য যে, প্রবৃত্তি পূজা বা খেয়াল-খুশীর অনুসারী হয়ে মানুষ স্বজ্ঞানে বা অজ্ঞাতে পাপের চোরাগলিতে ঢুকে পড়ে অন্ধকারেই পথ হাতড়াতে থাকে। অতঃপর কখনও সফল হয়, কখনও বিফল হয়। তাই খেয়ালীপনা ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে আমলে ছালেহ সম্পাদন করে নেকী অর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টাই হবে মুমিনের সতত সাধনা।

১৮. তিরমিযী হা/৯৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৪২৬১; মিশকাত হা/১৬১২, সনদ হাসান।

১৯. বায়হাক্বী শো'আব হা/৬৮৬৫; মিশকাত হা/৫১২২ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/১৮০২।

৮. মুমিন-মুত্তাক্বীকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা :

মানুষ সাধারণত সঙ্গী-সাথী ব্যতিরেকে একাকী থাকতে পারে না। আবার যাদের সে চলা-ফেরা করে তাদের রীতি-নীতি, আচার-আচরণের অনেক কিছুই তার মধ্যে পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। বন্ধু বা সঙ্গীর দ্বারা সে প্রভাবিত হয়।[২০] এজন্য প্রত্যেককে ঈমানদার, মুত্তাক্বী ও সৎকর্মশীল বন্ধু নির্বাচন করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، ‘তুমি মুমিন ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন কেবল পরহেযগার লোকে খায়’।[২১] ইবনে খালদূন বলেন, فلابدَّ له من صاحبٍ أو صديق، هذا الصديق ينبغي أن يكون صالحا، ‘প্রত্যেক সঙ্গী বা বন্ধুর জন্য আবশ্যক হ’ল, এই বন্ধু যেন সৎ-ন্যায়পরায়ণ হ’তে হয়’। কথায় বলে, ‘সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ’। এক্ষেত্রে ফার্সী কবি শেখ সাদী রচিত ‘সৎ সঙ্গ’ কবিতা (বঙ্গানুবাদ) প্রণিধানযোগ্য,

গন্ধ মধুর কর্দম মোরে একদা
দিলেন বন্ধু, ছিলাম যখন নাইতে।
কহিলাম তারে, কস্তুরী কিবা কি তুমি?
সুবাসে তোমার পাগল এমন তাইতে

কহিল সে মোরে, তুচ্ছ কর্দম আমি গো,
ফুলসহ ছিনু কতকাল এক ঠাইতে;
সংগীর গুণ পশিয়াছে মম মাঝে গো,
নইলে কাদায় সুবাতাস কি এতো পাইতে?

সুতরাং বন্ধু সদা দ্বীনদার ও মুত্তাক্বী-পরহেযগার হওয়া যরূরী। কেননা তাক্বওয়াহীনের সাহচর্য দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে, ব্যক্তিত্ব হ্রাস করে, সন্দেহ ও নিষিদ্ধ বিষয়ে পতিত করে। তার মন্দকর্মের ফিৎনা থেকে নিরাপদ করে না, গর্হিত বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত থেকে দূরে রাখে না। ধীরে ধীরে চৌর্যবৃত্তি, মাদকাসক্তিসহ অন্যান্য হীন কর্মে জড়িয়ে পড়তে উৎসাহ যোগায়। কোন মানুষকে তার বন্ধুবান্ধব যতদ্রুত ফিৎনায় নিপতিত করে অন্য কোন জিনিস ততটা করে না। তদ্রূপ সে তার সঙ্গী-সাথীদের ব্যাপারে যতটা চিন্তা করে ততটা অন্য বিষয়ে খুব কমই করে। ফলে বন্ধুদের দ্বারাই সে অধিক প্রভাবিত হয়।

অপরদিকে মুমিন বন্ধু তাকে পরিশীলিত করে, তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে। সে সদা বন্ধুকে উপদেশ দেয়, তাকে ধোঁকা দেয় না। সে আন্তরিক হয়, মোসাহেব হয় না; সে সাহায্য করে, ছেড়ে যায় না। সে সদা বন্ধুর দ্বীনদারীর ব্যাপারে সতর্ক থাকে যেভাবে নিজের দ্বীনের ব্যাপারে থাকে হুঁশিয়ার। সে নিজের জন্য যা পসন্দ করে বন্ধুর জন্যও তাই পসন্দ করে। সুতরাং দ্বীনদার বন্ধু বিপদে সাহায্যকারী-সহযোগী হয় এবং সুখ-সাচ্ছন্দ্যে সুহৃদ হিসাবে সুখকে ভাগাভাগি করে নেয়। *[ক্রমশঃ]*

---

২০. আবু দাউদ হা/৪৮৩৩; মিশকাত হা/৫০১৯; ছহীহাহ হা/১৯২৭।
২১. আবু দাউদ হা/৪৮৩২; তিরমিযী হা/২৩৯৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৩৪১।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী (বালিকা শাখা)-এর জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) জুনিয়র সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
(২) সহকারী শিক্ষিকা (ইংরেজী) (১ জন)। যোগ্যতা : এম.এ (ইংরেজী)।
(৭) হাফেযা (২ জন) (কিতাব বিভাগ)। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ২৫শে ডিসেম্বর ২০২৪।
যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৩১৮-৯৬৬০০০, ০১৭১৬-৩৮৯৮৪১। ই-মেইল : rajmohilasalafia@gmail.com

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

তাখাছছুছ ফিল হাদীছ ওয়াল ফিকহ বিভাগ

কোর্সের মেয়াদ : ১ বছর।

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে সীমিত আসনে ভর্তি চলছে

ভর্তির নিয়মাবলী
ভর্তি আবেদনের ওয়েব লিংক
www.amis.edu.bd
ভর্তি ফরম বিতরণ
১লা ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী ২০২৫
ভর্তি পরীক্ষা
৪ঠা জানুয়ারী ২০২৫, শনিবার
আবেদন ফী : ৩০০ টাকা

বৈশিষ্ট্যাবলী :
- যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী।
- বিষয়ভিত্তিক ব্যবহারিক পাঠ।
- উচ্চতর গবেষণার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ।
- ফৎওয়া অনুশীলন।
- কোর্স শেষে মেধাবীদের শিক্ষক/গবেষক/দাঈ পেশায় কর্মসংস্থান।
- মেধাবীদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান।

ভর্তির শর্তাবলী :
- প্রার্থীকে কুল্লিয়া/দাওরায়ে হাদীছ/অনার্স/ফাযিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং ফলাফল কমপক্ষে জাইয়েদ জিদ্দান/সমমান থাকতে হবে।
- আরবী ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে হবে।
- ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৩০৯-১৩৪০৫১, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯ ই-মেইল : almarkazrajshahi@gmail.com

আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতা : আমাদের করণীয়

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(৩য় কিস্তি)

স্থানীয় কারণ :

১. অতীতে ইসলামী শিক্ষার অভাব ২. সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ৩. শী'আ মতের অনুপ্রবেশ ৪. ঔপনিবেশিক শাসন ও পাশ্চাত্যধারার শিক্ষার প্রভাব ৫. ইসলামী জ্ঞানে গভীরতার অভাব ৬. অসমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব ৭. ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার বহন ৮. হিন্দুয়ানী প্রভাব।

উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে প্রধানতঃ দু'ভাবে। এক- ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের নেতৃত্বে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে এবং দুই- আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের দাওয়াতের মাধ্যমে। একই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও ইসলামের আগমন ঘটেছে ছাহাবায়ে কেরামের যুগে। পরবর্তীতে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০৬ খৃষ্টাব্দে অত্যাচারী ব্রাহ্মণ রাজা লক্ষ্মণ সেনের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। আফগান বিজেতা শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরী (১১৮৬-১২০৬খৃ.)-এর তুর্কী গোলাম ও সেনাপতি এই ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী মাযহাবের দিক দিয়ে ছিলেন 'হানাফী'। অপরদিকে নও মুসলিম মোগল শাসকরাও ছিলেন তুর্কীদেরই একটি শাখা। তাঁরা বিজেতা হ'লেও ইসলামের প্রকৃত নমুনা ছিলেন না। তাঁদের শাসন ব্যবস্থাও ইসলামী ছিল না। তাঁদের সঙ্গে আসা ভাগ্যান্বেষী পীর-ফকীরদের ত্যাগী চরিত্র ও অভিনব প্রচার কৌশলে এদেশের বহু লোক মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু এসব বিজেতাদের এবং তাঁদের অনুসরণীয় ছূফী ও দরবেশদের মাধ্যমে যে ইসলাম এ দেশে প্রচারিত হয়, তা ছিল মূল আরবীয় ইসলাম হ'তে বহু দূরে। এখানে যেমন ছিল রায় ও ক্বিয়াসের বাড়াবাড়ি, তদ্রূপ ছিল পীরপূজা, কবরপূজা সহ নানাবিধ শিরক ও বিদ'আতের ছড়াছড়ি। আলেমদের প্রচারিত বিদ'আতে হাসানাহ্র সুযোগে এখানে ইসলামের লেবাস পরে অনুপ্রবেশ করে প্রতিবেশী হিন্দু ও বৌদ্ধদের বহু রসম-রেওয়াজ। ফলতঃ মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজীর সামরিক বিজয়ের প্রায় পৌনে ৬শত বছর পূর্ব থেকে বাংলাদেশের মুসলমানরা যে মূল ও অবিমিশ্র আরবীয় ইসলামে অভ্যস্ত ছিল, তা থেকে তারা ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে এবং ছূফীদের ও শাসকদের চালু করা বিকৃত ইসলামকে যথার্থ ইসলাম ভাবতে শুরু করে। যদিও ব্যতিক্রম সে যুগেও ছিল, এ যুগেও আছে।

পূর্ববর্তী মুসলমানরা ইসলামী বিধি-বিধান মেনে চলতেন এবং তাতে অভ্যস্তও ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানরা ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে এবং খুব কম লোকেই ইসলামের বিধি-বিধান মানতে অভ্যস্ত।

আমাদের এহেন অবস্থা একদিনে হয়নি। এমনটা হওয়ার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে তা উদঘাটনের চেষ্টা করা দরকার। বাংলাদেশের মুসলিম মানসে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতার পিছনে উল্লিখিত সাধারণ কারণগুলোর সাথে স্থানীয় অনেক কারণও যুক্ত রয়েছে। এসব কারণের কিছু ঐতিহাসিক, কিছু শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক এবং কিছু মিডিয়ার নেতিবাচক প্রচার-প্রপাগান্ডার সাথে জড়িত। নিম্নে সেগুলোর আলোচনা তুলে ধরা হ'ল।-

অতীতে ইসলামী শিক্ষার অভাব : ব্যবসায়ী ও ছূফী-সাধকদের নিকট যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন তারা কুরআন-সুন্নাহর ব্যাপক শিক্ষা এবং দেশীয় ভাষায় ইসলামকে জানার সুযোগ কমই পেতেন। জানা যায়, ১৭৬৫ সালে বাংলায় ৮০ হাযার মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকা ছিল এবং এদের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশের এক চতুর্থাংশ জমি লাখেরাজভাবে (খাজনামুক্ত) বরাদ্দ ছিল। কিন্তু মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাগুলোতে তখন বাংলার বদলে আরবী-ফারসির চর্চাই ছিল বেশী। তাও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা দেওয়া হ'ত। উচ্চশিক্ষা এদেশে চালু ছিল না। ফারসি রাষ্ট্র ভাষা এবং আরবী কুরআন-সুন্নাহর ভাষা বলে এ দু'টির আলাদা কদর ছিল। বাংলা গদ্যের বিস্তার না ঘটায় সুলতানী, মোগল ও নবাবী আমলে বাংলা ভাষায় যেমন কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ, সীরাত ও অন্যান্য ইসলামী বই-পুস্তকের অনুবাদ হয়নি তেমনি প্রামাণ্য মৌলিক কোন গ্রন্থও বাংলায় রচিত হয়নি। ফলে এ দেশের সাধারণ মুসলিম জনগণ ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারেনি। এজন্য মধ্যযুগের মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ ধর্মীয় ভাবধারায় যেসব পুঁথি রচনা করেছেন তাতে সত্যের চেয়ে অসত্য তথ্যের পরিমাণই বেশী। যেমন, ইউসুফ-জুলেখা, হাতেম তাই, সোনাভান, মকতুল হোসেন, খয়রল হাশর, নূরনামা ইত্যাদি গ্রন্থে অনেক আজগুবি ও কাল্পনিক কথার ছড়াছড়ি রয়েছে। তৎকালীন শিক্ষিত কবিদেরই যদি ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের এই দশা হয় তাহ'লে সাধারণ লোকদের ঈমানী ও আমলি অবস্থা কেমন হ'তে পারে তা একবার ভেবে দেখুন। সেই থেকে বাংলার মুসলিম সমাজে কুরআন ও সুন্নাহ্র কার্যকর অনুশীলন এক রকম নেই বললেই চলে।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব : সুলতানী আমলে যারা বাংলা শাসন করেছেন তাদের মধ্যে প্রায় সবাই সুন্নী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা ইসলামের প্রসার ও ইসলামী শিক্ষার বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেননি। আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ প্রমুখ সুলতান বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ইতিহাসে ব্যাপকভাবে নন্দিত। তাদের আমলে ও পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, পুরাণ ইত্যাদি বাংলায় অনূদিত হয়। কিন্তু এই সুলতানরা বাংলার মুসলমানদের জন্য আরবী-ফারসী থেকে কুরআন, হাদীছ ও অন্যান্য প্রামাণ্য ইসলামী বই-পুস্তক অনুবাদের কথা একটুও মাথায় আনেননি। ফলে তাদের সাহিত্যকর্ম দ্বারা হিন্দুরা উপকৃত হয়েছে এবং মুসলমানদের উপর হিন্দুয়ানি প্রভাব বেড়েছে।

ফলতঃ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমদের কুরআন-সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার সুযোগ আগাগোড়াই তেমন মেলেনি। যদিও এ কথা সত্য যে, শাসকগণ মসজিদ-মক্তবের জন্য জমি দান করতেন কিন্তু তারা বাংলাদেশে নিজামিয়া, আল-আযহার, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ মানের কোন মাদ্রাসা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়েছেন, ইতিহাস সে কথা বলে না। ভাসা ভাসা শিক্ষা দ্বারা কোন কালেই কুরআন-সুন্নাহর একনিষ্ঠ ও মযবূত অনুসারী হওয়া যায় না এবং অন্যদেরও তা করা যায় না।

শী'আ মতের অনুপ্রবেশ : শী'আ মতের অনুপ্রবেশও ইসলামের প্রতি অনাগ্রহ ও উদাসীনতা তৈরিতে কম-বেশী ভূমিকা রেখেছে। মোগল আমলে এসে উপমহাদেশে শী'আদের প্রভাব ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে; যদিও এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এখন যেমন তখনও তেমন সুন্নী ছিল। সম্রাট হুমায়ুন যখন দ্বিতীয়বার দিল্লীর সিংহাসনে বসেন তখন তিনি ইরানের তৎকালীন সাফাভি বংশের কট্টর শী'আ শাসকদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। শী'আ মতের পৃষ্ঠপোষকতার শর্তে তিনি সাহায্য পেয়েছিলেন। ফলে মোগল আমলে এদেশে সুন্নীদের তুলনায় শী'আ সম্প্রদায় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা বেশী পেয়েছে। ফলে শী'আরা ধীরে ধীরে দেশের নেতৃত্বের আসনে জেঁকে বসে।

সম্রাট হুমায়ুন তার নাবালক পুত্র সম্রাট আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত করেছিলেন যে বৈরাম খাঁকে তিনি ছিলেন শী'আ। সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীর তো দ্বীন-ই-ইলাহী নামে একটা নতুন ধর্মই বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং তা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (রহঃ) চেষ্টা না করলে জাহাঙ্গীর ও পরবর্তী মোগল সম্রাটদের অবস্থা কী দাঁড়াত তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধান স্ত্রী মেহেরুন্নেসা ওরফে নুরজাহান শী'আ ছিলেন। অনুরূপভাবে দরবেশ সম্রাট আলমগীরের মা আরজুমন্দ বানু বেগম ওরফে মমতাজ মহলও ছিলেন শী'আ। সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহীম খান ফতেহ জঙ্গ নামে একজন শী'আ কর্মচারীকে বাংলার সুবাদারিত্ব প্রদান করেন। তিনি অনেক শী'আ সহকর্মীদের ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন। বাংলার সুবাদার শাহ শুজা' সুন্নী হ'লেও মাতুল সম্প্রদায় শী'আদের ব্যাপক সহায়তা করতেন। ১৭১৭ সালে মুর্শিদাবাদে নবাব মুর্শিদ কুলি খান স্বাধীন নবাব বংশের শাসন শুরু করলে বাংলায় মোগল আধিপত্যের একরকম অবসান ঘটে। তখন থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত তিনটি ধারাবাহিক নবাবী বংশ, নাছীরী, আফশার ও নাজাফী- বাংলা শাসন করেছিল এবং তারা সকলেই শী'আ মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। এজন্য নবাব মুর্শিদ কুলি খান ১০ দিন সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন। শী'আদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমল সুন্নীদের থেকে অনেকাংশে পৃথক। শী'আ-সুন্নী বৈরিতার ইতিহাসও কম প্রাচীন নয়। ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ও সাহায্য সহযোগিতাও খুব বেশী ছিল না। কাজেই নবাবী আমলে সুন্নী মুসলিমদের ইসলামী জ্ঞান বৃদ্ধির সম্ভাবনা মোটেও ছিল না।

ঔপনিবেশিক শাসন ও পাশ্চাত্যধারার শিক্ষার প্রভাব : ইংরেজ শাসনামলে ১৮৩৫ সাল থেকে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক লর্ড মেকলের প্রস্তাবিত পাশ্চাত্য তথা আধুনিক শিক্ষাধারার সূচনা হয়। সেই থেকে বাংলাসহ উপমহাদেশের সকল অঞ্চলে তারা এ শিক্ষা চালু করে। বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আইন কলেজ, মাধ্যমিক স্কুল, প্রাইমারী স্কুল, শিক্ষা প্রশাসন, টেকস্ট বুক প্রকাশনা বিভাগ ইত্যাদির যাত্রাও ইংরেজ আমলে। এ শিক্ষার অধিকারীরা ইউরোপ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের জীবনধারা, পারিবারিক জীবন, ক্যারিয়ার গঠন, পোষাক-পরিচ্ছদ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, দেশ পরিচালনা, ধর্মপালনের মানসিকতা, চিন্তা, মনন ইত্যাদি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। তাদেরকে তারা জীবনের রোলমডেল মনে করে। আধুনিক কালের সকল সুযোগ-সুবিধা এদের জন্য অবারিত। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনাও এদের হাতে। এ শিক্ষালাভকারীরা সরকারী-বেসরকারী নানা চাকুরি লাভে সক্ষম। এ শিক্ষা আধুনিক শিল্প-ব্যবসায়ে নিজেকে জড়িত করার সুযোগ করে দেয়। এ শিক্ষা বলতে গেলে এখন অধিকাংশ লোকের আরাধ্য। পার্থিব জীবনমান উন্নয়নে এর বিকল্প আছে বলে মনে করা হয় না। কিন্তু এ ধরনের শিক্ষিতদের অধিকাংশের কাছে ইহজগৎ মূখ্য, আখেরাত গৌণ। জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইসলামী জীবনব্যবস্থার চিন্তা তারা মাথায় আনে না, বরং অনেকে বিরোধিতা করে। তারা ইসলামকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং রাজনীতির ময়দানে নিয়ে এসে তাকে কলুষিত করতে চায় না।

কুরআন-সুন্নাহতে যে আইন-বিচার ও শাসনের কথা আছে সে সম্পর্কে হয় তারা চোখ বন্ধ করে থাকে অথবা তা মানার গরয বোধ করে না। মূলত এ শিক্ষা তাদের অতিমাত্রায় ইহজাগতিক ও বস্তুবাদী করে তোলে। ফলে তাদের কাছে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস, ইসলামী বিধিবিধান পালন এবং আখেরাতের নিমিত্তে নেক আমল সাধন গৌণ হয়ে ওঠে।

ইসলামী জ্ঞানে গভীরতার অভাব : ইসলামী জ্ঞানে গভীরতার অভাবে আধুনিক শিক্ষাধারায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ইসলামী বিধি-বিধান পালনে তৎপর হ'তে মন থেকে প্রেরণা লাভ করেন না। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, সাংবাদিক, সামরিক-বেসামরিক অফিসার, কর্মচারী, এমপি, মন্ত্রী যারা বিভিন্ন পেশায় আছেন তাদের ইসলামের উপর একাডেমিক জ্ঞান খুবই সীমিত। প্রাইমারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলাম শিক্ষা নামে একটি বিষয় থাকলেও তা কতটুকু আর মনে আছে? ঐ পড়ার ভিত্তিতে তারা না পারেন কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে, না পারেন তদনুসারে আমল করতে। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ পড়েন তাদেরও বেশীর ভাগ ইসলাম জানার জন্য নয়; বরং অন্য ভালো সাবজেক্ট না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে পড়েন। এখানে ডিগ্রি অর্জন মূখ্য। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে এসএসসি পাশের পর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়া বাকি জীবনে

ইসলাম শিক্ষা লাভের কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সাংসারিক ও পেশাগত ব্যস্ততায় তাদের বেশীর ভাগের সে উদ্যোগ নেওয়া হয়ে ওঠে না। ফলে ইসলাম সম্পর্কে একাডেমিক জ্ঞানের অভাবে তাদের ইসলাম মানার উদ্যোগ আয়োজন গতানুগতিক ধারার ঊর্ধ্বে ওঠে না।

অসমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব : ইসলামী শিক্ষার সাথে সমন্বয় করে একমুখী আধুনিক শিক্ষা চালু করলে যে দেশের মানুষের ধর্মীয় ও জাগতিক চেতনা সমৃদ্ধ হ'ত জাতীয় পর্যায়ে সে চিন্তা কখনই করা হয়নি। বরং উল্টো মাদ্রাসা শিক্ষাকে ইংরেজি ধারার সাথে একাকার করার চেষ্টা চলছে। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষিতরাও এখন ইসলামের মূল স্প্রিট ভুলে অমুসলিমদের নিয়ম-নীতি ও কৃষ্টি-কালচার বরণ করতে দ্বিধা করছে না। এসব কারণেও দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা বাড়ছে।

ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার বহন : ইংরেজরা এদেশ থেকে চলে গেলেও আমরা এখনও তাদের প্রবর্তিত আইন, বিচার, শাসন, কৃষ্টি ও শিক্ষাব্যবস্থার উত্তরাধিকার বহন করে চলছি। ইংরেজরা যে ইসলামী শাসন ও বিচার ব্যবস্থা মুসলিম শাসকদের থেকে পেয়েছিল সেদিকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা আমাদের নেই। এদেশের সাধারণ শিক্ষিতদের অনেকে তো বরং ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে পরিত্যক্ত ও ব্যাকডেটেড বলে উপহাস করে।

হিন্দুয়ানী প্রভাব : প্রাকবৃটিশ ও বৃটিশ আমলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের উপর হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব ছিল। তারা যে দ্বীন-ধর্ম হিসাবে ইসলামকে খুব সঠিকভাবে জানতেন ও মানতেন তার প্রমাণ মেলা ভার। তৎকালীন শিক্ষিত কবি-সাহিত্যিকরা ইসলাম কেমন জানতেন, আর হিন্দু ধর্মই বা তাদের কাছে কেমন প্রিয় ছিল তার কিছু নমুনা 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' বই থেকে এখানে তুলে ধরা হ'ল।-

বর্তমানকালের সাহিত্যসেবী বুদ্ধিজীবীরা এদের লেখার ভূয়সী প্রসংসা করেন, কিন্তু বিষয়টি তলিয়ে দেখেন না। ইসলাম সম্পর্কে এদের জ্ঞান আহামরি কিছু ছিল না। শিক্ষিতজনদের হালই যদি এমন হয় তাহ'লে সাধারণ মানুষের ঈমানী অবস্থা ও আমল-আখলাক কেমন হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

ক. 'নুরুন্নেহার ও কবির কথা' নামক গীতিকাব্যের রচয়িতা লিখেছেন :

'বিছমিল্লাহ ও শ্রী বিষ্ণু এক-ই কথা। আল্লাহ দুই অংশে বিভক্ত হইয়া রাম রহীম হইয়াছেন'।

খ. শ্রী চৈতন্য মুসলমানদের যবন, ম্লেচ্ছ, ন্যাড়া ইত্যাদি নামে ডাকতেন। এতে মুসলমানদের প্রতি তার ভালোবাসা না ঘৃণা, কোনটা ছিল তা ফুটে ওঠে। চৈতন্য ন্যাড়া আব্দুল্লাহ ওরফে হরিদাসকে একদিন জিজ্ঞেস করছেন,

একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁরে লঞা গোষ্ঠী তাঁহারে পুছিলা।
হরিদাস! কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহা-দুরাচার।
ইহা সবার কোন মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে, দুঃখ অপার।
হরিদাস কহে প্রভু! চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি, দুঃখ না ভাবিহ।
যবন সকলের মুক্তি, হবে অনায়াসে।
'হারাম'! 'হারাম'! বলি কহে নামাভাসে।
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে, হারাম! হারাম!
যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম।
যদ্যপি অন্যত্র সংকেতে হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ।

মুসলমান 'হারাম' বলে যে 'রাম নাম' করে তাতেই তাদের মুক্তি হবে বলে ন্যাড়া হরিদাস তার প্রভু শ্রী চৈতন্যকে আশ্বস্ত করছে।

গ. মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণও কোন কোন কবির কাছে নিন্দনীয় অনুশোচনাযোগ্য বিষয় ছিল। ভক্ত কবি লাল মামুদ বৈষ্ণব সংস্রবে এসে ক্রমে ক্রমে তাদের ধর্মের প্রতি গভীর আস্থাবান হয়ে পড়েন। তিনি হিন্দুর মতো আচার-ব্যবহার করতে থাকেন। ... একটি বটবৃক্ষমূলে তুলসী গাছ স্থাপন করে রীতিমতো সেবা পূঁজা করতে থাকেন। ... যেদিন গোস্বামী প্রভু লালুর (লাল মামুদের) আশ্রমে এসেছিলেন সেদিন তার খসড়া হ'তে নিম্নলিখিত গানটি গেয়ে লাল মামুদ সকলকে কাঁদিয়ে দিয়েছিলেন।

দয়াল হরি কৈ আমার,
আমি পড়েছি ভব কারাগারে, আমার কে করে উদ্ধার।।
বড় রিপুর জ্বালা প্রাণে, সহ্য হয় না আর।
শত দোষের দোষী বলে, জন্ম দিলে যবন কুলে
বিফলে গেল দিন আমার।
আমি কুলধর্ম্মে পরম ধর্ম্ম বলে, যত করলাম কদাচার।।
যদিও তুমি আল্লা খোদা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি সারোদা,
স্বত্ব, রজঃ ত্রিগুণের আধার
তবু হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ বলে ডাকতে প্রাণ কাঁদে আমার।
মনের খেদে বলিতেছি এবার
হরি বলে প্রাণ যায় যেন আমার।।

বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রী চৈতন্যকে উদ্ধারকর্তা বিশ্বাস করে মরমী সাধক লালন শাহ গাইছেন:

পার কর চাঁদ গৌর আমার- বেলা ডুবিল,
আমার হেলায় হেলায় অবহেলায় দিন তো বয়ে গেল।
আছে ভব-নদীর পাড়ি
নিতাই চাঁদ কাণ্ডারি।
কুলে বসে বোধন করি।
ও চাঁদ গৌর এইসেছে,
ও চাঁদ গৌর হে কুলে বইসেছে।
আরও কুল-গৌরবিনী যারা কুলে থাকে তারা
ও কুল ধুইয়া কি জল খাইব?
ও চাঁদ গৌর যদি পাই,
ও চাঁদ গউর হে,

কুলে দিয়ে ছাই- ফকির লালন বলে- শ্রীচরণে দাসী হইব।

একইভাবে খিজিরকে উদ্ধারকর্তা বিশ্বাস করে মরমী কবি পাগলা কানাই (ঝিনাইদহ) গাইছেন-

দেওয়ান খেজের চাঁদ- ও আমায় দেও আসি আসান।
পাগলা কানাই ডাকে তোমায়- সামনে দেখি তুফান।।
ও তোমার নামের মহিমা আল্লা কোরানে বলে
আমি দেশ-বিদেশে ফিরত্যাছি ওই নামের-ই বলে
ওরে খেজের নামের জোরে যেমন আগুন হয় পানি
পানিতে সমুদ্রে বিপদে হয় আসানি...।

আধুনিক কবি-সাহিত্যিকরাও কিন্তু পীর-মুর্শিদের কাছে প্রার্থনায় কম যান না। যেমন- কবি জসীমুদ্দীন তার 'পল্লিজননী' কবিতায় লিখেছেন :

নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
ছেলেরে তাহার ভালো করে দাও কাঁদে জননীর প্রাণ।
ভালো করে দাও আল্লা রসূল ভালো করে দাও পীর,
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর!

কবি শামসুর রাহমান 'তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় লিখেছেন :

তোমার জন্যে,
ছগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্টদাস জেলেপাড়ার সেই সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাযী গাযী বলে যে নৌকা চালায় উদ্দাম ঝড়ে।

এই পল্লীজননী ও মতলব মিয়ারা কাল্পনিক চরিত্র। তারা এসব কবিদের জীবন দর্শন তথা বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে। সন্তানের সুস্থতার জন্য দরগায় দান এবং রাসূল ও পীরের কাছে প্রার্থনা আর নদী পাড়ি দিতে গাযী গাযী বলা, যবন হরিদাস, লাল মামুদ, লালন শাহ ও পাগলা কানাইদের রকমফের মাত্র। শিরক ও কুসংস্কারের যে সংজ্ঞা আমরা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানি তাতে এসব কথা ঈমান বিরোধীই বটে। বরং এসব কথা ও বিশ্বাসে ঈমান থাকে না।

মোটকথা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাব, পাশ্চাত্য জীবনধারার অন্ধ অনুকরণ, বিজাতীয় সংস্কৃতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ, যুগের চাহিদা পূরণে মাদ্রাসা শিক্ষার অপারগতা, ইসলামী শিক্ষার সাথে প্রচলিত শিক্ষার সমন্বয়ের অভাব, ইসলামপন্থীদের নীচু নযরে দেখা, জাগতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত হওয়া, ভোগবাদি মানসিকতা, ইসলামী বিধিবিধানের পক্ষে সরকারী আনুকুল্যের অভাব ইত্যাদি কারণে আজ এ দেশের মুসলিম মানসে ইসলামী বিশ্বাসে শিথিলতা এবং ইসলামী বিধিবিধান পালনে অনাগ্রহ ও উদাসীনতা দেখা দিয়েছে।

আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ়করণে মুসলিম হিসাবে করণীয় : আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতা এবং দ্বীনের বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালনে অলসতা ও অনীহা একটি বড় সমস্যা। এটি যত না ব্যক্তিগত সমস্যা তার থেকেও বেশী সামাজিক সমস্যা। একে সমস্যা হিসাবে উপলব্ধি করাও অত্যন্ত যরূরী। সমস্যা হিসাবে মনে করলে তখনই আসবে তা সমাধানের চিন্তা। যা কিছু লক্ষ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে তাই সমস্যা। সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারলে কিংবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এ লক্ষ্যে প্রত্যেককে কাজ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলাই সকল ক্ষেত্রে তাওফীক্ব দাতা। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, মানব সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে সকল মানুষের জন্য আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। আর গ্রন্থপ্রাপ্তরা তাদের কাছে সুনিশ্চিত জ্ঞান আসার পরেই কেবল যিদ বশত এ নিয়ে মতপার্থক্য করছে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। যারা অন্য জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তাদের আখেরাতে চরম মূল্য দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন তালাশ করবে তা তার থেকে কস্মিনকালেও গৃহীত হবে না। আর সে আখেরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। যারা কেবল দুনিয়া চায় আখেরাতে তাদের কোনই অংশ মিলবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অনন্তর মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে কেবল দুনিয়াতে দাও। এই ধরনের লোকদের জন্য আখেরাতে কোনই অংশ নেই' *(বাক্বারাহ ২/২০০)*। সুতরাং আখেরাত বরবাদ করে দুনিয়া নয়।

আবার যারা দুনিয়া ত্যাগ করে আখেরাতের ফিকিরে ব্যস্ত দুনিয়াপন্থীদের হাতে তাদের দ্বীন দুনিয়া উভয়ই সংকীর্ণ হয়ে পড়া অসম্ভব নয়। আমরা বাহ্যচোখে দেখি, বর্তমান দ্বীনবিমুখ ক্ষমতাধরগণ তাদের অধীনস্থ জনগণকে নিজেদের চাহিদা মতো দ্বীন পালন করতে দেয়। মুসলিম প্রধান অমুসলিম প্রধান উভয় দেশের সরকারের ক্ষেত্রে এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

যারা দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা চায় এবং সে লক্ষ্যে যথোচিত কাজ করে দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য কেবল তাদের ভাগ্যে মিলবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের মাঝে অনেকে বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও' *(বাক্বারাহ ২/২০১)*। এই শ্রেণীর লোকই প্রকৃত সাফল্য ও কল্যাণের হকদার। তাই স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সকল শিক্ষিতজনসহ যাদের লেখাপড়ার সুযোগ মিলেছে কিংবা মেলেনি তাদের সবার নিকট আরয, আমরা যেন বুঝে-শুনে বিজ্ঞজনচিত আচরণ করি। অনুশীলনকারী মুসলিম হিসাবে আমাদের নিষ্ক্রিয় ও বিরুদ্ধবাদী মুসলিম ও অমুসলিম ভাই-বোনদের জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে কুরআন-হাদীছের আলোকেই আমরা দায়বদ্ধ। আমরা যেন আমাদের দায়িত্ব বুঝার চেষ্টা করি এবং তা পালনে সক্রিয় হই। আল্লাহই সকল কাজের তাওফীক্বদাতা।

[ক্রমশঃ]

জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করবেন যেভাবে

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

(৮) কাতারের ফাঁকা বন্ধ করা :

জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের প্রাক্কালে পায়ে পা এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছালাত আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِي صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، 'যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে ফাঁকা বন্ধ করবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন'।[১] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، 'নিশ্চয়ই যারা কাতারগুলো মিলিয়ে রাখে আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁকা বন্ধ করে দেয়, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন'।[২]

(৯) তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হওয়া :

ফরয ছালাতের পরে তাহাজ্জুদের ছালাত সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ।[৩] তাহাজ্জুদ ছালাতের বিবিধ ফযীলত রয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল এই ছালাতের বিনিময়ে আল্লাহ বান্দাকে জান্নাতের বিশেষ প্রাসাদের মালিক বানিয়ে দেন। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا 'জান্নাতের মধ্যে কতিপয় প্রাসাদ আছে, যেগুলোর ভিতর থেকে বাইরের এবং বাহির থেকে ভিতরের দৃশ্য দেখা যায়'। এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এই প্রাসাদগুলো কাদের জন্য? তিনি বললেন, لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، 'যে ব্যক্তি মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বলে, (ক্ষুধার্তকে) খাদ্য দান করে, নিয়মিত নফল ছিয়াম পালন করে এবং মানুষ যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকে, তখন সে (আল্লাহ্র জন্য) ছালাত আদায় করে'।[৪] আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) বলেন, لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ، أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا، 'তুমি ক্বিয়ামুল লায়ল ছেড়ে দিও না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো এটা ছাড়তেন না। তিনি অসুস্থ হ'লে কিংবা অলসতা বোধ করলে বসে ছালাত আদায় করতেন'।[৫] মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, لَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَلَوْ قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ، 'ক্বিয়ামুল লায়ল (রাত্রীকালীন নফল ইবাদত) অবশ্যই আদায় করবে। যদিও বকরির ওলান থেকে দুধ দোহনের সময় পরিমাণও হয়'।[৬] ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، وَصِيَامِ النَّهَارِ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ مَحْرُوْمٌ، كَبَّلَتْكَ خَطِيْئَتُكَ، 'যদি তুমি রাতে তাহাজ্জুদ না আদায় করতে পার এবং দিনে ছিয়াম পালন করতে না পার, তবে জেনে রেখ! তুমি (ইবাদতের বরকত থেকে) বঞ্চিত হয়েছ, তোমার গুনাহ-খাতা তোমাকে বন্দী করে রেখেছে'।[৭]

(১০) সদাচরণকারী হওয়া :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সদাচরণকারী বান্দাদের জন্য জান্নাতের সুউচ্চ স্থানে একটি বালাখানার ব্যাপারে যিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، 'যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের উপকণ্ঠে একটি ঘরের যিম্মাদার। আর যে ব্যক্তি তামাশার ছলেও মিথ্যা বলে না, আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের যিম্মাদার। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে, আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের যিম্মাদার'।[৮] মুমিন বান্দাকে ঈমানের পরে উত্তম চরিত্রের চেয়ে উত্তম আর কিছু প্রদান করা হয়নি। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শুরুর সময় উত্তম চরিত্র লাভের জন্য দো'আ করতেন।[৯] আয়না দেখার সময় চারিত্রিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রার্থনা করতেন।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ 'তোমরা কি জানো!

---

* এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. তাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৫৭৯৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৯২, সনদ ছহীহ।
২. ইবনু মাজাহ হা/৯৯৫, সনদ ছহীহ।
৩. মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯।
৪. তিরমিযী হা/১৯৮৪; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৫৭৪৩, সনদ হাসান।
৫. আবূদাঊদ হা/১৩০৭; ছহীহুত তারগীব হা/৬৩২, সনদ ছহীহ।
৬. আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ২৪৭।
৭. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৪৩৫।
৮. আবূদাঊদ হা/৪৮০০; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৬৫৩, সনদ হাসান। রাবী আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ)।
৯. মুসলিম হা/৭৭১; নাসাঈ হা/৮৯৭।
১০. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮১৮৪; ছহীহুল জামে' হা/১৩০৭, সনদ ছহীহ।

মানুষকে কোন্ জিনিস সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করাবে? সেটা হ'ল- আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র।[১১] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, جمع النبى بَين تقوى الله وَحسن الْخلق لِأَن تقوى الله يصلح مَا بَين العَبْد وَبَين ربه وَحسن الْخلق يصلح مَا بَينه وَبَين خلقه فتقوى الله توجب لَهُ محبَّة الله وَحسن الْخلق يَدْعُو إِلَى محبته، 'নবী কারীম (ছাঃ) আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্রকে একত্রে বর্ণনা করেছেন। কেননা তাক্বওয়া বান্দা ও তাঁর রবের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। আর সচ্চরিত্র বান্দা এবং সৃষ্টিকূলের মাঝে সম্পর্ক তৈরী করে। ফলে তাক্বওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র ভালোবাসা অর্জিত হয় আর সদাচরণ তাকে সৃষ্টির ভালোবাসার দিকে টেনে নিয়ে যায়'।[১২]

(১১) সালামের প্রসার ঘটানো :

সালাম একটি সম্মানজনক, অভ্যর্থনামূলক, অভিনন্দনজ্ঞাপক, শান্তিময় উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন পরিপূর্ণ ইসলামী অভিবাদন। সালামের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে মুমিনদের মাঝে ভালোবাসার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। সালাম আদান-প্রদান করা জান্নাতে প্রবেশ করার অন্যতম একটি মাধ্যমে এবং সেখানে অনবদ্য প্রাসাদ তৈরী করার অন্যতম হাতিয়ার। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، 'জান্নাতে মধ্যে এমন কিছু প্রাসাদ আছে, যার বাইরের দৃশ্য ভিতর থেকে এবং ভিতরের দৃশ্য বাহির থেকে দেখা যায়। মহান আল্লাহ এসব প্রাসাদ সেই সকল লোকের জন্য তৈরী করেছেন, যারা অপরকে খাবার খাওয়ায়, সালামের প্রসার ঘটায় এবং রাতে মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে (তাহাজ্জুদের) ছালাত আদায় করে'।[১৩] আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, إِنِّي لَأَخْرُجُ وَمَا لِي حَاجَةٌ إِلا لأُسَلِّمَ عَلَى النَّاسِ وَيُسَلِّمُونَ عَلَيَّ، 'আমি (মাঝে মাঝে) কোন প্রয়োজন ছাড়াই এই উদ্দেশ্যে বাড়ির বাইরে বের হই যে, আমি মানুষকে সালাম দিব এবং তারাও আমাকে সালাম দিবে'।[১৪] আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، 'যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করেছে- (১) নিজের ব্যাপারে ইনছাফ করা, (২) অভাবগ্রস্ত হওয়ার পরও দান-ছাদাক্বা করা এবং (৩) জগৎজুড়ে সালামের প্রসার ঘটানো'।[১৫]

(১২) মানুষকে খাবার খাওয়ানো :

মানুষকে খাবার খাওয়ানো আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলে বড় একটি মাধ্যম, যার দ্বারা জান্নাতে প্রাসাদ নির্মিত হয়। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ... 'জান্নাতে মধ্যে এমন কিছু প্রাসাদ আছে, যার বাইরের দৃশ্য ভিতর থেকে এবং ভিতরের দৃশ্য বাহির থেকে দেখা যায়। মহান আল্লাহ এসব প্রাসাদ যাদের জন্য তৈরী করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল– যে ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ায়...'।[১৬] তিনি আরো বলেন, اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامٍ 'তোমরা রহমানের ইবাদাত কর, অপরকে খাবার খাওয়াও, মুসলিমদেরকে সালাম দাও; আর নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর'। অন্যত্র তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেন, أَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَطْيِبُوا الْكَلَامَ، 'তোমরা (মানুষকে) খাবার খাওয়াও এবং সুন্দর ভাষায় কথা বল'।[১৭] কারণ ইসলামের সর্বোৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে, মানুষকে খাওয়ানো এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম প্রদান করা।[১৮]

(১৩) নিয়মিত নফল ছিয়াম পালন করা :

ফরয ছিয়ামের পাশাপাশি নিয়মিত নফল ছিয়ামের মাধ্যমে জান্নাতী অট্টালিকার অধিকারী হওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের মধ্যে কতিপয় প্রাসাদ আছে, যেগুলোর ভিতর থেকে বাইরের এবং বাহির থেকে ভিতরের দৃশ্য দেখা যায়'। এক বিদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এই প্রাসাদগুলো কাদের জন্য? তিনি বললেন, لِمَنْ أَطَابَ الكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، 'যে ব্যক্তি মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বলে, (ক্ষুধার্তকে) খাদ্য দেয়, নিয়মিত নফল ছিয়াম পালন করে এবং মানুষ যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকে, তখন সে আল্লাহ্র জন্য ছালাত আদায় করে'।[১৯] ক্বাযী বায়যাবী (রহঃ) বলেন, 'শুধু ক্ষুত-পিপাসা থেকে নিবৃত্ত থাকাই ছিয়ামের মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রবৃত্তিকে দমন করে নফসে আম্মারাকে বশীভূত করে নফসে মুত্বমাইন্না বা আল্লাহ্র আনুগত্যে প্রশান্ত হৃদয় গঠন করাই ছিয়ামের মূল

১১. *তিরমিযী ২০০৪; মিশকাতা হা/৪৮৩২, সনদ হাসান।*
১২. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়াইদ, পৃ:৫৪।*
১৩. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫০৯; ছহীহুল জামে' হা/৯৪৭, সনদ ছহীহ।*
১৪. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৫/২৭৪।*
১৫. *ইবনে তায়মিয়া, কিতাবুল ঈমান, পৃ. ১৭৮।*
১৬. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫০৯; ছহীহুল জামে' হা/৯৪৭, সনদ ছহীহ।*
১৭. *তাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর ২৭৬৩; ছহীহাহ হা/১৪৬৫, সনদ ছহীহ।*
১৮. *বুখারী হা/১২; মুসলিম হা/৩৯।*
১৯. *তিরমিযী হা/১৯৮৪; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৫৭৪৩, সনদ হাসান।*

তাৎপর্য।[২০] এজন্য প্রখ্যাত তাবেঈ আহনাফ ইবনে ক্বায়েস (রহঃ) বৃদ্ধ বয়সেও ছিয়াম রাখতেন। তাকে বলা হ'ত, 'আপনি তো বৃদ্ধ মানুষ, ছিয়াম আপনাকে আরো দুর্বল করে দিচ্ছে। (সুতরাং এতো কষ্ট করে ছিয়াম রাখার কী প্রয়োজন?)'। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, إني أعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه، 'আমি দীর্ঘ সফরের (পাথেয়র) জন্য ছিয়ামকে প্রস্তুত করছি। আল্লাহ্র আযাবে ধৈর্য ধারণ করার চেয়ে তাঁর আনুগত্যে ধৈর্য ধারণ করা অনেক সহজ'।[২১]

(১৪) সূরা ইখলাছ পাঠ করা :

সূরা ইখলাছ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ সূরা। যা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান মর্যাদাপূর্ণ।[২২] অত্র সূরা দশ বার তেলাওয়াত করার মাধ্যমে নিজের জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ বরাদ্দ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا عِشْرِينَ مَرَّةً، بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً، بُنِيَ لَهُ بِهَا ثَلَاثَةُ قُصُورٍ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَنْ لَنَكْثُرَنَّ قُصُورُنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ، 'যে ব্যক্তি দশবার সূরা ইখলাছ পাঠ করবে, এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি বিশবার পাঠ করবে, তার জন্য দু'টি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ত্রিশবার পাঠ করবে, তার জন্য তিনটি প্রাসাদ নিমার্ণ করা হবে। অতঃপর ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তবে তো আমাদের প্রাসাদেও সংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের ধারণার চেয়েও অধিক দাতা'।[২৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি *'কুল হওয়াল্লাহু আহাদ'* বা সূরা ইখলাছ শেষ পর্যন্ত দশবার পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন'।[২৪]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আসছিলাম। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাছ পাঠ করতে শুনলেন এবং বললেন ওয়াজিব (অবধারিত) হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? তিনি বললেন, জান্নাত। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি লোকটিকে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য তার কাছে যেতে চাইলাম। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সকাল বেলার খাবার ছুটে যাওয়ার আশংকা করলাম। তাই আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সকালের খাবার গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিলাম। পরে সেই লোকের কাছে এসে দেখি সে (ওখান থেকে) চলে গেছে'।[২৫]

(১৫) দ্বীনি ভাই ও অসুস্থ-রোগীকে দেখতে যাওয়া :

দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের একটি বড় মাধ্যম। যারা পরস্পরকে স্রেফ আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন[২৬] এবং তাদের মর্যাদা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবেন।[২৭]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ، قَالَ اللهُ لَهُ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ، 'যখন কোন ব্যক্তি তার অসুস্থ (মুসলিম) ভাইকে দেখতে যায় অথবা তার সাথে সাক্ষাত করতে যায়, তখন আল্লাহ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমার পথচলা উত্তম হয়েছে, তুমি তো জান্নাতে একটি বাড়ি বানিয়ে নিলে'।[২৮] বোঝা গেল, অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে যাওয়া বা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া নেক আমালের অন্তর্ভুক্ত। যারা এটা করে আল্লাহ্র ফেরেশতামণ্ডলী তাদের জন্য কল্যাণের দো'আ করেন এবং সেই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ বরাদ্দ দেওয়ার প্রার্থনা করেন।

ইবনু জুরাইজ (রহঃ) বলেন, 'যদি তোমার সাথে তোমার কোন দ্বীনী ভাই সাক্ষাত করতে আসে, তবে তাকে জিজ্ঞেস করো না যে– কোত্থেকে আসলে? কারণ হ'তে পারে যে, সে এমন স্থান থেকে এসেছে, যা সে তোমাকে জানাতে পসন্দ করছে না। যদি সে তোমাকে বলে, সে কোথা থেকে এসেছে, তবে তুমি তাকে কষ্ট দিলে। আর সে যে স্থান থেকে এসেছে তা না বলে ভিন্ন কথা বলে, তবে এটি মিথ্যা হিসাবে লিখিত হবে'।[২৯] মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে' (রহঃ)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হ'ল, দুনিয়াতে সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি?, তিনি বলেন, صُحْبَةُ الْأَصْحَابِ وَمُحَادَثَةُ الْإِخْوَانِ إِذَا اصْطَحَبُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، 'বন্ধুদের সংস্রব এবং দ্বীনী ভাইদের সাথে কথোপথন, যদি তা একই সাথে নেকী ও তাক্বওয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে'।[৩০]

(১৬) সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করা :

সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করা একটি কঠিন ইবাদত, তবে এর প্রতিদানও অনেক বড়। যারা সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে

২০. *ইবনু হাযার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ৪/১১৭।*
২১. *গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/২৩৬।*
২২. *বুখারী হা/৬৬৪৩; মুসলিম হা/৮১১।*
২৩. *দারেমী হা/৩৪২৯; হাদীছটি প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটির রিজাল বুখারী-মুসলিমের এবং ছিক্বাত। আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।*
২৪. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৮৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৭২, সনদ হাসান।*
২৫. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২৩০৭; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/২০৭৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৭৮, সনদ ছহীহ।*
২৬. *বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।*
২৭. *আবূদাঊদ হা/৩৫২৭; মিশকাত হা/৫০১২, সনদ ছহীহ।*
২৮. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৪৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৭৪, সনদ হাসান।*
২৯. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ১৩/৫০৮, হা/১০৬৯৭, সনদ হাসান।*
৩০. *ইবনু আবিদ্দুনয়া, আল-ইখওয়ান, পৃ. ৫০।*

www.at-tahreek.com

প্রশংসিত প্রাসাদের মালিক বানিয়ে দিবেন। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ، 'যখন বান্দার কোন সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ তার ফেরেশতাদের প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে কি ছিনিয়ে আনলে? তারা বলেন, হ্যাঁ। পুনরায় আল্লাহ প্রশ্ন করেন, তোমরা তার হৃদয়ের টুকরাকে ছিনিয়ে আনলে? তারা বলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, (সন্তানের মৃত্যুতে) আমার বান্দা কি বলেছে? ফেরেশতারা বলে, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'ঊন' পাঠ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, জান্নাতের মধ্যে আমার এই বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরী কর এবং তার নাম রাখ 'বায়তুল হামদ' বা 'প্রশংসালয়'।[৩১]

(১৭) তর্ক-বিবাদ পরিহার করা :

ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয়। এজন্য ইসলাম আমাদেরকে ন্যায়সঙ্গত ঝগড়া-বিবাদও পরিহার করার প্রতি উৎসাহিত করেছে। আর এর প্রতিদানে রয়েছে জান্নাতী প্রাসাদ লাভের নিশ্চয়তা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، 'আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের যামিনদার হব, যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে'।[৩২] হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, الْمُرُوءَةُ فَحِفْظُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ، وَإِحْرَازُهُ دِينَهُ وَحُسْنُ قِيَامِهِ بِصَنْعَتِهِ، وَتَرْكُ الْمُنَازَعَةِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، 'প্রকৃত মানবিকতা হ'ল আত্মনিয়ন্ত্রণ করা, নিজের দ্বীনকে হেফাযত করা, নিপুণতার সাথে নিজের কাজ করা, ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করা এবং সালামের প্রসার ঘটানো'।[৩৩]

(১৮) কৌতুকের ছলে হ'লেও মিথ্যা পরিহার করা :

পৃথিবীর সকল ধর্মে মিথ্যা বলা মহাপাপ। ইসলাম ধর্মে মজা ও কৌতুক করার জন্য মিথ্যা বলাও হারাম। যারা যাপিত জীবনে মিথ্যাকে পরিহার করতে পারে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য জান্নাতের মাঝখানে অবস্থিত একটি প্রাসাদের যিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি জান্নাতের মধ্যখানে একটি বাড়ির যিম্মাদার সেই ব্যক্তির জন্য, যে কৌতুকবশত হ'লেও মিথ্যা বলা পরিহার করে'।[৩৪] এখানে বাড়ি বলতে প্রাসাদ বুঝানো হয়েছে।[৩৫] অন্যত্র তিনি বলেন, لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَالْمِرَاءِ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، 'কোন বান্দা পূর্ণরূপে ঈমানদার হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে মজা করে ও ঝগড়া-বিবাদে মিথ্যাকে পরিহার করতে না পারে, যদি সে (স্বাভাবিক জীবনে) একজন সত্যবাদি ব্যক্তি হয়'।[৩৬] এজন্য সালাফগণ মিথ্যার ব্যাপারে যারপরনাই সতর্ক থাকতেন। প্রখ্যাত তাবেঈ আহনাফ ইবনে ক্বায়েস রহিমাহুল্লাহ (মৃ.৭২হি.) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পরে শুধু একবার মিথ্যা কথা বলেছি। তাছাড়া আর কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। একদা আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আমাকে আমার পরিধেয় পোষাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, এটা কত দিয়ে কিনেছি? আমি দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য কমিয়ে বলেছিলাম।[৩৭] তাবে তাবেঈ আবূ আব্দুর রহমান আল-খুরাইবী (মৃ. ২১৩) বলেন, আমি যিন্দেগীতে শুধু একবারই মিথ্যা বলেছি। আব্বু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কি ওস্তাযের সামনে ইবারত পড়েছিলে?' আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ। অথচ আমি ইবারত পড়িনি।[৩৮] সুবহানাল্লাহ। অথচ আমরা হরহামেশা কত মিথ্যা কথা বলে থাকি। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

(১৯) বাজারে প্রবেশের দো'আ পড়া :

হাট-বাজার দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড এবং গাফেলতির জায়গা। এখানে গেলে মানুষ কদাচিৎ আল্লাহকে স্মরণে রাখতে পারে। যারা মানুষের গাফেলতির সময় আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে, তারা সত্যিকারার্থে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন বান্দা। ফলে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রাসাদ সহ মহা প্রতিদান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، 'যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে বলে, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়াহুওয়া হায়য়ুন, লা-ইয়ামূতু, বিয়াদিহিল খয়রু, ওয়াহুয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর' *(অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই সব কিছুর ধারক এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু*

---

৩১. তিরমিযী হা/১০২১; ছহীহাহ হা/১৪০৮, সনদ হাসান।
৩২. আবূদাঊদ হা/৪৮০০; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৬৫৩, সনদ হাসান। রাবী আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ)।
৩৩. শামসুদ্দীন ইবনে মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ইয়াহ, ২/২২০।
৩৪. আবূদাঊদ হা/৪৮০০; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৬৫৩, সনদ হাসান। রাবী আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ)।
৩৫. খাত্তাবী, মা'আলিমুস সুনান ৪/১১০ পৃ:।
৩৬. তাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত হা/৫১০৩; ছহীহুত তারগীব হা/২৯৩৯, সনদ ছহীহ লিগায়রিহী। রাবী আবূ হুরায়রা (রাঃ)।
৩৭. ইবনু আবিদ্দুনয়া, কিতাবুছ ছামত, পৃ. ২৫৩।
৩৮. শামসুদ্দীন যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ১/২৪৭।

দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই যাবতীয় কল্যাণ, তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান) আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী বরাদ্দ করেন, তার দশ লক্ষ গুনাহ মাফ করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর তৈরী করেন'।[৩৯]

(২০) অন্যকে জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণকারী আমল শিক্ষা দেওয়া :

অপরকে কোন নেক আমলের শিক্ষা দিলে সে ব্যক্তি যদি আমলটি সম্পাদন করে, তবে শিক্ষাদানকারী ব্যক্তি তার পূর্ণ নেকী লাভ করে থাকে। রাসূলুল্লহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، 'যে ব্যক্তি অন্য কোন মানুষকে কোন নেক কাজের পথ দেখায় (উৎসাহিত করে), সে ঐ নেক কাজ সম্পাদনকারীর সমান ছওয়াব পায়'।[৪০] অর্থাৎ কেউ যদি আলোচিত আমলগুলো কাউকে শিখায় এবং সে যদি আমলটি সম্পাদন করে, তবে শিক্ষাদানকারী বান্দা আমলটি সম্পাদন না করেই শুধু শিক্ষাদানের কারণে জান্নাতী প্রাসাদের মালিক হ'তে পারবে।

মহান আল্লাহ আমাদের জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করে দিন, আলোচিত আমলগুলো নিজেরা সম্পাদন করে অপরকেও সেগুলো শিখানোর তাওফীক্ব দান করুন, তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থেকে তাঁর অনুগত্যের মাধ্যমে যিন্দেগানীর সফর শেষ করার সুযোগ দান করুন এবং আজীবন ছিরাতে মুস্তাক্বীমে অটল থেকে আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের যোগ্য বাসিন্দা হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৩৯. *তিরমিযী হা/৩৪২৯; মিশকাত হা/২৪৩১। সনদ হাসান।*

৪০. *মুসলিম হা/১৮৯৩।*

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : ডিসেম্বর ২০২৪-জানুয়ারী ২০২৫ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ ডিসেম্বর	২৮ জুমাঃ উলাঃ	১৬ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:০৫	০৬:২৪	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৩ ডিসেম্বর	০১ জুমাঃ আখেরাহ	১৮ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:০৬	০৬:২৫	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৫ ডিসেম্বর	০৩ জুমাঃ আখেরাহ	২০ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৫:০৭	০৬:২৭	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৭ ডিসেম্বর	০৫ জুমাঃ আখেরাহ	২২ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:০৮	০৬:২৮	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩২
০৯ ডিসেম্বর	০৭ জুমাঃ আখেরাহ	২৪ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:০৯	০৬:২৯	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
১১ ডিসেম্বর	০৯ জুমাঃ আখেরাহ	২৬ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:১০	০৬:৩১	১১:৫২	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৩৩
১৩ ডিসেম্বর	১১ জুমাঃ আখেরাহ	২৮ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:১২	০৬:৩২	১১:৫৩	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৪
১৫ ডিসেম্বর	১৩ জুমাঃ আখেরাহ	৩০ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:১৩	০৬:৩৩	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৫	০৬:৩৫
১৭ ডিসেম্বর	১৫ জুমাঃ আখেরাহ	০২ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:১৪	০৬:৩৪	১১:৫৫	০২:৫৫	০৫:১৫	০৬:৩৬
১৯ ডিসেম্বর	১৭ জুমাঃ আখেরাহ	০৪ পৌষ	বৃহস্পতি	০৫:১৫	০৬:৩৫	১১:৫৬	০২:৫৬	০৫:১৭	০৬:৩৬
২১ ডিসেম্বর	১৯ জুমাঃ আখেরাহ	০৬ পৌষ	শনিবার	০৫:১৬	০৬:৩৬	১১:৫৭	০২:৫৭	০৫:১৭	০৬:৩৭
২৩ ডিসেম্বর	২১ জুমাঃ আখেরাহ	০৮ পৌষ	সোমবার	০৫:১৭	০৬:৩৭	১১:৫৮	০২:৫৮	০৫:১৯	০৬:৩৮
২৫ ডিসেম্বর	২৩ জুমাঃ আখেরাহ	১০ পৌষ	বুধবার	০৫:১৮	০৬:৩৮	১১:৫৯	০২:৫৯	০৫:১৯	০৬:৩৯
২৭ ডিসেম্বর	২৫ জুমাঃ আখেরাহ	১২ পৌষ	শুক্রবার	০৫:১৯	০৬:৩৯	১২:০০	০৩:০০	০৫:২১	০৬:৪১
২৯ ডিসেম্বর	২৭ জুমাঃ আখেরাহ	১৪ পৌষ	রবিবার	০৫:১৯	০৬:৪০	১২:০১	০৩:০১	০৫:২১	০৬:৪২
৩১ ডিসেম্বর	২৯ জুমাঃ আখেরাহ	১৬ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:২০	০৬:৪০	১২:০২	০৩:০২	০৫:২৩	০৬:৪৩
০১ জানুয়ারী	৩০ জুমাঃ আখেরাহ	১৭ পৌষ	বুধবার	০৫:২১	০৬:৪১	১২:০২	০৩:০৩	০৫:২২	০৬:৪৩
০৩ জানুয়ারী	০২ রজব	১৯ পৌষ	শুক্রবার	০৫:২১	০৬:৪১	১২:০৩	০৩:০৪	০৫:২৫	০৬:৪৫
০৫ জানুয়ারী	০৪ রজব	২১ পৌষ	রবিবার	০৫:২২	০৬:৪২	১২:০৪	০৩:০৫	০৫:২৬	০৬:৪৬
০৭ জানুয়ারী	০৬ রজব	২৩ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:২২	০৬:৪২	১২:০৫	০৩:০৭	০৫:২৭	০৬:৪৭
০৯ জানুয়ারী	০৮ রজব	২৫ পৌষ	বৃহস্পতি	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৬	০৩:০৮	০৫:২৮	০৬:৪৮
১১ জানুয়ারী	১০ রজব	২৭ পৌষ	শনিবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৬	০৩:০৯	০৫:৩০	০৬:৫০
১৩ জানুয়ারী	১২ রজব	২৯ পৌষ	সোমবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৭	০৩:১১	০৫:৩১	০৬:৫১
১৫ জানুয়ারী	১৪ রজব	০১ মাঘ	বুধবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১২	০৫:৩২	০৬:৫২

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] **আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল**

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−২	−২	−২	−২
গাযীপুর	০	০	০	−১	−১
শরীয়তপুর	−১	০	+১	+১	+১
নারায়ণগঞ্জ	−১	−১	০	−১	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+১	০	+১
কিশোরগঞ্জ	−১	−২	−৩	−৩	−৩
মানিকগঞ্জ	+১	+১	+১	+১	+১
মুন্সিগঞ্জ	−১	−১	০	−১	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	০	+১	+২	+২	+১
গোপালগঞ্জ	+১	+২	+৪	+৩	+৩
ফরিদপুর	+২	+২	+৩	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৩	+১	−১	−২	০
ময়মনসিংহ	+১	০	−২	−৩	−২
জামালপুর	+৩	+২	০	−১	০
নেত্রকোণা	০	−২	−৩	−৪	−৩

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৬	+৬	+৫
সাতক্ষীরা	+৪	+৫	+৭	+৭	+৭
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+২	+৩	+৫	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৪	+৫
মাগুরা	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+২	+৩	+৫	+৫	+৫
বাগেরহাট	+১	+২	+৪	+৪	+৪
ঝিনাইদহ	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	−১	+১	+৩	+৩	+২
পটুয়াখালী	−২	০	+৩	+৩	+২
পিরোজপুর	০	+১	+৪	+৪	+৩
বরিশাল	−২	০	+২	+২	+১
ভোলা	−৩	−১	+১	+১	০
বরগুনা	−১	+১	+৪	+৪	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৩	+২	+১	+২
পাবনা	+৫	+৪	+৪	+৪	+৪
বগুড়া	+৫	+৪	+২	+১	+২
রাজশাহী	+৮	+৭	+৬	+৫	+৬
নাটোর	+৬	+৫	+৫	+৪	+৫
জয়পুরহাট	+৭	+৫	+৩	+২	+৩
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৮	+৭	+৬	+৭
নওগাঁ	+৭	+৬	+৪	+৩	+৪

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১১	+৭	+৩	+১	+৩
দিনাজপুর	+৯	+৭	+৪	+২	+৪
লালমণিরহাট	+৭	+৪	০	−১	০
নীলফামারী	+৯	+৬	+২	+১	+৩
গাইবান্ধা	+৫	+৩	+১	−১	+১
ঠাকুরগাঁও	+১১	+৭	+৪	+২	+৪
রংপুর	+৭	+৪	+১	০	+১
কুড়িগ্রাম	+৬	+৩	−১	−২	০

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৪	−৩	−৩	−৩	−৩
ফেনী	−৫	−৪	−৩	−৩	−৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−৩	−৪	−৩
রাঙ্গামাটি	−৯	−৭	−৫	−৫	−৬
নোয়াখালী	−৪	−৩	−১	−১	−২
চাঁদপুর	−২	−১	০	−১	০
লক্ষ্মীপুর	−৩	−২	০	০	−১
চট্টগ্রাম	−৮	−৬	−৩	−৩	−৪
কক্সবাজার	−১০	−৭	−২	−১	−৩
খাগড়াছড়ি	−৮	−৭	−৫	−৬	−৬
বান্দরবান	−১০	−৮	−৫	−৪	−৫

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৪	−৬	−৮	−৯	−৮
মৌলভীবাযার	−৫	−৬	−৭	−৮	−৭
হবিগঞ্জ	−৩	−৪	−৫	−৬	−৫
সুনামগঞ্জ	−২	−৪	−৬	−৭	−৬

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

অনারবী ভাষায় জুম'আ ও ঈদায়েনের খুৎবা : একটি বিশ্লেষণ

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ভূমিকা : জুম'আর দিন উপদেশ শ্রবণের দিন। এই দিনে ছাহাবায়ে কেরাম সকাল সকাল মসজিদে গিয়ে ইবাদতে মগ্ন হ'তেন। এই দিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে খুৎবা প্রদান ও শ্রবণ করা। এর মাধ্যমে খত্বীবগণ লোকদের বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়ে থাকেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাসের মত। যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে জ্ঞানের আলো বিতরণ হয়। এই জ্ঞানের আলো বিতরণ করা এবং গ্রহণ তখনই ফলপ্রসু হবে যখন জ্ঞান বিতরণকারী বোধগম্য ভাষায় জ্ঞান বিতরণ করবেন। যদি খত্বীবের ভাষা অস্পষ্ট হয় বা ভিন্ন হয় তাহ'লে পুরো কার্যক্রম বিফলে যাবে। উল্লেখ্য যে, খুৎবা প্রদান ও তা শ্রবণ স্বতন্ত্র ইবাদত। আর ভাষা এই ইবাদতের মাধ্যম মাত্র। সেজন্য খত্বীব নিজ ভাষায় বা মুছল্লীদের জন্য বোধগম্য ভাষায় খুৎবা দিবেন এটাই খুৎবার মৌলিক চাহিদা। কোন কোন আলেম খুৎবার ভাষা নিয়ে বিতর্ক তুলে ধরায় সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বিষয়টি খোলাছার দাবী রাখে। নিম্নে এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করা হ'ল :

পবিত্র কুরআন থেকে দলীল : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، 'আর আমরা কোন রাসূলকে পাঠাইনি স্বজাতির ভাষায় ব্যতীত, যাতে তারা তাদের কাছে (আমার দ্বীন) ব্যাখ্যা করে দিতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন ও যাকে চান পথপ্রদর্শন করেন। তিনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(ইবরাহীম ১৪/০৪)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) ইমাম আহমাদের উক্তি উল্লেখ করে বলেন, هذا من لطفه تبارك وتعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغتهم ليفهموا عنهم ما يريدون، وما أرسلوا به إليهم، 'এটা সৃষ্টজীবের প্রতি মহান আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের প্রতি তাদেরই মধ্য হ'তে তাদেরই ভাষাভাষী রাসূল পাঠিয়েছেন, যাতে তারা তাদের প্রত্যাশিত বিষয় তাদের বুঝিয়ে নিতে পারেন এবং যে কারণে পাঠানো হয়েছে সে বিষয়ে জানতে পারে।[১] হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এটি আল্লাহ তা'আলার নিয়ম যে, তিনি কোন জাতির কাছে কোন নবী পাঠাননি যদি না তিনি তাদের ভাষাভাষী হন। সেজন্য তিনি প্রত্যেক নবীকে কেবল তার উম্মতের নিকট রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য খাছ করেছেন। আর আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (ছাঃ)-কে সমগ্র মানবজাতির নিকট বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন।[২] আল্লাহ তা'আলা ইসলামী দাওয়াতের মূলনীতি উল্লেখ করে বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، 'আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবা ৯/১২২)*। অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, আরবী ভাষা ও দ্বীনের উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্য আবশ্যক নয়। বরং প্রত্যেক গোত্রের কিছু মানুষ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে ফিরে আসবে এবং স্বজাতিকে নিজ ভাষায় দ্বীন শিখাবে। আর শিক্ষার বড় একটি মাধ্যম বা ক্ষেত্র হচ্ছে জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবা। সুতরাং জাতীয় স্বার্থে নিজ ভাষায় জুম'আ বা ঈদায়নের খুৎবা প্রদান দোষণীয় নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে মুস্তাহাব।

হাদীছে নববী থেকে দলীল : ছহীহ হাদীছও প্রমাণ করে নিজ কওমের ভাষায় খুৎবা হওয়া বাঞ্ছণীয়। কারণ খুৎবার উদ্দেশ্য উপদেশ। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَبْعَثِ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ بِلُغَةِ قَوْمِهِ– 'আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী পাঠাননি যারা স্বজাতির ভাষাভাষী ছিলেন না'।[৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু যার (রাঃ)-কে বলেন, أُعْطِيتُ خَمْسَ خِصَالٍ لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي: أُرْسِلَ كُلُّ نَبِيٍّ إِلَى أُمَّتِهِ بِلِسَانِهَا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ مِنْ خَلْقِهِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَلَمْ يُنْصَرْ بِهِ أَحَدٌ قَبْلِي، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، 'আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কাউকেও দেয়া হয়নি। প্রত্যেক নবীকে তার উম্মতের ভাষাভাষী করে পাঠানো হয়েছে। আর আমাকে তাঁর সৃষ্টির সাদা-কালো সবার নিকটে পাঠানো হয়েছে। আমার জন্য গণীমতের সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমাকে শত্রুর মাঝে ভীতি সঞ্চার করার ক্ষমতা প্রদান করে সাহায্য করা হয়েছে, যা পূর্বের কোন নবীকে করা হয়নি। আর আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে'।[৪]

কুরআনের আয়াত ও হাদীছসমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক নবী-রাসূল স্বজাতির কাছে নিজ ভাষায় দাওয়াত ও উপদেশ দিতেন এবং উম্মতের সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনে সমাধান দিতেন। কারণ ভাষা না বুঝলে নছীহতের কোন মূল্য

১. *তাফসীরে ইবনু কাছীর ৪/৪৭৭, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।*

২. *তাফসীরে ইবনু কাছীর ৪/৪৭৭, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।*
৩. *আহমাদ হা/২২০২০; ছহীহাহ হা/৩৫৬১।*
৪. *মুসনাদুল হারেছ হা/৯৪২; হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/১১৭।*

নেই। সুতরাং জুম'আ ও ঈদসহ যেকোন খুৎবার প্রথম অংশ তথা খুৎবাতুল হাজাত পাঠ করার পর স্বজাতির ভাষায় আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন যাতে ইসলামের বিধি-বিধান পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানে সুবিধা হয়।

ইমাম নববী (রহঃ) খুৎবা আরবী ভাষায় হওয়া শর্ত কি-না সে বিষয়ে দু'টি মত উল্লেখ করার পর বলেন, وَلَا يُشْتَرَطُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْوَعْظُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِكُلِّ اللُّغَاتِ، مُسْتَحَبٌّ 'খুৎবা আরবী ভাষায় হওয়া মুস্তাহাব তবে শর্ত নয়। কেননা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে উপদেশ দেওয়া। আর উপদেশ যেকোন ভাষায় দিলেই উদ্দেশ্য হাছিল হয়'।[৫]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, إِنَّمَا يُبْعَثُ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ثُمَّ يَحْصُلُ الْبَيَانُ لِغَيْرِهِمْ بِتَوَسُّطِ الْبَيَانِ لَهُمْ إِمَّا بِلُغَتِهِمْ وَلِسَانِهِمْ وَإِمَّا بِالتَّرْجَمَةِ لَهُمْ وَلَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لِقَوْمِهِ أَوَّلًا لَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُ الرِّسَالَةِ لَا لَهُمْ وَلَا لِغَيْرِهِمْ، 'শুধুমাত্র তাকে তার সম্প্রদায়ের ভাষায় প্রেরণ করা হয়েছে যাতে তিনি তাদের নিকট বর্ণনা করে দিতে পারেন। অতঃপর অন্যদের কাছে বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্টকরণ করা হয়েছে, হয় তাদের ভাব ও ভাষার মাধ্যমে অথবা তাদের কাছে অনুবাদ করে দেওয়ার মাধ্যমে। যদি তাঁর লোকেদের কাছে স্পষ্ট না হয়ে ওঠে তাহ'লে প্রথমত: রিসালাতের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না, না তাদের জন্য বা অন্যদের জন্য'।[৬]

চার মাযহাবের অভিমত :

হানাফী মাযহাবের অবস্থান : ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সাধারণভাবে যেকোন ভাষায় জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবা প্রদানের অনুমোদন দিয়েছেন। অন্যদিকে তার দুই শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আরবী বলতে অদক্ষদের জন্য নিজ ভাষায় খুৎবা প্রদান জায়েয হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। যেমন হানাফী বিদ্বান ইবনু আবেদীন হানাফী মাযহাবের অবস্থান তুলে ধরে বলেন, لَمْ يُقَيِّدْ الْخُطْبَةَ بِكَوْنِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ اكْتِفَاءً بِمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهَا غَيْرُ شَرْطٍ وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا حَيْثُ شَرَطَاهَا إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ– 'আরবীতে কথা বলতে দক্ষ ব্যক্তিদের জন্যও তিনি (আবু হানীফা) খুৎবাকে আরবী ভাষায় সীমাবদ্ধ করেননি ও শর্ত হিসাবেও গণ্য করেননি, এক্ষেত্রে তিনি ছালাতের বিবরণ অধ্যায়ে যা উপস্থাপন করেছেন তাই যথেষ্ট। তবে তার ছাত্রদ্বয় তার বিরোধিতা করে সক্ষমতার ভিত্তিতে আরবীকে শর্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন'।[৭]

হানাফী বিদ্বান বুরহানুদ্দীন ইবনু মাযাহ বুখারী (রহঃ) হানাফী মাযহাবের অবস্থান তুলে ধরে বলেন, 'কেউ যদি ফার্সী ভাষায় খুৎবা দেন তাহ'লে তা আবূ হানীফার মতে সর্বাবস্থায় জায়েয'।[৮]

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, إذا خطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزئه إلا أن يكون ذكر الله في ذلك العربية في حرف أو أكثر من قبل أنه يجزىء في الخطبة ذكر الله، وما زاد فهو فضل. 'যদি ইমাম ফার্সী ভাষায় খুতবা দেন এবং আরবীতে সাবলীল হন, তবে তা যথেষ্ট নয়। তবে যদি তিনি অন্য ভাষায় কথা বলার পূর্বে আরবীতে এক বা একাধিক অক্ষরে আল্লাহ্র যিকরের কথা উল্লেখ করেন তাহ'লে যিকরুল্লাহ হিসাবে এটাই যথেষ্ট। আর বেশী বেশী যিকরুল্লাহ তথা আরবীতে আয়াত বা হাদীছ উল্লেখ করা উত্তম'।[৯] বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে অনারব ভাষায় খুৎবা হয় সেগুলো ইমাম আবু ইউসুফের নির্দেশনার বাইরে যায় না। কারণ প্রত্যেক ইমাম খুৎবাতুল হাজাত পাঠ করে কুরআন ও সুন্নাহ পাঠ করার পর নিজ ভাষায় খুৎবা দিয়ে থাকেন।

হানাফী মাযহাবের মতামত উল্লেখ করে বলা হয়েছে, تجوز الخطبة بغير العربية ولو لقادر عليها، سواء كان القوم عرباً أو غيرهم، 'আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবা দেওয়া জায়েয, যদিও কেউ আরবী বলতে সক্ষম হয়, লোকেরা আরবী ভাষাভাষী হোক বা অনারবী হোক।[১০]

মালেকী মাযহাবের অভিমত : ইমাম মালেক ও তাঁর মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম আরবীতে খুৎবা দেওয়াকে শর্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অনারব ভাষায় খুৎবা দেওয়াকে তারা অনেকটাই নাজায়েয বলেছেন। মালেকী মাযহাবের মতামত সম্পর্কে বলা হয়েছে, وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فَلاَ تَجُوْزُ عِنْدَهُمْ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَلَوْ كَانَ الْجَمَاعَةُ عَجَمًا لاَ يَعْرِفُونَ الْعَرَبِيَّةَ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مَنْ يُحْسِنُ الإِتْيَانَ بِالْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً لَمْ تَلْزَمْهُمْ جُمُعَةٌ. 'আর জুম'আর খুৎবা; শ্রোতামণ্ডলী অনারব হ'লেও এবং আরবী ভাষা না বুঝলেও তাদের নিকটেও অনারব ভাষায় খুৎবা দেওয়া জায়েয নয়। যদি তাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি না থাকে যে সুন্দর আরবী বলতে পারে তাহ'লে তাদের উপর জুম'আ আবশ্যিক নয়'।[১১]

শাফেঈ মাযহাবের অভিমত : শাফেঈ মাযহাবের দু'টি অভিমত রয়েছে। মালেকী মাযহাবের মতই তারা জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবা আরবীতে হওয়া শর্ত হিসাবে গণ্য করেছেন। তারা মনে করেন আরবীতে খুৎবা দিতে না পারলে অন্য ভাষায় খুৎবা দিবে এবং এরই মধ্যে আরবী শেখার চেষ্টা

৫. *আল-মাজমূ' ৪/৫২২।*
৬. *আল জাওয়াবুছ ছহীহ ২/৭০-৭১।*
৭. *হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন ২/১৪৭।*
৮. *ইবনু মাযাহ, আল-মুহীতুল বুরহানী ফী ফিক্বহিন নু'মানী ২/৭৪।*
৯. *ইবনু মাযাহ, আল-মুহীতুল বুরহানী ফী ফিক্বহিন নু'মানী ২/৭৪।*
১০. *আল-ফিক্বহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ ১/৩৫৫।*
১১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১১/১৭১; আল-ফিক্বহু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ ১/৩৫৫।*

করবে। কেউও যদি না শিখে তবে সবাই গোনাহগার হবে। তবে শাফেঈ মাযহাবের গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে আরবীতে খুৎবা দেওয়া মুস্তাহাব হ'লেও অনারব ভাষায় খুৎবা দেওয়া জায়েয। যেমন বলা হয়েছে, 'শাফেঈ মাযহাবের অন্যতম অভিমত হচ্ছে জুম'আর খুৎবা আরবীতে হওয়া মুস্তাহাব মাত্র। ইমাম নববী বলেন, কেননা খুৎবা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উপদেশ। আর এটা যেকোন ভাষায় অর্জিত হয়' (لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْوَعْظُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِكُلِّ اللُّغَاتِ)।[১২]

হাম্বলী মাযহাবের অভিমত : হাম্বলী মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম অনারব ভাষায় জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবা প্রদানকে জায়েয বলেছেন। তবে কুরআনের আয়াতগুলোর সরাসরি অনুবাদ না করে আরবী পাঠ করে অনুবাদ পাঠে উৎসাহিত করা হয়েছে। হাম্বলী মাযহাবের অভিমত সম্পর্কে বলা হয়েছে, لا تصح الخطبة بغير العربية إن كان قادراً عليها، فإن عجز عن الإتيان بها أتى بغيرها مما يسحنه، سواء كان القوم عرباً أو غيرهم. 'আরবী বলতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য অনারব ভাষায় খুৎবা দেওয়া শুদ্ধ নয়। যদি খত্বীব আরবীতে খুৎবা দিতে অক্ষম হন তাহ'লে তিনি যে ভাষায় দক্ষ সে ভাষায় খুৎবা দিবেন শ্রোতামণ্ডলী আরবী ভাষী হৌক বা অনারব হৌক। কিন্তু দুই খুৎবায় আয়াত পাঠ করা খুৎবার অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ, যা অনারব ভাষায় বলা জায়েয নয়। বরং এই স্থানে আয়াতের পরিবর্তে যেকোন যিকির পাঠ করবে। এতেও অক্ষম হ'লে আয়াত পাঠ করা সমপরিমাণ সময় চুপ থাকবে'।[১৩]

চার মাযহাবের মধ্যে একমাত্র মালেকী মাযহাবের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। তবে তাদের এই কঠোর মনোভাবের পিছনে কোন শক্তিশালী দলীল নেই। অন্যদিকে অন্য তিন মাযহাবের অবস্থান স্পষ্ট যে কেউ অনারব ভাষায় খুৎবা দিলে তাতে কোন দোষ নেই। বরং খুৎবার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকদের উপদেশ দেওয়া। আর উপদেশ শ্রোতামণ্ডলীর ভাষায় হওয়া বাঞ্ছণীয়। যদিও কোন কোন বিদ্বান আরবী শিক্ষার গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনা করে আরবী ভাষায় খুৎবা দেওয়াকে উৎসাহিত করেছেন।

ফাতাওয়া লাজনা দায়েমার বক্তব্য : সউদী আরবের সর্বোচ্চ ফাতাওয়া বোর্ড এবং উচ্চ পর্যায়ের ওলামায়ে কেরাম মাতৃভাষায় জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবা দেওয়াকে জায়েয বলেছেন। ফৎওয়া লাজনা দায়েমায় বলা হয়েছে, لم يثبت في حديث عن النبي صـــ ما يدل على أنه يُشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন হাদীছে এমন কোন প্রমাণ নেই, যা নির্দেশ করে যে জুম'আর খুৎবা আরবী ভাষায় হওয়া শর্ত। বরং নবী করীম (ছাঃ) জুম'আ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে আরবীতে খুৎবা দিতেন। কারণ এটি তাঁর ও তাঁর কওমের ভাষা। তাই তিনি যাদের কাছে খুৎবা দিতেন, উপদেশ দিতেন, দিক-নির্দেশনা দিতেন এবং তারা যে ভাষা বুঝত সে ভাষায় নছীহত করতেন। অতএব খত্বীবের জন্য করণীয় হচ্ছে দেশীয় ভাষায় জুম'আর খুৎবা দেওয়া যদিও তা আরবী না হয়। আর এরই মাধ্যমে শরী'আতের দিক-নির্দেশনা, শিক্ষা, দাওয়াত ও উপদেশ বোধগম্য হয় এবং খুৎবাটির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। তবে আরবীতে খুৎবা পাঠ করা এবং শ্রোতাদের কাছে তা অনুবাদ করে দেওয়া ভালো'।[১৪]

শায়খ উছায়মীনের অভিমত : বিংশ শতাব্দীর অন্যতম দিকপাল ও মুজাদ্দিদ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره، فإذا كان هؤلاء القوم ليسوا بعرب، ولا يعرفون اللغة العربية، فإنه يخطب بلسانهم؛ لأن هذا هو وسيلة البيان لهم، والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد، ووعظهم، وإرشادهم، إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية، ثم تفسر بلغة القوم, 'এই বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল যে, জুম'আর খত্বীবদের জন্য এমন ভাষায় খুৎবা দেওয়া জায়েয নয় যেটা উপস্থিত লোকেরা বুঝতে পারে না। অতএব জুম'আর মুছল্লীরা যদি অনারব হয় এবং আরবী বুঝতে অপারগ হয় তাহ'লে খত্বীব তাদের ভাষায় খুৎবা দিবেন। কারণ এটি তাদের কাছে কুরআন ও সুন্নাহ স্পষ্টকরণের মাধ্যম। আর খুৎবার উদ্দেশ্য হ'ল বান্দার নিকটে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সীমারেখা ব্যাখ্যা করা, তাদের উপদেশ দেওয়া এবং পথপ্রদর্শন করা। তবে কুরআনের আয়াতগুলি আরবী ভাষায় হ'তে হবে, তারপর স্বজাতির ভাষায় তাফসীর করতে হবে'।[১৫]

শায়খ বিন বাযের অভিমত : বিংশ শতাব্দীর অন্যতম নক্ষত্র শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবা স্বজাতির ভাষায় দেওয়াকে জায়েয বলেছেন। তিনি বলেন, إن كان معظم من في المسجد من الأعاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية فلا بأس من إلقائها بغير العربية، أو إلقائها بالعربية ومن ثم ترجمتها 'মসজিদের অধিকাংশ মুছল্লী যদি অনারব হয় যারা আরবী ভাষা বুঝে না তাহ'লে অনারব ভাষায় খুৎবা দেওয়ায় কোন দোষ নেই অথবা আরবীতে খুৎবা দিয়ে পরে স্বজাতির ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া। তিনি দলীল হিসাবে সূরা ইবরাহীমের ৪ আয়াত উল্লেখ করেন'।[১৬]

শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান-এর অভিমত : ছালেহ আল-ফাওযান মনে করেন যদি মুছল্লীরা সবাই অনারব হয় তাহ'লে

১২. *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া* ১১/১৭২।
১৩. *আল-ফিক্বহু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ* ১/৩৫৫।
১৪. *ফৎওয়া লাজনা দায়েমাহ* ৮/২৫৩।
১৫. *মাজমূ' ফাতাওয়া* ১৬/১১২; *ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম* ৩৯৩ পৃ.।
১৬. *মাজমূ' ফাতাওয়া* ১২/১৭২।

অনারব ভাষায় খুৎবা দানে কোন বাধা নেই। তবে যদি কিছু মুছল্লী আরবী ও কিছু অনারব হয় তাহ'লে আরবী ভাষায় খুৎবা হবে এবং অনারবদের জন্য উক্ত খুৎবা অনুবাদ করে দিতে হবে *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব, হালাকা নং ৪১৬)*।

রাবেতা আলামে ইসলামীর বিশেষ ফিক্বহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত : খুৎবা শুরু হবে আরবী ভাষায় অতঃপর স্বজাতির ভাষায় খুৎবা অনুবাদ করতে হবে। আর এটাই সারা বিশ্বের সালাফী মসজিদগুলোতে হয়ে থাকে। উক্ত বোর্ডে বলা হয়েছে, الرأي الأعدل هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليست شرطاً لصحتها، 'সবচেয়ে ইনছাফপূর্ণ মতামত হ'ল অনারব দেশে জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবা আরবী ভাষায় দেওয়া শর্ত নয়। তবে খুৎবার ভূমিকায় এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে কুরআনের আয়াত আরবী ভাষায় পাঠ করা উত্তম। যাতে অনারবরা আরবী ও কুরআন শ্রবণে অভ্যস্ত হয়। এতে আরবী শিক্ষা সহজ হয়। আর কুরআন তেলাওয়াত এমন ভাষায় হবে যে ভাষায় তা নাযিল হয়েছে। এরপর খত্বীব স্বজাতির বোধগম্য ভাষায় জাতিকে উপদেশ দিবেন'।[১৭]

জুম'আর খুৎবা ও তা শ্রবণ করা কি ছালাতের স্থলাভিষিক্ত? জুম'আর খুৎবা মূলতঃ লোকদের উপদেশ দেওয়ার একটি সাপ্তাহিক বড় মাধ্যম। কারণ লোকেরা সাধারণত সপ্তাহের ছয়দিন ব্যস্ত থাকে এবং একদিন কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোচনা শ্রবণের সুযোগ পায়। জুম'আর খুৎবা ছালাতের স্থলাভিষিক্ত কি-না এ প্রসঙ্গে বিদ্বানগণ বিভিন্ন হিকমত বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন, জুম'আর ছালাত চার রাক'আত হ'লে লোকদের জন্য খুৎবা ও চার রাক'আত ছালাত কষ্টদায়ক হয়ে যেত। কেউ বলেছেন, এটা জুম'আ এবং যোহরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। কেউ মনে করেন, এটা সাপ্তাহিক ঈদ। ঈদের সাথে সাদৃশ্য রাখার জন্য দুই রাক'আতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, দু'টি খুৎবা দুই রাক'আত ছালাতের স্থলাভিষিক্ত।[১৮] এক্ষণে কোন কোন ব্যক্তি খুৎবাকে দুই রাক'আত ছালাতের স্থলাভিষিক্ত বলে অনারব ভাষায় খুৎবা প্রদানকে নাজায়েয মনে করেন, যা সঠিক নয়।

মূলত: জুম'আর খুৎবা যোহরের দুই রাক'আত ছালাতের স্থলাভিষিক্ত বলার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। কারণ এটা ছালাতের স্থলাভিষিক্ত হ'লে খুৎবা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুলাইক গাতফানীকে দুই রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন না।[১৯]

জুম'আর খুৎবা ছালাতের স্থলাভিষিক্ত হ'লে যারা খুৎবা শ্রবণের জন্য পরে আসে বা সরাসরি জুম'আর জামা'আতে অংশগ্রহণ করে তাদের ছালাত সিদ্ধ হ'ত না। অথচ এমন কোন দলীল বা ইতিহাস নেই। কেউ জুম'আ না পাওয়ার কারণে পূর্ণ ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করেছেন। জুম'আর খুৎবা ছালাতের স্থলাভিষিক্ত হ'লে তাতে কুরআন ছাড়া অন্য কোন কাহিনী, হাদীছ বা উপদেশ বলা যেত না। কারণ ছালাতে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু তেলাওয়াত করা যায় না।[২০]

জুম'আর খুৎবা ছালাতের স্থলাভিষিক্ত হ'লে কারো সাথে কথা বলা যেত না। অথচ রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের সাথে এবং ছাহাবীগণ রাসূলের সাথে কথা বলেছেন। এমনকি খুৎবা ছেড়ে ছাহাবায়ে কেরাম খাদ্য গ্রহণের জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে মসজিদে একাকী রেখে বাইরে চলে গেছেন *(সূরা জুমু'আর তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবাকালীন মেম্বার থেকে নেমে বাইরে গিয়ে চেয়ারে বসে জনৈক ছাহাবীকে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে মসজিদে এসে খুৎবা সম্পূর্ণ করেছেন।[২১] অথচ রাসূলের ছালাত চলাকালীন এমন ঘটনা ঘটার ইতিহাস নেই। অতএব খুৎবা অনারব ভাষায় দেওয়া জায়েযের বিপক্ষে এই সব খোড়া যুক্তি দিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নাজায়েয বলার কোন সুযোগ নেই।

খুৎবার ভাষা ইবাদত নয়; ইবাদতের মাধ্যম : খুৎবা মূলত ইবাদত এবং এর ভাষা ইবাদত পালনের মাধ্যম বা উপকরণ। আর উপকরণ সময়, স্থান বা পাত্রের পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তন হ'তে পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ আরবী ছিলেন তিনি তাদের আরবী ভাষায় খুৎবা দিয়েছেন। কখনো লম্বা সময় খুৎবা দিয়েছেন কখনো সংক্ষিপ্ত করেছেন বা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেছেন। এক্ষণে খুৎবার ভাষাকে যদি ইবাদত হিসাবে গণ্য করা হয় তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় যেভাবে হয়েছে, যুগের পরিক্রমায় এবং স্থানের পরিবর্তন হ'লেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যা অসম্ভব। কোন ধরনের ব্যতিক্রম করা যাবে না। করলেও আদায় হবে না। অতএব খুৎবাকে ইবাদত এবং এর ভাষাকে উপকরণ হিসাবে ধরে স্বজাতির ভাষায় খুৎবা দেওয়া জায়েয বরং ক্ষেত্রবিশেষে উত্তম।

উপসংহার : জুম'আর দিন উপদেশ দেওয়া এবং তা শ্রবণের একটি সুবর্ণ সুযোগ। এর মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে যেমন জানা যায় তেমনি বিভিন্ন ইবাদতের গুরুত্ব, ফযীলত ও সেগুলো বর্জনের ভয়াবহতা এবং বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কেও জানা যায়। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপদেশ দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে তারা উপকৃত হয় *(যারিয়াত ৫৪/৫৫)*। আর এই উপদেশ অবশ্যই বোধগম্য ভাষায় হ'তে হবে। অন্যথা উপদেশের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। সেজন্য দেখা যায় পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন তারা সকলেই নিজ গোত্রের নিকট স্বজাতির ভাষায় দাওয়াত পেশ করেছেন। যদিও বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সকল ভাষাভাষী মানুষের নবী ছিলেন। আর এই কারণেই সালাফী বিদ্বানগণ স্বজাতির ভাষায় জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবা প্রদানকে জায়েয বলেছেন। কারণ খুৎবার মূল উদ্দেশ্য লোকদের ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিত করা। আর এটা তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন তা বোধগম্য হবে।

১৭. *কারারাতিল মুজাম্মাঈল ফিক্বহী ৯৯ পৃ.*।
১৮. *উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/১১৩*।
১৯. *মুসলিম হা/৮৭৫*।
২০. মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৯৭৮।
২১. *মুসলিম হা/৮৭৬*।

জামা'আত ও বায়'আত সম্পর্কিত সংশয়সমূহ পর্যালোচনা

-গবেষণা বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

(শেষ কিস্তি)

প্রশ্ন-১৫. যে কোন পর্যায়ের নেতার আনুগত্য করা প্রয়োজন। কিন্তু এজন্য প্রত্যেক নেতার হাতে আনুগত্যের বায়'আত করা কি আবশ্যক?

উত্তর : না, বরং কেবল খলীফার আনুগত্য প্রকাশের জন্য 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদে'র মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বায়'আত করা আবশ্যক (إِجْبَارِى)। আর বাকীদের ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োজন ও গুরুত্বমাফিক, কেননা সেটি ইখতিয়ারী বা ঐচ্ছিক (اخْتِيَارِى)। স্মর্তব্য যে, দেশে ইসলামী খেলাফত না থাকলেও সমাজ পরিচালনায় ইসলামী নেতৃত্ব থাকতে হবে। আর যে কোন প্রকার নেতৃত্ব, যেখানে আনুগত্যের প্রশ্ন আসে সেখানে শপথ বা স্বীকৃতি প্রদান যরূরী। নইলে নেতৃত্ব অকার্যকর হয়ে সমাজ বিপর্যস্ত হবে, যা ইসলামের কাম্য নয়। এ কারণেই নেতৃত্বের আনুগত্যের গুরুত্ব বুঝাতে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে আমীরের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল'।[১] এর অর্থ কুফরী নয়, বরং নেতৃত্বহীন অবস্থায় থাকাকে নাবিকহীন নৌকার মত বিশৃংখল অবস্থায় থাকার সাথে তুলনা করা হয়েছে। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وَالْمُرَادُ بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ حَالَةُ الْمَوْتِ كَمَوْتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى ضَلَالٍ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مُطَاعٌ، 'জাহেলী হালতে মৃত্যু'র অর্থ হ'ল জাহেলী যুগের লোকেদের মৃত্যুর ন্যায়। যারা ভ্রষ্টতার উপরে ছিল এবং যাদের কোন অনুসরণীয় নেতা ছিল না'।[২] অতএব নেতৃত্বের অধীনে থাকা ইসলামের একটি সামাজিক নির্দেশনা। তবে সকল প্রকার নেতৃত্বের বায়'আত বা স্বীকৃতির জন্য আনুষ্ঠানিক ঘোষণার প্রয়োজন হয় না। যেমন পরিবারের পিতা-মাতার আনুগত্যের জন্য বায়'আতের প্রয়োজন নেই। আবার চাকুরীর ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক আনুগত্য ঘোষণার প্রয়োজন নেই, বরং সাধারণ মৌখিক বা লিখিত স্বীকৃতিই যথেষ্ট। তবে সামাজিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রকাশের প্রয়োজন হয়। কেননা এর গুরুত্ব সাধারণ আনুগত্যের চেয়ে অধিক, যা সহজেই অনুমেয় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন-১৬. খেলাফত ব্যতীত অন্যান্য বায়'আত সম্পর্কে পূর্বসূরী বিদ্বানদের মধ্যে আলোচনা স্বল্পতার কারণ কী?

উত্তর : এর পিছনে কয়েকটি কারণ হতে পারে। যেমন- (১) ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকায় রাষ্ট্রীয় বায়'আত ভিন্ন অন্য কোন বায়'আতকে পূর্বসূরী বিদ্বানগণ আলোচনায় নিয়ে আসেননি। বিশেষতঃ হাদীছে খিলাফতের আনুগত্য বিষয়ক ফরয বায়'আত সম্পর্কে জোর তাকীদ আসায় তাঁরা সাধারণ বায়'আত সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজনবোধ করেননি। এমনকি জিহাদের বায়'আতের আলোচনাও তেমন পাওয়া যায় না। তদুপুরি ইসলামী খেলাফত বা ইমারত বিষয়ে পূর্বসূরি বিদ্বানদের পর্যালোচনামূলক গ্রন্থই খুব অপ্রতুল। এটাও এর পিছনে একটি কারণ হ'তে পারে। সেই সাথে বর্তমান যুগে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম কিভাবে অমুসলিম দেশে জীবন যাপন করবে বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট অথচ সেক্যুলার রাষ্ট্রে কিভাবে দ্বীনের পথে নিজেকে পরিচালনা করবে, সে সকল আলোচনাও হয়ত তাদের সামনে উপস্থিত হয়নি।

(২) মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে হাযারো দল-বিভক্তি সংখ্যাগরিষ্ট ওলামায়ে কেরামকে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে হতাশাবাদী অবস্থানে নিয়ে গেছে। ফলে নিদেনপক্ষে নিজেকে 'দলাদলি' থেকে মুক্ত রাখার সাধু চিন্তা গ্রাস করায় তারা বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে সমর্থ হননি। আর তাই খিলাফত ও বায়'আতের আলোচনায় স্রেফ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক চিন্তাধারায় তারা বন্দী থেকেছেন অথবা চুপ থেকেছেন। বাস্তবতার আলোকে কেবল ইমাম শাওকানী ব্যতীত হকপন্থী বিদ্বানদের মধ্যে অন্য কারো বক্তব্য তেমন আমরা পাইনি। ইমাম শাওকানী বলেন, فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه 'বর্তমান অবস্থা তো সবার জানা যে, প্রত্যেক অঞ্চলে কোন না কোন নেতা বা শাসক দেশ বা সমাজ শাসন করছেন। অন্য এলাকাতেও একই অবস্থা। এসব ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের আদেশ-নিষেধ অন্য অঞ্চলে কার্যকর নয়। অতএব এমতাবস্থায় নেতা বা শাসক বহু সংখ্যক হওয়াটা দোষণীয় নয়। বরং এ অবস্থায় করণীয় হবে যে, প্রত্যেক এলাকার শাসকদের কাছে বায়'আত করার পর তার আনুগত্য করা, যেখানে তার শাসনক্ষমতা কার্যকর'।

সমকালীন যুগে শায়খ উছায়মীন (রহঃ) ইসলামী সংগঠন এবং বায়'আতের বিষয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করলেও যুগের বাস্তবতা উপলব্ধি করে ক্ষুদ্র পরিসরের নেতৃত্ব ও তার আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি। তিনি তাঁর এক বক্তব্যে বলেন, إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد!! ــ نسأل الله العافية ــ ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟! أم يريدون

১. *মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪।*
২. *ফাৎহুল বারী হা/৭০৫৩-এর ব্যাখ্যা ১৩/৭ পৃ.।*

أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟ 'অনেকে মনে করেন যে, বর্তমান যুগে মুসলমানদের কোন নেতা নেই, অতএব কারো কাছে বায়'আতও নেই। আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা চাই। জানি না তারা আসলে কী চায়। তারা কি চায় যে, কোন নেতৃত্ব না থেকে সমাজটা বিশৃংখলায় ভরে যাক! তারা কি চায় যে এটা বলা হোক, প্রত্যেক মানুষ হোক নিজেই নিজের নেতা!' অতঃপর তিনি বলেন, لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي، وصار له الكلمة العليا فيها، فهو إمام فيها 'দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের অবস্থা এমন যে, কোন এক স্থানে যদি কেউ কোন এককভাবে কর্তৃত্বের অধিকারী হয় এবং তার কথা সমাজে কার্যকর হয়, তবে তিনিই সেখানে নেতৃত্ব দিয়ে সমাজ পরিচালনা করেন'।[৩]

তিনি শায়খ বিন বাযের একটি উক্তি নকল করেছেন, إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن، فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى غير ذلك، فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحداً إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموماً؟!! هذا لا يمكن 'আজকের যুগে একক রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্ভব নয়, এটাই বাস্তবতা। তুমি দেখবে বিভিন্ন দেশে নির্বাচন হচ্ছে, ক্ষমতার লড়াই চলছে, সেখানে ঘুষের লেনদেন, ভোট ক্রয়-বিক্রয় চলছে। যেখানে একটি দেশের জনগণই এই বানোয়াট নির্বাচন ছাড়া তাদের নেতা নির্বাচন করতে পারছে না, সেখানে সমগ্র মুসলিমদের নেতা কিভাবে নির্বাচন করবে? এটা সম্ভব না।[৪] সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে আমাদের নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সীমারেখা নির্ধারণ করতে হবে। নতুবা নেতৃত্বহীনতায় মুসলিম উম্মাহ দিন দিন আরো দিশাহীন ও বিশৃংখল হ'তে থাকবে, যা মোটেও ইসলামের কাম্য হতে পারে না।

(৩) জামা'আতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব অনুভব না করাও এর পিছনে বড় কারণ। তারা মনে করেন যে, জামা'আত বলতে শুধু রাষ্ট্রই বুঝায়। প্রশ্ন হ'ল, এর উদ্দেশ্য যদি কেবল রাষ্ট্রই হ'ত তবে কি জামা'আতবদ্ধ থাকার হুকুম কেবলমাত্র খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল? কেননা খুলাফায়ে রাশেদীনের পর প্রকৃত ইসলামী খিলাফত বিদায় গ্রহণ করেছে এবং ১৯২৪ সাল থেকে নামমাত্র খিলাফতের যা বাকী ছিল, তাও পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। আর সেই সাথে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রায় সবগুলোই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তাহলে এই পরিস্থিতিতে সমাজে দাওয়াত ও জিহাদের গুরুদায়িত্ব কিভাবে পালিত হবে? তেমনিভাবে অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম বাসিন্দারা কিভাবে ইসলামী জীবন যাপন করবে? এমতাবস্থায় একাকী দাওয়াত ও জিহাদের দায়িত্ব পালন করা কি কখনও সম্ভব? কখনও নয়। এজন্য যে কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি অনুধাবন করবেন যে, জামা'আতবদ্ধ জীবন ছাড়া বিকল্প কোন পন্থায় প্রকৃত ইসলামী জীবন যাপন সম্ভব নয়।

আর জামা'আতবদ্ধ জীবন অর্থই হ'ল সেখানে নেতৃত্ব ও আনুগত্য থাকা। কেননা আনুগত্য ব্যতীত কোন ইমারত বা জামা'আত গঠিত হতে পারে না। যেকোন সংগঠনেই নেতাকে অনুসরণ ও তার নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও তার নিয়ম-নীতির অনুসরণ করতে হয়। অথচ ইসলামী জীবনযাপনে কারু আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে না, এ কথা কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে! উমর (রাঃ) এজন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয় না ইমারত ছাড়া এবং ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া।[৫]

সর্বোপরি ইসলাম সামাজিক শৃংখলার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এজন্য একক নেতৃত্ব ও একক রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকার এই যুগে আমাদের জন্য সংগঠনই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের বিকল্প ব্যবস্থা। অথচ এ বিষয়ে বর্তমানে আমরা সর্বাধিক গাফেল ও উদাসীন। অনৈসলামিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসনাধীনে থাকতে থাকতে আমরা এতটাই আত্মভোলা হয়ে পড়েছি যে, নববী পদ্ধতিতে সমাজ সংশোধনের কোন তাকীদ আমরা আর অনুভব করি না। নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে থেকে তাযকিয়া ও তারবিয়ার কঠিন দায়িত্ব পালন করতে চাই না। বরং ব্যক্তিস্বার্থ আর আত্মকেন্দ্রিকতার ঘেরাটোপে আমরা ভুলে গেছি উম্মাহ্র বৃহত্তর স্বার্থ, ভুলে গেছি মানবতার প্রতি মহান প্রভুর পক্ষ থেকে আমাদেরকে দেয়া দায়িত্ব। ফলে আমাদের মধ্যে একদিকে চরম নেতৃত্বহীনতা সৃষ্টি হয়েছে, অপরদিকে কারো নেতৃত্বের অধীনে আনুগত্যশালী থাকতে না চাওয়ার স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে। আর এ কারণেই বিদ্বানদের মধ্যে বায়'আতের আলোচনায় এই সীমাবদ্ধতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় বলে আমাদের ধারণা।

প্রশ্ন-১৭. সাংগঠনিক বায়'আত কি ছুফীদের বায়'আতের সাথে তুলনীয় নয়?

উত্তর : বায়'আতের অসংখ্য হাদীছ বিদ্বানদের মধ্যে অনালোচিতই থেকে যাওয়া সংশয় সৃষ্টির একটি বড় কারণ। ফলে একদল বিদ্বান অজ্ঞাতসারে সকল বায়'আতকে এক লহমায় তাচ্ছিল্যের সাথে 'ছুফীদের বায়'আত' আখ্যায়িত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করছেন। অবলীলায় তারা সাংগঠনিক বায়'আতকে পীরের বায়'আতের সাথে তুলনা করেন। অথচ পীরের বায়'আতের সাথে সাংগঠনিক বায়'আতের কোন

৩. *ইবনুল উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতি' (রিয়াদ : দারু ইবনুল জাওযী, ১৪২২ হি.), পৃ. ৮/১০।*
৪. *তদেব।*
৫. *দারেমী হা/২৫১, সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তবে বক্তব্য ছহীহ হাদীছসমূহের অনুকূলে।*

সম্পর্কই নেই। সাংগঠনিক বায়'আত একটি সামাজিক আনুগত্যের শপথ বা বায়'আত, যা সামাজিক শৃংখলা রক্ষার মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়। অন্যদিকে ছূফীদের বায়'আতের উদ্দেশ্য হ'ল গুরু-শিষ্যদের মধ্যে মরমীবাদী মেলবন্ধন তৈরী করে ফয়েয-কাশফ হাছিল করা। যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যারা সাংগঠনিক বায়'আতকে বিদ'আতী বায়'আত আখ্যা দেন, তাদের বক্তব্য কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্নাহ বিরোধীই নয়; বরং যা ইসলামেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বকে নাকচ করার শামিল। কেননা বায়'আত এমন একটি শারঈ ব্যবস্থার নাম, যা বিশৃংখল সমাজকে এক আল্লাহর নামে ওয়াদার মাধ্যমে একতাবদ্ধ করে পরস্পরকে সুসংগঠিত রাখে। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম ও জাতির কাছে এমন ব্যবস্থা নেই।

তাই মানবজাতির কল্যাণে ইসলামের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আমলকে অবলীলাক্রমে বিদ'আত আখ্যা দেয়ার পূর্বে শতবার ভাবা উচিৎ। সর্বোপরি যারা সাংগঠনিক বায়'আতের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তারা ঢালাওভাবে কিছু অজুহাত পেশ করছেন মাত্র, যার কোন দলীল নেই। দুঃখজনকভাবে তারা ফাসেক সমাজনেতা ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনেতাদের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য পোষণ করতে রাযী থাকলেও কোন ইমারতে শারঈর আনুগত্য মেনে চলতে রাযী নন। বরং একে ফিরকাবাজী বলে এড়িয়ে যান। আমরা মনে করি, এটা প্রকৃতপক্ষে সমাজের প্রতি নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ারই নামান্তর!

প্রশ্ন-১৮. রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ছাহাবীদের যুগে খিলাফত ব্যতীত বায়'আতের ভিন্ন দৃষ্টান্তগুলো তেমন পরিলক্ষিত না হওয়ার কারণ কী?

উত্তর : প্রথমতঃ ছাহাবীদের যুগে সাধারণ বায়'আতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না এটা সঠিক নয়। বরং এমন বেশকিছু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান, যা খেলাফতের বায়'আত ছিল না। যেমন ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেন যে, হুসায়ন (রাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আক্বীলকে কুফায় পাঠালেন। তখন তার হাতে ১২ হাযার মানুষ আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করল (فدبَّ إِلَيْهِ أَهْلُ الكُوْفَةِ، فَبَايَعَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً)।[৬] এই বায়'আত খেলাফতের বায়'আত ছিল না, বরং মুসলিম বিন আক্বীলের মাধ্যমে হুসাইন (রা.)-এর প্রতি সাধারণ আনুগত্যসূচক বায়'আত ছিল। অনুরূপভাবে মুআবিয়া (রাঃ) ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার বদলা নেয়ার জন্য সিরিয়াবাসীর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। যেমন ইমাম যুহরী বলেন, لما بلغ معاوية قتل طلحة والزبير، وَظُهُوْرُ عَلِيٍّ، دَعَا أَهْلَ الشَّامِ لِلْقِتَالِ مَعَهُ عَلَى الشُّوْرَى وَالطَّلَبِ بِدَمِ عُثْمَانَ، فَبَايَعُوْهُ عَلَى ذلك أميرا غير خليفة. 'যখন মু'আবিয়া (রাঃ) তালহা ও যুবায়েরের মৃত্যু এবং আলী (রাঃ)-এর বিজয়ের কথা জানলেন, তখন তিনি আলী (রাঃ)-এর সাথে আলোচনা ও ওছমান (রাঃ)-এর রক্তপণ নেয়ার দাবীতে সিরিয়াবাসীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন। ফলে সিরিয়াবাসীরা তার কাছে বায়'আত গ্রহণ করল আমীর হিসাবে, খলীফা হিসাবে নয়।[৭] এই বায়'আত ওছমান (রাঃ)-এর রক্তপণের দাবীতে যুদ্ধের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল, যা খিলাফতের বায়'আত ছিল না। এসব দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সাধারণ বায়'আত ছাহাবীদের যুগেও গৃহীত হয়েছে শাসন কর্তৃত্ব ছাড়াই। আর এ ব্যাপারে অন্য কোন ছাহাবী আপত্তিও করেননি। এমনকি আধুনিক যুগের পূর্বে কোন বিদ্বানই খিলাফত ভিন্ন সাধারণ বায়'আতের বিষয়ে আপত্তি তোলেননি। অতএব শাসক ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ বায়'আতকে বাতিল মনে করা বা সুন্নাহ বিরোধী মনে করা রাসূল (ছা.)-এর প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ।

দ্বিতীয়তঃ যদি এ ব্যাপারে ছাহাবী কিংবা পরবর্তীদের কোন আমল নাও থাকত, তবুও তা আমলযোগ্য হ'ত। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত কোন কথা, কর্ম ও অনুমোদনসমূহ তথা সকল ছহীহ হাদীছ পরবর্তীদের জন্য পালনীয় এবং অনুসরণীয়, যতক্ষণ না তা মানসুখ হয় (منسوخ) কিংবা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ হয় (مخصوص)। এর বাইরে পরবর্তীদের আমল না থাকা বা অন্য কোন কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর আমল বাতিল করা যায় না। ইমাম শাফেঈ (২০৪হি.) স্পষ্টই বলেন, أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده 'রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ নিজেই নিজের দলীল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, পরবর্তী কারোর আমলের দ্বারা নয়'।[৮] তিনি আরও বলেন, ولو تركت السنن للعمل لتعطلت سنن رسول الله صـــ ودرست رسومها وعفت آثارها 'যদি আমল থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে সুন্নাহকে পরিত্যাগ করতে হয় তবে রাসূল (ছাঃ)-এর বহু সুন্নাহ অকার্যকর হয়ে যাবে এবং তার নাম-নিশানা মুছে যাবে।[৯]

ইবনুল কাইয়িম (৭৫১হি.) বলেন, والسنة هي العيار على العمل، وليس العمل عيارا على السنة 'সুন্নাহই হ'ল আমলের মানদণ্ড, আমল সুন্নাহর মানদণ্ড নয়'।[১০] ইমাম যুহরী বলেন, سَلِّمُوا لِلسُّنَّةِ وَلَا تُعَارِضُوهَا 'তোমরা সুন্নাহর কাছে আত্মসমার্পণ কর, বিরুদ্ধাচরণ করো না'।[১১] শায়খ আলবানী তামামুল মিন্নাহ গ্রন্থের ভূমিকায় সুন্নাত অনুসরণের ১৪তম

৬. *যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৩৬৪।*

৭. *যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/৫২৩।*
৮. *ইমাম শাফেঈ, আর-রিসালাহ, পৃ. ৪২০।*
৯. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/২৮৫।*
১০. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/২৭৪।*
১১. *খত্বীব বাগদাদী, আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ১/৩৮৫।*

মূলনীতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন- وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد 'ছহীহ হাদীছের উপর আমল করা ওয়াজিব, যদিও তার উপর কেউ আমল না করুক'।[১২]

এক্ষণে যদি কেউ বলেন যে, ছাহাবীদের যুগে শাসক ভিন্ন আর কোন বায়'আতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য– عدم علمنا ليس علماً بالعدم فربما عملوا به و لم ينقل إلينا অর্থাৎ হতে পারে যে তারা উক্ত আমল করেছিলেন, কিন্তু আমাদের পর্যন্ত তার বর্ণনা পৌঁছেনি। আমাদের না জানার কারণে কোন আমল হয়নি এটা প্রমাণিত হয় না।

উপসংহার :

প্রিয় পাঠক, বর্তমান যুগে ইসলামী খেলাফতের অবর্তমানে বিশেষ করে যেসব দেশে ইসলামী আইন ও বিধান চালু নেই অথবা অমুসলিম রাষ্ট্র যেখানে প্রচুর সংখ্যক মুসলিম বসবাস করে, তারা কীভাবে জীবন যাপন করবে? তারা কী যে যার মত চলবে বা স্ব স্ব এলাকার ইমাম, দাঈদের বক্তব্য শ্রবণ, দারস-তাদরীসে বসা ও সাধ্যমত অনুসরণ করাই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে, নাকি ইসলামী সমাজ কায়েমের জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ হবে! আর বর্তমান যুগে ঐক্যবদ্ধ হ'তে চাইলে জামা'আত বা সংগঠন ভিন্ন আর কোন বাস্তবসম্মত উপায় আছে কি?

মুসলিম উম্মাহ যখন সর্বদিক থেকে সমস্যার অতলে নিমজ্জিত, তখন কেবল দলাদলি ও পারস্পারিক হিংসা-বিদ্বেষকে বড় করে দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে ফেলাই কি আমাদের কর্তব্য হবে, না সাধ্যমত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও লক্ষ্যপূর্ণ পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে? অপরের সমালোচনা আর কাল্পনিক ঐক্যের চিন্তা নিয়ে উদ্দেশ্যহীন বসে থাকাই সমাধানের পথ, নাকি ঐক্যের জন্য বাস্তবভিত্তিক ফলপ্রসূ কোন পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে? এ ব্যাপারগুলো মুসলিম উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে ওলামায়ে কেরামকে যেমন দায়িত্বশীলতা ও দূরদর্শিতার সাথে ভাবতে হবে, তেমনি সচেতন দ্বীনদার মানুষকেও ভাবতে হবে।

১২. *নাছিরুদ্দীন আলবানী, তামামুল মিন্নাহ, ১/৪০-৪১।*

সর্বোপরি বলব, আমাদের অবস্থা হয়েছে এমন যে, আমরা বর্তমানে সামান্য কোন প্রতিষ্ঠান চালাতেও আবশ্যিকভাবে নেতৃত্ব খুঁজি, কিন্তু ইসলামী জীবন যাপনের জন্য, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য, দাওয়াতী ময়দানকে অগ্রসর করার জন্য, ঐক্যবদ্ধভাবে বাতিলের মুকাবিলার জন্য কোন নেতৃত্বের প্রয়োজন অনুভব করি না। কেউ যদি জামা'আতবদ্ধ হয়ে কাজ করে, তবে তাদের প্রচেষ্টাকে স্রেফ 'দলাদলি' আর 'সংকীর্ণতা' শব্দের মধ্যে বন্দী করে ফেলতে ভালবাসি। শুধু যার যার মত ব্যক্তিগতভাবে মসজিদে দাওয়াত দেয়া কিংবা মাদ্রাসায় দারস দেয়াই যদি ইসলামী সমাজ কায়েমের মাধ্যম হ'ত, তবে কোন নবীকেই সমাজ পরিবর্তনে এত বেগ পেতে হত না। কোন সমাজ সংস্কারককে এত বিপদ আর ঝুঁকির সম্মুখীন হ'তে হ'ত না।

এজন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মনে করে, বর্তমান ইসলামী খেলাফতের অবর্তমানে জামা'আতবদ্ধ সাংগঠনিক জীবনের কোন বিকল্প নেই। আর জামা'আতবদ্ধ জীবন মানে তা কোন ক্লাবের মত আনুগত্যহীন জমায়েতকেন্দ্র নয়, বরং তা মহান আল্লাহ্র নামে বায়'আতের সাথে সম্পৃক্ত। যাতে থাকবে সমাজ সংস্কারের দৃঢ় অঙ্গীকার, থাকবে নেতৃত্বের নির্দেশনা মেনে চলার মত সুশৃংখল দাঈ ইলাল্লাহ। যাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় সমাজে ইসলামের বিজয় আসবে ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

গণতন্ত্র নয়, চাই ইসলামী খেলাফত

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সাড়ে পনের বছরের স্বৈরশাসনের অবসানের পর একটি নতুন স্বপ্নময় রাষ্ট্রের প্রত্যাশায় বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষ। সহস্রাধিক ছাত্র-জনতার তরতাযা জীবন এবং শত শত ছাত্রের চোখ হারানো, অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্ববরণের বিনিময়ে অর্জিত ৫ই আগষ্টের ঐতিহাসিক বিজয় দেশের আপামর জনগণের মানসপটে এঁকে দিয়েছে এক নতুন বাংলাদেশের বুনিয়াদ। যে বাংলাদেশ হবে শোষণ-পীড়নমুক্ত এক প্রশান্তিময় বাংলাদেশ। যেখানে কায়েম হবে শতভাগ ইনছাফ ও ন্যায়-নীতি। বন্ধ হবে বিচারের নামে অবিচার। অবসান ঘটবে দীর্ঘসূত্রী বিচার ব্যবস্থার। যেখানে থাকবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। থাকবে অধিকার বঞ্চিতের পূর্ণ অধিকার। মযলূম মানবতার আর্তচিৎকারে যে দেশের আকাশ-বাতাস ভারি হবে না। বুভুক্ষু মানবতা ক্ষুধার জ্বালায় পথে-প্রান্তরে নিভৃতে ডুকরে কাঁদবে না। গুম, খুন ও অপহরণের লোমহর্ষক ইতিহাস পুনরায় রচিত হবে না। শান্তির সুবাতাস বইবে অট্টালিকা থেকে পর্ণকুটির পর্যন্ত রাষ্ট্রের সর্বত্র।

প্রশ্ন হচ্ছে- এমন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব? মানব রচিত কোন বিধান, কোন মতবাদ, কোন তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে কি এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব? একবাক্যে উত্তর হচ্ছে- না। কেননা মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত আছে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের মধ্যে। তিনিই একমাত্র অবগত আছেন মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। তাঁর প্রেরিত কল্যাণবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার মাধ্যমেই এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। যে বিধানের বাস্তব রূপকার হচ্ছেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর এ বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থাকে বলা হয় 'ইসলামী খেলাফত'।

ইসলামী খেলাফতের চেতনা হচ্ছে আখেরাতে মুক্তির চেতনা। এর সংবিধান হচ্ছে আসমানী সংবিধান তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। যা অপ্রতিদ্বন্দ্বী (Unchallengeable) ও অপরিবর্তনীয় (Unchangeable)। যে সংবিধানের কোন সংশোধন, সংযোজন-বিয়োজনের সুযোগ বা প্রয়োজন নেই। এটি এমন এক ইনছাফপূর্ণ সংবিধান, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রপরিচালনার ফলে যুলম-নির্যাতন, শোষণ-নিপীড়ন ও পাপসাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত জাহেলী আরবের মানুষগুলো অল্পদিনের ব্যবধানে বিশ্বসেরা উন্নত সোনার মানুষে পরিণত হয়ে যায়। যে আরবে কন্যা সন্তান জন্মদানকে চরম লজ্জাকর মনে করে তাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে দিয়ে চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা হ'ত, সে আরবের লোকেরা কন্যা সন্তান জন্মদানকে বরং গর্ব ও নেকীর কাজ মনে করতে লাগল। এ কল্যাণ বিধানের ছোহবতে যুগ যুগ ধরে চলে আসা গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ-বিগ্রহের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হয়েছিল। এটি এমন এক সংবিধান যেখানে আশরাফ-আত্বরাফের মধ্যে কোন পার্থক্য করার সুযোগ নেই। একজন সাধারণ নাগরিকের ক্ষেত্রে যেমন বিচার ও সুযোগ-সুবিধা, তেমনি নেতার সন্তান বা উচ্চবংশীয় কেউ অপরাধ করলেও একই বিচার। একবার মক্কার 'বনু মাখযূম' গোত্রের জনৈকা মহিলা চুরি করলে কুরায়শ বংশের লোকেরা তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। বংশীয় মর্যাদার দিক বিবেচনায় হাত না কেটে হালকা শাস্তি দেওয়া যায় কি-না এমন প্রস্তাব তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পেশ করতে চাইল। কিন্তু সাহস করতে পারল না। অবশেষে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয়পাত্র উসামা বিন যায়েদের মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করলে রাসূল (ছাঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিলেন, 'হে উসামা! তুমি কি আল্লাহ্র একটি দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে সুফারিশ করছ? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশ্যে বললেন, إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا– 'তোমাদের পূর্বেকার জাতিগুলি ধ্বংস হয়েছে একারণে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তার উপরে দণ্ডবিধি জারী করত। আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তাহ'লে আমি তার হাত কেটে দিতাম'।[১] বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক নেতার কি এই হিম্মত আছে যে, নিজের ছেলে-মেয়ে তো দূরে থাক নিজ দলীয় কর্মীদের ব্যাপারেও এতটা কঠোর ও ন্যায়বিচারক হ'তে পারেন। দলীয় অপশাসনের হর্তাকর্তাদের দ্বারা এটা যে অসম্ভব হালযামানার শাসনামলে জনগণ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের ৩০ বছরের শাসনামলও ছিল ইনছাফ ও ন্যায়নীতি দ্বারা পরিপূর্ণ। এলাহী সংবিধানের আলোকে তারা ইসলামী সালতানাতের সর্বত্র সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খলীফা হয়েও ওমর ফারূক (রাঃ) নিজের পিঠে বহন করে আটার বস্তা প্রজার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে নিজের জামা লম্বা হওয়ার সদুত্তর দেওয়ার পর খুৎবা দিয়েও নযীর স্থাপন করেছেন। দিনভর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে আবার রাতের অন্ধকারে তিনি বেরিয়ে পড়তেন প্রজাসাধারণের সুখ-দুঃখের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীযকে রাজসভায় তার পরিবার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি জ্বলন্ত মোমবাতিটি নিভিয়ে দেন এবং ভিতর থেকে ছোট এক টুকরো মোমবাতি জ্বালিয়ে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রশ্নকারী বাতি পরিবর্তনের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এতক্ষণ আমি রাষ্ট্রীয় কাজ করছিলাম তাই রাজদরবারের মোমবাতি ব্যবহার করেছি। কিন্তু তুমি যখন আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন করেছ তখন আমি আমার নিজস্ব মোমবাতি জ্বালিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর

১. বুখারী হা/৩৪৭৫; মুসলিম হা/১৬৮৮ (৮); মিশকাত হা/৩৬১০ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়।

দিচ্ছি। কেননা রাজদরবারের মোমবাতি দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে করছি না।

প্রিয় পাঠক! কতটা আমানতদার এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি থাকলে এত চুলচেরা হিসাব করা সম্ভব, চিন্তার গভীরতা ছাড়া তা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। মূলত তাদের চেতনা ছিল আখেরাত, তাদের জবাবদিহিতা ছিল একমাত্র মহান আল্লাহ্র নিকটে। ফলে তারা সর্বাধিক সতর্কতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। অথচ ঘুণাক্ষরেও তারা নেতৃত্ব চেয়ে নেননি বা এর জন্য আকাঙ্খাও পোষণ করেননি। তাদের স্কন্ধে বরং দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তও হয়েছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাও ছিল তাই।- لاَ تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কেননা যদি তুমি চাওয়ার মাধ্যমে নেতৃত্ব পাও, তাহ'লে তোমাকে তার ওপরেই ন্যস্ত করা হবে। আর যদি বিনা চাওয়ায় তোমাকে নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়, তাহ'লে সেজন্য তোমাকে সাহায্য করা হবে'।[২]

প্রখ্যাত ছাহাবী আবু যার গিফারী (রাঃ) একদিন রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আমাকে কোন এলাকার শাসক নিযুক্ত করবেন না? তখন তিনি তার কাঁধে আঘাত করে বললেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا. وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ لَهُ : يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ– 'হে আবু যার! তুমি দুর্বল। আর শাসনকার্য হ'ল একটি আমানত। নিশ্চয়ই তা হবে ক্বিয়ামতের দিন অপমান ও লজ্জার কারণ। তবে সে ব্যক্তি নয়, যে তা যথার্থভাবে গ্রহণ করে এবং নিষ্ঠার সাথে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, হে আবু যার! আমি দেখছি তুমি একজন দুর্বল ব্যক্তি। আর আমি তোমার জন্য সেটাই পসন্দ করি, যা আমি নিজের জন্য পসন্দ করি। তুমি কখনো দু'জন লোকেরও নেতা হয়ো না এবং ইয়াতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক হয়ো না'।[৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِّرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ– 'আল্লাহ যখন তার কোন বান্দাকে কিছু লোকের দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন, অতঃপর সে খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন'।[৪]

২. বুখারী হা/৬৬১২; মিশকাত হা/৩৪১২ 'শপথ ও মানত' অধ্যায়।
৩. মুসলিম হা/১৮২৫; মিশকাত হা/৩৬৮২ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।
৪. মুসলিম হা/১৪২; মিশকাত হা/৩৬৮৭, রাবী মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ)।

পাঠক! পুনরায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ফিরে আসি। Two-nation theory বা দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা হচ্ছে ইসলাম। তিনদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি ও একদিকে বঙ্গোপসাগর বেষ্টিত ছোট্ট এই ভূখণ্ডটির অধিবাসীরা যদি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ না হ'ত তাহ'লে এটি আদৌ পূর্ব-পাকিস্তান হ'ত না। আর পূর্ব পাকিস্তান না হ'লে আদৌ স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হ'ত না। অথচ স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ইসলামের জন্য উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু হয়নি। যা হয়েছে তা সময় ও প্রয়োজনের তুলনায় একবারে অপ্রতুল।

স্বাধীনতার সুদীর্ঘ ৫৩ বছরে এদেশে শুধুমাত্র নেতার পরিবর্তন হয়েছে। নীতির তেমন পরিবর্তন হয়নি। যারাই মসনদে বসেছে তারাই নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে ও আখের গোছানোতে ব্যতিব্যস্ত থেকেছে। ধরাকে করেছে সরা জ্ঞান। বাক স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করেছে। এমনকি ইসলামিক সম্মেলন, মাহফিল বা জালসার ক্ষেত্রেও অনুমতির দেয়াল তৈরি করে দ্বীনি দাওয়াতের ক্ষেত্রকে বাধাসংকুল ও সংকুচিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিচার বিভাগকে নিজেদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে' কবি রবী ঠাকুরের এ বাণীই যেন বাস্তবরূপ লাভ করেছে। নিরপরাধ নির্দোষ ব্যক্তিদের দিয়ে কারাগারগুলো টইটম্বুর করা হয়েছে। যেখানে তিল ধারণের কোন ঠাঁই নেই। কারাগার নয় যেন মুরগীর খামার।

যে স্বপ্নময় রাষ্ট্রের প্রত্যাশা নিয়ে জুলাই-আগষ্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, হাযারো ছাত্র-জতার রক্তের বিনিময়ে স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে, মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে সে আশায় যেন 'গুড়ে বালি'। নীতি-আদর্শ ও দক্ষতা বিবেচনা না করে উপদেষ্টাদের বহর বৃদ্ধি, অকার্যকর প্রশাসন, সেনাবাহিনীর নির্বিকার অবস্থান, চোর-ডাকাত ও চাঁদাবাজ-মাস্তানদের দৌরাত্য, লাগামহীন দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি নানাবিধ কারণ বর্তমান সরকারকে অকার্যকর করার ক্ষেত্রে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। যা আদৌ দেশবাসীর কাম্য নয়। তদুপরি অযোগ্য অদক্ষ নাস্তিক ব্লগার ও ইসলাম বিদ্বেষীদের উপদেষ্টা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করায় মুসলমানদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

৫ই আগষ্ট পতিত স্বৈরাচার বিদায় নিলেও বন্ধ হয়নি দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও দখলবাজি। শুধু খোলস বদলেছে। সাধারণ মানুষ যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেছে। আগে যেমনটি চাঁদা দিতে হ'ত এখনও তদ্রূপ বা ক্ষেত্রবিশেষে বেশীও দিতে হচ্ছে। শুধু ব্যক্তি ও দলের পরিবর্তন হয়েছে এই যা। এসবই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কুফল। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি পরিবর্তন হয়, কিন্তু নীতির তেমন পরিবর্তন হয় না।

বিগত শাসনামলে দীর্ঘ সাড়ে পনের বছর যারা মামলা-হামলা যুলুম-নির্যাতনে জর্জরিত ছিল, বিছানায় পিঠ লাগানোর যাদের ফুরছত ছিল না, শত শত মামলা দিয়ে যাদের জীবন বিপন্ন করে ফেলা হয়েছিল, রাজপথে 'টু' শব্দটি করার সুযোগ যাদের ছিল না, ছাত্র-জনতার বিপ্লবের পর তারা এখন মরিয়া হয়ে ওঠেছে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। দিন যেন তাদের পারই

হচ্ছে না। স্বৈরশাসনের অবসানের পর ভঙ্গুর একটি দেশে সংস্কারের জন্য যে সময় প্রয়োজন তারা এতটুকু দিতেও রাজি না। দ্রুত ক্ষমতার স্বাদ না পেলে যেন তাদের সুখনিদ্রাই হচ্ছে না। অথচ পতিত স্বৈরাচারের আগে তাদের আমলটিও যে কাছাকাছি একইরূপ ছিল তা দীর্ঘ বিরতির কারণে হয়তো দেশবাসী ভুলতে বসেছে। 'হাওয়া ভবন' কেন্দ্রিক দুর্নীতি ও দুঃশাসনের কথা। কিন্তু আমরা বিস্মৃত হইনি। কেননা হাওয়া ভবনের অন্যায় সিদ্ধান্তে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাতে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গ্রেফতার করে ১০টি মিথ্যা মামলা দিয়ে ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারাবন্দী করে রাখা হয়েছিল। কারণ কিছুই ছিল না। ছিল আদর্শিক দ্বন্দ্ব। ইসলামের মূল আদর্শ তিনি তার লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে জাতির সামনে তুলে ধরতেন। যা তারা বরদাশত করতে পারেনি।

প্রিয় পাঠক! এরশাদের স্বৈরশাসন, হাওয়া ভবনের দুঃশাসন, আয়না ঘরের নির্মম নির্যাতন সবই এ জাতি প্রত্যক্ষ করেছে। দূর অতীতে দেখেছে বাকশালী ও রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন। প্রত্যেক আমলেই দলীয় শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছে বিরোধী মত। বাকস্বাধীনতাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। মুখ খুললেই খুন, গুম, অপহরণ ও মামলা-হামলার শিকার হ'তে হয়েছে বহু গুণীজনকে। রাষ্ট্রের তাবত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে দলীয় বশংবদরা। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে- এসব অপশাসন থেকে বাঁচার উপায় কি?

জবাব একটাই, এই অপশাসন থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে 'ইসলামী খেলাফত'। যা পরিচালিত হয় এলাহী বিধানের আলোকে। যেখানে ধনী-গরীব, ছোট-বড়, রাজা-প্রজা, মালিক-শ্রমিক সকলের অধিকার সংরক্ষিত থাকে। যা ইনছাফ ও ন্যায়নীতিতে পরিপূর্ণ। যেখানে ক্ষমতা চেয়ে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। এমনকি ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা করলেও তাকে ক্ষমতা দিতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। যে খেলাফত আখেরাতের চেতনার উপর ভিত্তিশীল। যে খেলাফতের অধীনে চোরের হাত কাটা, যেনাকারকে ছঙ্গেছার করা, মদখোরকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করার মত শারঈ হুদূদগুলো কায়েম হবে। যেখানে থাকবে না কোন চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি, দুর্নীতি। থাকেবে না সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী। যে খেলাফতের অধীনে নারী নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে পথ চলবে, কেউ চোখ তুলে তার দিকে তাকানোর সাহস পাবে না। ফলে রাষ্ট্রের সর্বত্র শান্তির সুবাতাস বইবে। জান্নাতী সমীরণে হিল্লোলিত হবে আপামর জনতা। সুতরাং এমন একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য আওয়ায তুলার এখনই উপযুক্ত সময়।

দুর্ভাগ্য, ইসলামী দলগুলোও আজ ক্ষমতার মোহে পড়ে ইসলামী খেলাফতের সমুজ্জ্বল ইতিহাস ভুলতে বসেছে। যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়াই যেন তাদের নিকটে মূখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। ইক্বামতে দ্বীনের ভুল ব্যাখ্যার কারণে বুলেট বা ব্যালট যে কোন উপায়ে হুকুমত কায়েম করার মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন দেখছে। অথচ সকল নবী-রাসূলের নিকটে 'ইক্বামতে দ্বীন' অর্থ ছিল 'ইক্বামতে তাওহীদ' তথা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। কেউবা আবার পশ্চিমাদের চালান করা এই তন্ত্রকে ইসলামী লেবাস পরাতে কোশেশ অব্যাহত রেখেছে। যা আরও ন্যক্কারজনক। সুতরাং ইসলামী দলগুলোকে বলব, যদি সত্যিকার অর্থে ইসলামী রাজনীতি করতে চান, তাহ'লে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করুন। মহান আল্লাহ চাইলে বিজয় পতাকা একদিন আপনাদের হাতেই উড্ডীন হবে ইনশাআল্লাহ। ঐ শুনুন মহান আল্লাহ্র ঘোষণা- 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদনা করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রদান করেছিলেন পূর্ববর্তীদরকে। আর তিনি সৃদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাদেরকে ভীতির বদলে নিরাপত্তা দান করবেন' *(নূর ২৪/৫-৫৬)*।

অতএব বাতিলের সাথে আপোষ করে হক প্রতিষ্ঠার কষ্টকল্পনা ছেড়ে আসুন আমরা সকলে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার আওয়ায তুলি। সকল ইসলামী দল ও সংগঠনের বজ্রকঠিন আওয়াযে যেদিন এ দেশের মুসলমানদের ঘুম ভাঙ্গবে সেদিন আরেকটি বিপ্লব সূচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৫

সকলের জন্য উন্মুক্ত *(২০২৪ সালের বিজয়ী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণ ব্যতীত)*

পুরস্কার

- **১ম পুরস্কার** ১২,০০০/- *(সনদসহ)*
- **২য় পুরস্কার** ৯,০০০/- *(সনদসহ)*
- **৩য় পুরস্কার** ৭,০০০/- *(সনদসহ)*
- **বিশেষ পুরস্কার (১০টি)** ১,০০০/- *(সনদসহ)*

- **সময়**_____ তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ এর ১ম দিন সন্ধ্যা ৬-টা থেকে ৭-টা।
- **স্থান**_____ কেন্দ্রীয় কার্যালয়, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
- **প্রশ্নপদ্ধতি**_____ *এম. সি. কিউ. (১০০ টি), সময় : ১ ঘণ্টা।*
- **অংশ গ্রহণের আবেদন লিংক**____ *shorturl.at/3VF87*
- **পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান**_____ *তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ।*

ফ্রী রেজিস্ট্রেশন

নির্বাচিত গ্রন্থ

- **ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন** *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
- **জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব** *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
- **স্মারকগ্রন্থ-২** *বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ*

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৪৬-১৩০৯৬৭

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

গণতন্ত্রের বিকল্প কি?

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ড. মুহাম্মাদ ইউনূস তাঁর দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে জনগণ বিপুল আশায় বুক বেঁধেছিল। কিন্তু মাস কয়েক যেতেই সে আশা যেন ফিঁকে হ'তে বসেছে। যে তরুণ ও ছাত্রদের শতভাগ সমর্থন ও ম্যান্ডেট নিয়ে তিনি নেতৃত্বে এসেছিলেন, আমেরিকার সেবাদাস ও এনজিও সদস্য এবং নিজ যেলার অদক্ষ লোকদের উপদেষ্টা বানিয়ে তিনি আজ বিপ্লবী ও সংস্কারকামী তরুণ ও সাধারণ মানুষের স্বপ্নগুলো ধুলিস্যাৎ করে দিতে বসেছেন। এমন এক মেরুদণ্ডহীন সরকার গঠন করেছেন, যারা আমেরিকা ও ভারতের দেখানো পথ ছাড়া এক পা চলতে পারে না, এদেশের মাটি ও মানুষের হৃদয়ের কথা উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণঅভ্যুত্থান যেন পথ হারিয়ে আজ অজানা গন্তব্যের পথে।

এই পরিস্থিতিতে জনগণের করণীয় কী! দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে কোন রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় আনলে কি সমাধান আসবে! নাকি তাতে পুরানো স্বৈরশাসন, ফ্যাসিবাদই নতুন মোড়কে হাযির হবে! অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে গত দেড় যুগ ধরে নিপীড়নের শিকার রাজনৈতিক দলগুলো এখন বুভুক্ষু হায়েনার মত হামলে পড়তে চাইবে। দেশের সম্পদগুলো লুটেপুটে খেয়ে পুরো দেশটাকে দেউলিয়া বানিয়ে ছাড়বে। দুর্নীতিতে আবার দেশকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বানাবে। অন্যদিকে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোও পিছিয়ে নেই। ইসলামের নাম ও লেবাস নিয়ে তারাও পশ্চিমা গণতন্ত্রেই মুক্তি খুঁজছে। প্রচলিত যুলুমবাজী রাজনীতিকে সম্বল করে তারাও পথ চলছে। সুতরাং তাদের উপরও জনগণের আস্থা রাখার সুযোগ নেই। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে বিকল্প কোথায়?

আমরা স্পষ্টভাবেই বলতে চাই, ইসলামের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোন দেশেই মুসলিম জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কোন ক্ষেত্রেই স্থায়ী মুক্তি ও সাফল্য আসতে পারে না। সুতরাং মুক্তি পেতে হ'লে, গণতন্ত্র নয়, একমাত্র ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। একমাত্র পথ প্রচলিত পশ্চিমা রাজনীতির পরিবর্তে ইসলামী খেলাফতের কাছে ফিরে আসতে হবে। সুতরাং গণতন্ত্র নয়, ইসলামী খেলাফতই কাম্য।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ইসলামী দলগুলো আপোষকামিতার পথ অবলম্বন করে চলছে, যা আমাদের ভীষণভাবে হতাশ করে। ইসলামী খেলাফত বাক্যটি পর্যন্ত তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে না। তারা বলতে চান যে, আমরাও গণতন্ত্র মানি না, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ ভালো উদ্দেশ্যেই আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছি। ইসলামের পক্ষে কিছু করতে না পারলেও অন্ততঃ বিরোধিতাকে তো রুখতে পারব! কিছুটা হ'লেও ইসলামী চিন্তার বিকাশ তো ঘটাতে পারব! তাদের এ বিশুদ্ধ নিয়তকে কিছু ফিক্বহী সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করে তারা যুক্তিযুক্ত করতে চেয়েছেন। আমরা বলব, নিয়ত সঠিক হওয়াই যথেষ্ট নয়, নীতি সঠিক হওয়াও আবশ্যক। মানবেতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ ভাল মনেই করেই তো মূর্তি স্থাপন করেছে, দরগা বানিয়েছে। তাদের কাছে বিপদাপদে মুক্তি চেয়েছে। আবু জেহেলরাও বলেছে যে, তারা আল্লাহ্কেই একক স্বত্তা বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু মূর্তিগুলো এজন্যই পুজা করে যে তারা তাদেরকে আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে দেবে। আজকের যুগেও যারা হরহামেশা শিরক-বিদ'আত করছে, তারা কিন্তু একই সৎ নিয়তের কথা প্রকাশ করে বলছে যে, তারা নিখাদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই এসব করছে। কিন্তু এসব সৎ নিয়ত কি তাদের আমলের সঠিকতা প্রমাণে সক্ষম?

যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ইসলামের জাগতিক অস্তিত্বের স্বার্থে বাতিলের সাথে সাময়িক আপোষ করা যায়, তবে আমরা নযর দেব বিগত ৬০ বছরে মিসর, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মরোক্কো, মৌরিতানিয়া, তিউনিসিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও সম্প্রতি মালদ্বীপের গণতন্ত্রের ইতিহাসের দিকে। এসব দেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা একচেটিয়া। এমনকি মিসর, আলজেরিয়া ও পাকিস্তানসহ কতিপয় দেশে কিছু আহলেহাদীছ ও সালাফী সংগঠনও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। তারপরও কোন দেশেই কি রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের কোন চিত্র ফুটে উঠেছে? বরং দিন দিন পরিস্থিতি আরো প্রতিকুলে যাচ্ছে। তুরস্কের মত এখন তিউনিশিয়া, মরোক্কোতে ব্যাপকভাবে ডি-ইসলামাইজেশন চলছে। অন্য দেশগুলোকেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনদর্শন ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে।

মরক্কোতে ২০০২ সালের নির্বাচনে ৩২৫টি আসনের মধ্যে ৪২টি আসন পেয়েছিল জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আদালত) নামক ইসলামিক পার্টি। কিন্তু দেখা গেছে যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্র গঠন বা ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়নের দাবী না তুলে তুরস্কের মডেলে কেবল গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর মত ক্ষমতাসম্পন্ন বৃহৎ দলকেও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামীর শরী'আত বাস্তবায়নের দাবী করতে দেখা যায় না। তুরস্কে ইসলামিক পার্টি দীর্ঘদিন যাবৎ ক্ষমতাসীন থাকলেও তাদেরও একই দূরবস্থা। লক্ষণীয় যে, এ সমস্ত পার্টির নিয়ত হয়তবা সৎ থাকলেও এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগণ তাদের পক্ষ নিলেও তারা এই ধর্মনিরপেক্ষ সিস্টেমে ইসলামের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার উপায়ই খুঁজে পাচ্ছে না। যেমন তুর্কী প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বলেছেন, *'গণতন্ত্র হ'ল ক্ষমতার রাজপথে একটা কারের মত, যখন তা গন্তব্যে পৌঁছাবে তখন তাকে আমরা পরিত্যাগ করব* (Democracy is like a streetcar. When you come to your stop, you get off)।

বোঝাই যাচ্ছে তিনি শুদ্ধ নিয়তে ও সচেতনভাবে এই পশ্চিমা রাজনীতির পথকে হারাম মনে করেই এ পথে নেমেছেন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর এ পথকে তিনি আর পরিত্যাগ করতে পারলেন না, বিপুল জনসমর্থন নিয়েও তিনি আজ পর্যন্ত ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কোন উদ্যোগ নিতে পারলেন না। তেমনিভাবে মিসরে ৯৯ শতাংশ এবং বাংলাদেশের ৮২ শতাংশ মানুষ ইসলামী শরী'আত বাস্ত

বায়নের পক্ষে থাকলেও বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তার বাস্তবতা কল্পনাতীত। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, চিন্তা যতই মহৎ হৌক না কেন, বাতিল পথ অবলম্বন করে ইসলামকে কখনো সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। এতে কিছু ক্ষমতাবান 'মডারেট' ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিমই হয়তো তৈরী হবে। যারা কিনা একজন বিধর্মীর চেয়ে উম্মাহ্র জন্য অধিক ক্ষতিকর বলেই প্রমাণিত।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, গণতন্ত্রে নির্বাচন মূল কথা নয়। বরং পুরো প্রক্রিয়াটি এমন একটি ভিত্তির উপর রচিত, যা মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনের জন্য একটি মূল্যবোধ ও আদর্শ নির্ধারণ করে দেয়। আর তা অবশ্যই আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রতি সংশয়বাদী ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ নিজেই তাঁর কর্তব্য বিধায়ক। আপন বিবেকের মাধ্যমেই সে সমস্ত কর্তব্য প্রতিপালন করবে।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, গণতন্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ সেক্যুলার জীবনব্যবস্থার নাম; কেবল নির্বাচন ব্যবস্থা নয়। প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি এই ধর্মনিরপেক্ষ জীবনব্যবস্থারই একটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ ও প্রধান সহায়ক। সেখানে বহু মতের স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দলসমূহ একত্রে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। সকল মতের অংশগ্রহণকে সেখানে মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ বলে প্রশংসা করা হয়। যার অন্তর্নিহিত সুর ও আইনগত ভিত্তি হ'ল, সমস্ত মতই সঠিক। সুতরাং সকল মতের সমন্বয় ঘটিয়ে সকলের ঐক্যমতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। নির্দিষ্ট কোন একটি মত সেখানে কোনক্রমেই প্রাধান্য পাবে না-এটাই বহুদলীয় গণতন্ত্রের মূলকথা। সুতরাং যদি কোন ইসলামী দল সেখানে নির্বাচিত হয় তবুও তাদের সেখানে নিজস্ব ধর্ম তথা ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়নের কোন সুযোগ নেই।

কেননা মতামত হিসাবে ইসলামী শরী'আত অন্য দল বা ধর্মীয় মতেরই সমমানসম্পন্ন। তাই এ পদ্ধতিতে জনগণ একটি দলকে ক্ষমতায় বসাতে পারলেও কোন একক মত বা আদর্শকে কখনো প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্রকে যারা কেবল নির্বাচনব্যবস্থা বলছেন, তারা হয় এই মৌলিক বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন নতুবা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। আর যারা বিশেষ প্রয়োজনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বলেছেন তাঁরা হয় বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নন, না হয় মূল তত্ত্বগত দিকটা লক্ষ্য করেননি। সুতরাং **গণতন্ত্র তা পাশ্চাত্য আর প্রতীচ্য হোক, হোক তা ইসলামী বা খৃষ্টানী, সবগুলোরই মূলকথা হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ**। এছাড়া গণতন্ত্র ও নির্বাচনের ভিন্ন কোন পরিচয় এর প্রবক্তা খোদ পশ্চিমাদের কাছেই নেই। তাই এ দু'টোকে আলাদা করে দেখারও সুযোগ নেই।

জনৈক কলামিস্ট **পার গোমা** 'গণতন্ত্রের ইসলামীকরণ নাকি ইসলামের গণতান্ত্রিকীকরণ?' শিরোনামের প্রবন্ধে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে বলেন, 'গণতন্ত্রের গঠন ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হ'তে পারে। এর উপাদানগুলো বিভিন্ন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কিন্তু মূলতঃ এর প্রধান যে মূলনীতি তা মরুভূমির বুকে গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের সূর্যের মত সুস্পষ্ট। আর তা হলো, ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে সকল প্রকার বলপূর্বক জবরদস্তি এমনকি ধর্মের বাধ্যবাধকতা থেকেও স্বাধীনতা দেওয়া। তাই গণতন্ত্র সার্বজনীন যে কোন প্রকারের আদর্শ (ইসলাম) যা নিরংকুশ আত্মসমার্পন ও আনুগত্যের দাবী রাখে তার পরিপন্থী। ধর্ম যেমন যুগ যুগ ধরে পরিদৃষ্ট হচ্ছে (অর্থাৎ সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেছে) গণতন্ত্রও তেমন কেবল নিজের সাথে তুলনীয় (অর্থাৎ অন্য একটি সার্বজনীন নীতি)। তাই সামাজিক কাঠামো ও আচরণ পরিধিতে ধর্মনিরপেক্ষতা রহিত গণতন্ত্র সকল প্রকারের ধর্মানুসারীদের একটি কপোলকল্পিত অতিকথা মাত্র। এজন্য **গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতারই নামান্তর। অন্যান্য কোন নীতিকাঠামোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা যেতে পারে কিন্তু গণতন্ত্রের কথা স্বতন্ত্র। এটি ভিন্ন তার আর কোন নাম বা রূপকাঠামো নেই**।'[১]

অনুরূপই অপর একজন আমেরিকান লেখক **R.W. Baker** বলেন, The democracy is foundamentally different and contrary to Islam because of having its root in western liberalism 'গণতন্ত্র ভিত্তিগতভাবে ইসলামের সাথে পৃথক ও বৈপরিত্যপূর্ণ আদর্শ। কেননা এর শেকড় হ'ল পশ্চিমা উদারতাবাদ'।[২]

আমাদের দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বান **মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী** ইসলামী দলগুলোর গণতন্ত্র নিয়ে শিথিলতার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, (পাকিস্তানের প্রস্তাবিত 'ইসলামের নির্দেশিত গণতন্ত্র' সম্পর্কে) 'বর্তমান সময়ে ওয়াইন এন্ড ফুডের হোটেল, রেস্তোরাঁ, বিড়ি, সূদী লেনদেনের প্রতিষ্ঠান ... থেকে আরম্ভ করিয়া ন্যাশনালিজম ও সোশিয়ালিজম পর্যন্ত 'ইছলামি' সাইনবোর্ড ও লেবেলে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইসলামী ও কুফরী ব্যভিচার, ইসলাম ও কুফরী ন্যাশনালিজম ও সোশিয়ালিজমের মধ্যে প্রভেদ করা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ ইছলামি ও কুফরী গণতন্ত্রের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা সুগঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইছলামি গণতন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা কাহারো সাধ্যায়াত্ত নয়'।[৩]

তিনি আরো বলেন, 'দুনিয়ার বাযারে গণতন্ত্রের যে বেসাতির তেজারৎ চলিতেছে, ইছলামের সহিত তাহার আপোষহীন বৈষম্যের জন্য তাহাকে ইছলামি মার্কা দিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন, উদ্দেশ্য প্রস্তাবের রচয়িতাগণ বোধ করিয়া থাকিলে, সেরূপ গণতন্ত্রকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া শুদ্ধি করাইবার আবশ্যক কি ছিল? **প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রসমূহ কেবল গণতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র ও রাজতন্ত্রে বিভক্ত নয়, পঞ্চমশ্রেণীর আর এক প্রকার রাষ্ট্র আছে যাহার নাম ইছলামি রাষ্ট্র। ইছলামি রিয়াছৎ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, উহা রাজতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ও পুরোহিত তান্ত্রিক নয়, এই পঞ্চবিধ রাষ্ট্রের অমিশ্রযোগের প্রচেষ্টা নিরর্থক**'।[৪]

---

১. Islamizing Democracy Or Democratizing Islam- Par Ghoma, 23 August 2006- www. nawaat.org).
২. Islam without feer, R.W. Baker, USA, 2005.
৩. *গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও আকৃতি, তর্জুমানুল হাদীছ ১/২ সংখ্যা, ১৯৪৯ইং, পৃ. ৮৫।*
৪. *ঐ, পৃ. ৮৬।*

সুতরাং বিকল্প খোঁজা নয়; এ মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য হ'ল নববী পদ্ধতিতে সমাজ সংস্কারের কাজ অব্যাহত রাখা। সকল বিধান বাতিল করে অহির বিধান কায়েমের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। আর এজন্য প্রয়োজন **প্রথমতঃ** দৃঢ়ভাবে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে থাকা। কেননা মুসলমানদের আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো প্রকৃতরূপে ইসলামের কাছে ফিরে আসা। তবেই তারা গ্লোবাল ওয়েস্টার্ন কালচার তথা বিশ্বব্যাপী পশ্চিমাদের সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করার নৈতিক যোগ্যতা লাভ করবে। এজন্য আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন নিজেদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং নেক্সট জেনারেশনকে সে আক্বীদার উপর উত্তম রূপে গড়ে তোলা। কারো অপেক্ষা না করে আমাদের নিজ থেকেই এই চর্চা শুরু করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকেরই এ ক্ষেত্রে আবদান রাখার সমান সুযোগ রয়েছে। এভাবেই আমরা সামষ্টিক প্রচেষ্টার (Collective Effort) মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে একটা সামগ্রিক পরিবর্তন (Collective Change) আনতে সমর্থ হব ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয়তঃ পথভোলা মানুষকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনা। শায়খ আলবানী (রহঃ) এই তৎপরতাকে 'আত্মশুদ্ধি এবং সমাজশুদ্ধি' বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর এটাই নববী পথ। এ পথে যাবতীয় বাধাকে বিপুল সাহস ও জ্ঞানের সাথে আমাদের মুকাবিলা করতে হবে। এভাবে ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বৃহত্তর পরিসরে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। এর বাইরে কোন বাতিল পথ ও পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নয়। আল্লাহ বলেন, وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ '..(আমি নির্দেশিত হয়েছি যে) আমি যেন সত্য দ্বীনের উপর দৃঢ়পদ হই এবং তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তুমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আহ্বান করো না যা তোমার কোন উপকার করে না ক্ষতিও করে না। যদি তুমি তা কর তাহলে তুমিও যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(ইউনুস ১০/১০৪, ১০৫, ১০৬)*।' পশ্চিমাদের ফাঁদে পা দিয়ে আমরা যেন কোন অবস্থাতেই আদর্শ বিচ্যুত না হই। আল্লাহ বলেন, وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ- 'কাফেররা যেন আপনাকে আপনার প্রতি নাযিল হওয়া আল্লাহর আয়াতসমূহ থেকে বিমুখ না করে। আপনি মানুষকে আহবান করুন আপনার প্রভুর দিকে। আর আপনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে কেবল তার সত্ত্বা ছাড়া। বিধান তাঁরই, তোমাদেরকে তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে *(ক্বাছাছ ২৮/৮৭, ৮৮)*।

তারবিয়াহ বা সমাজ সংস্কারের অংশ হিসাবে নেতৃত্ব সংস্কারের জন্য এই মুহূর্তে ইসলামী দলগুলোর কর্তব্য হবে দল ও প্রার্থীবিহীন নির্বাচন ব্যবস্থার দাবী তোলা, যার মাধ্যমে ইসলামী খেলাফতের আদলে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। ধৈর্য ধরে জাতিকে এই বাস্তবতা বোঝানো কষ্টসাধ্য হ'লেও আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কেননা রাষ্ট্র সংস্কারের যে পরিবেশ বর্তমানে চলমান, তাতে এই বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলার এখনই সময়। যদিও আজ সে চিন্তা কারো মাথাতেই যেন ধরতে চায় না। **মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী** বহু আগেই আক্ষেপ করে বলেছিলেন, **'পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণবৃত্তি আমাদের মানসলোক এতদূর বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে যে, অদলীয় শাসনরীতির (No party system) কথা আমরা কল্পনা করিতে চাইনা,** কিন্তু রাষ্ট্রের ভিতরে নানা দলের অস্তিত্ব ও তাহাদের পরস্পর বিরোধী কর্মসূচির দরুন অধিকার ও ক্ষমতা লাভের যে অপরিসীম দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যায় এবং বর্তমান গণতন্ত্রের যাহা অনিবার্য শোচনীয় পরিণতি তাহা কাহারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়।..ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ প্রচলিত গণতন্ত্রের বিষময় ফলের কথা ক্রমশঃ স্বীকার করিয়া লইতেছেন।[৫]

একই কথা বলেছিলেন **মাওলানা আকরাম খাঁ**। তিনি বহু পূর্বেই জাতিকে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'কোরআনের জীবন্ত জলন্ত ব্যাপক ও শাশ্বত স্বরূপকে উপেক্ষা করিয়া, বিশ্বমানবের এই আল্লাহ-প্রদত্ত অধিকারকে অস্বীকার করিয়া মুছলমান নিজের, এছলামের এবং বিশ্বমানবের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়া চলিয়াছে। বর্তমানের সমস্ত স্থবিরতা এবং সমস্ত অধঃপতনের মূল এইখানে।.. সাবধান! পশ্চাতে 'ভূতের মায়া কাঁদন, সম্মুখে আলেয়ার জলন্ত মোহ। সাবধান![৬]

মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ- أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ- 'আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন। তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাকে এমন বিষয় থেকে বিচ্যুত না করে যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। তদুপুরি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন আল্লাহ তাদের পাপের কিছু শাস্তি দিতে চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। তারা কি জাহেলী যুগের নীতিমালা কামনা করে? আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম নীতিমালা দানকারী?' *(মায়েদাহ ৫/৪৯-৫০)*। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সর্বাবস্থায় সঠিক নীতি ও পন্থার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

৫. *ঐ, পৃ. ৮৭।*
৬. *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃ. ২২৪।*

সন্তান প্রতিপালনে কতিপয় বর্জনীয়

সংকলনে : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

সন্তান প্রতিপালন অন্যতম গুরুদায়িত্ব। এটি একটি বিদ্যা, যার কিছু মূলনীতি ও কায়দা-কানুন রয়েছে। সন্তান প্রতিপালনে কোন ভুলভ্রান্তি হ'লে তা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য মারাত্মক কুফল বয়ে আনে। সেজন্য সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতাকে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অনেক সময় সতর্কতা সত্ত্বেও সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতা অনেক ভুল-ভ্রান্তি করে থাকেন। এ সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি বর্জন করলে আদর্শ সন্তান গড়ে তোলা অসম্ভব কিছুই নয়। নিম্নে সন্তান লালন-পালনে বর্জনীয় কাজগুলো উল্লেখ করা হ'ল-

(১) পিতা-মাতা ও সন্তানদের মাঝে যোগাযোগের অভাব :

অনেক পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের সাথে যোগাযোগ, আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তা বলার গুরুত্ব বুঝতে চান না। বরং তারা আলাপচারিতাকে মূল্যহীন ভাবেন। ফলে পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরে। এমনকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ তৈরী হয়। কখনো কখনো পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব দেখা দেয় এবং বয়সকালে এসে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। শিশুর কথার প্রতি যখন গুরুত্ব দেওয়া হয় না তখন সে সহজেই খারাপ সাথীদের সাথে মিশে যায়। সে এমন কাউকে চায়, যে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে, তাকে ও তার কথাকে মূল্যায়ন করবে এবং তার মনঃকষ্ট দূর করবে। মূলত এমন কাউকে তালাশ করতে গিয়ে সে খারাপ সাথীদের পাল্লায় পড়ে যায়।

তাদের সাথে আলাপ করতে গিয়ে, তাদের মনের কথা জানতে গিয়ে আরো কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে। যেমন, বয়সভেদে আলাপের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা। বড়দের সাথে আলাপের বিষয় এবং ছোটদের সাথে আলাপের বিষয় এক হবে না। ঠিক তেমনই মেয়ের সাথে যে আলাপ করা হবে তা ছেলের সাথে করা হবে না। অনেক পিতা আছেন যারা ছেলে-মেয়েদের উপর নিজেদের মত জোর করে চাপিয়ে দেন। এটা সঠিক নয়। আমাদের বুঝা দরকার, প্রত্যেক প্রজন্মের পৃথক পৃথক সংস্কৃতি, চিন্তা-ভাবনা ও চাহিদা রয়েছে। ইমাম আলী (রহঃ) কতই না সুন্দর বলেছেন, 'তোমাদের সন্তানদের তোমাদের যুগের শিষ্টাচার শেখানোর উপর সীমাবদ্ধ থেকো না। কেননা তারা তোমাদের যুগ থেকে পৃথক যুগের জন্য সৃষ্ট।'[১]

(২) ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে গুরুত্ব না দেওয়া :

আল্লাহ তা'আলা নানা ঝোঁক, খেয়াল ও মেযাজের মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির মাঝে এমনই রহস্য নিহিত আছে। তিনি বলেন, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، 'বস্তুতঃ যদি তোমার প্রতিপালক চাইতেন, তবে সকল মানুষকে একই দলভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তারা সর্বদা মতভেদ করতেই থাকবে। কেবল তারা ব্যতীত যাদের উপর তোমার প্রতিপালক অনুগ্রহ করেন। আর এজন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তোমার প্রভুর বাণী পূর্ণতা লাভ করবে যে, অবশ্যই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব জিন ও ইনসান সবাইকে দিয়ে' *(হূদ ১১/১১৮-১১৯)*। এ কারণে ইসলাম বুদ্ধির সক্ষমতা ও অনুধাবনের পারঙ্গমতা বিবেচনা করে মানুষের মাঝে আলোচনা তুলে ধরতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যা তাদের রুচি ও মেজাযের অনুকূল হবে। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেছেন, مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً 'যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কোন হাদীছ বর্ণনা করবে, যা তাদের বুঝে আসে না তখন তা তাদের কারো কারো পক্ষে ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে'।[২]

ইসলাম তাই বিভিন্ন ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য স্বীকার করে। এ কথা যেমন পুরো মুসলিম সমাজের জন্য প্রযোজ্য, তেমনি পুরো পরিবারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং পিতা-মাতাকে জানতে হবে যে, তাদের সন্তানরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাদের কেউ হয়তো দ্রুত ডাকে সাড়া দেয়, আবার কেউ ধীরগতির, কেউ আবার চঞ্চলমতির। সুতরাং সকল সন্তান একভাবে কাজ করবে না এবং সবার থেকে এক পদ্ধতিতে কাজ চাইলে পাওয়া যাবে না।

(৩) শিশুর বয়স বিবেচনায় না রাখা :

পিতা-মাতাকে সন্তানের বয়সের স্তরের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তারা সকল সন্তানের সাথে এক ধারার আচরণ করতে যাবেন না। শৈশবের দোলনা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা সকল ছেলে-মেয়ের ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য। প্রত্যেকের সাথে তাদের স্তর উপযোগী আচরণ করতে হবে এবং তারা ভুল করলে স্তর মাফিক শাস্তি বা সংশোধনী প্রয়োগ করতে হবে। কখনো তাদেরকে মারার প্রয়োজন হয়। আবার কখনো শুধু গলার আওয়ায একটু উঁচু করলে কিংবা ধমক দিলেই সে সোজা হয়ে যায়। আবার তরুণ-তরুণীরা একটি প্রীতিপূর্ণ কথাতেই পিতা-মাতার বাধ্য হয়ে যায়। সুতরাং সব বয়সী ছেলে-মেয়েকে একই ধারায় শাসন করা যাবে না।

এজন্য ছোটরা যখন ছালাত আদায়ে অলসতা করে তখন ইসলাম তাদের প্রহার করার অনুমতি দেয়। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে তোমরা ছালাত আদায়ের হুকুম দাও। দশ বছর বয়সে এজন্য প্রহার কর এবং তাদের প্রত্যেকের পৃথক বিছানার ব্যবস্থা করো।'[৩] কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। সুতরাং বয়সের তারতম্যের কারণে আচরণেরও তারতম্য হবে।

১. *উসামা বিন মুনকিয, লুবাবুল আদাব, পৃ. ৭০।*

২. *মুসলিম ১/১১, হা/৫-এর আলোচনা দ্র.।*
৩. *আহমাদ হা/৬৬৮৯; আবুদাউদ হা/৪৯৫।*

www.at-tahreek.com

(৪) অন্যের সাথে তুলনা করা :

অনেক পিতা-মাতা সন্তান প্রতিপালন করতে গিয়ে এক সন্তানকে অন্য সন্তানের সাথে তুলনা করেন। হ'তে পারে সে তুলনা নিজেরই কোন সন্তানের সাথে অথবা অন্যের সন্তানের সাথে। আমাদের মনে রাখা উচিত, প্রত্যেক শিশুর স্বকীয় সামর্থ্য, দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যের থেকে আলাদা। তাকে অন্যের সাথে তুলনা করলে অনেক সময় তার মধ্যে হতাশা ও হীনমন্যতা জন্ম নেয়। ফলে শিশু নিজেকে প্রমাণ করতে গিয়ে হিংস্র হয়ে ওঠে। এমনকি সব সময় এরূপ তুলনা শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি বয়ে আনে। তার ব্যক্তিত্ব গঠনে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। সবকিছুতেই গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানো ছাড়া সে নিজ থেকে ভাল কিছু করতে পারে না।

আসলে শিশুর মানসিকতা বড়দের মানসিকতার মতই। আপনি যখন তাকে তার থেকে অগ্রসর অথবা মেধাবী অথবা শান্ত কোন ভাই কিংবা বোনের সাথে তুলনা করেন তখন সে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়। এ জাতীয় তুলনা শিশুর মধ্যে মানসিক অশান্তি ও গোলযোগ বয়ে আনে এবং তার ব্যক্তিত্ব দুর্বল করে দেয়। সে ভাবে, তার ভাই যা করতে পারছে তা সে করতে পারছে না, অথবা জীবনে আদৌ করতে পারবে না। অথচ দেখা যাবে, সেও এমন কোন কাজ নিশ্চয়ই করতে পারে যা তার ঐ ভাই করতে পারে না। সে তো আদতে তার ভাইয়ের অনুলিপি বা কার্বন কপি না। সুতরাং এই বিষয়টি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

(৫) সন্তানদের মধ্যে সমতা ও ইনছাফ বজায় না রাখা :

সন্তানদের মধ্যে সমতা ও ইনছাফ বজায় না রাখার ফলে তাদের মধ্যে হিংসা, শত্রুতা, অবাধ্যতা ও পারস্পরিক ঘৃণা জন্ম নেয়। সেজন্য পিতা-মাতাকে সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক আচরণ, কথা-বার্তা এবং সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সমতা নিশ্চিত করতে হবে। কোন সন্তানকে অধিক স্নেহে সম্পদের অংশ বেশী দেয়া এবং অন্য সন্তানকে বঞ্চিত করার মত বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন ও অশ্লীলতা, অন্যায় ও অবাধ্যতা হ'তে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর' *(নাহল ১৬/৯০)*।

নুমান বিন বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার মা রাওয়াহার কন্যা তার পিতার (বাশীরের) নিকট স্বীয় পুত্রের জন্য তার সম্পদ থেকে একটা কিছু উপহার দাবি করেন। কিন্তু দিচ্ছি-দেই করে তিনি এক বছর কাটিয়ে দেন। তারপর তিনি দিতে সম্মত হ'লেন। তখন নুমানের মা বলে বসলেন, তুমি আমার ছেলেকে যা উপহার দেবে তার উপর যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাক্ষী না রাখবে ততক্ষণ আমি তাতে রাজি হব না। (রাবী বলেন,) আমি ছিলাম তখন বালক বয়সী। আমার পিতা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এর মা রাওয়াহার কন্যা চাচ্ছে যে, আমি তার ছেলেকে যে উপহার দেব তাতে আপনি সাক্ষী থাকবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে বাশীর, এছাড়া কি তোমার আরও সন্তান আছে? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি তাদের সবাইকে এর মতো উপহার দিয়েছ? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ 'তবে তুমি আমাকে সাক্ষী রেখো না। কেননা, আমি কোন জোর-যুলুমের কাজে সাক্ষী হই না'।[৪] বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'তোমার সকল সন্তানকে কি এই সন্তানের মতো দিয়েছ? তিনি বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ইনছাফ বজায় রাখো। তিনি (নুমান) বলেন, ফলে তিনি ফিরে গেলেন এবং তার প্রদত্ত উপহার ফেরৎ নিলেন।[৫]

(৬) সন্তানকে দায়িত্ব না দেয়া :

সন্তানকে কোন কাজের দায়িত্ব না দিয়ে বেকার বসিয়ে রেখে লালন-পালন করা সন্তান প্রতিপালনের একটি মারাত্মক ভুল। দেখা যায়, পিতাই পরিবারের সকল কিছুর দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। তিনি সকল প্রকার কাজ করে যান। সন্তান বয়স্ক ও নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে কোন দায়িত্ব দিতে চান না। তিনি বুঝতে চান না, এর ফলে সন্তানের ব্যক্তিত্ব দুর্বল হয়ে পড়ছে। তার যে একটা পৌরুষ আছে তা সে বুঝতে পারছে না। নবী করীম (ছাঃ) সন্তানকে পৌরুষদীপ্ত ও দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছেন।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি কিশোরদের সাথে খেলছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কাছে এসে আমাদেরকে সালাম দিলেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে একটা প্রয়োজনে পাঠালেন। তাঁর নিকট আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি একটা দেয়াল বা প্রাচীরের ছায়ায় বসে ছিলেন। যে বার্তা পৌঁছে দিতে তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন আমি তা পালন করলাম। আমি যখন আমার মা উম্মে সুলাইমের নিকট আসলাম তিনি বললেন, তোমার দেরি হ'ল কেন? আমি বললাম, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে তাঁর একটা দরকারে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, কী সে দরকার? আমি বললাম, এটা গোপনীয়। তিনি বললেন, احْفَظْ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোপনীয় বিষয়ের হেফাযত করো'। আনাস (রাঃ) বলেন, পরবর্তীতে আমি কাউকে তা বলিনি।[৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আনাস (রাঃ) ঐ সময়ে বালক ছিলেন। ঐ বয়সেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে উক্ত গুরুদায়িত্ব দিয়েছিলেন।

---

৪. বুখারী হা/২৬৫০; মুসলিম হা/১৬২৩।
৫. বুখারী হা/২৫৮৭।
৬. আহমাদ হা/১৩৪৯৪; ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫৫২১; বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৩৯।

(৭) অতিরিক্ত আদর-স্নেহ :

সন্তানকে অতিরিক্ত আদর-স্নেহ দেওয়া, চোখের আড়াল হ'তে না দেওয়া। বিশেষত মায়ের পক্ষ থেকে বেশী আদর-আহ্লাদ সন্তানের মানসিকতা ও আচরণের উপর মারাত্মক খারাপ প্রভাব ফেলে। এর ফলে সন্তানের মধ্যে লাজুকতা, অন্তর্মুখিতা, অধিক ভীতি, আত্মবিশ্বাসে দুর্বলতা, সাথী-সঙ্গীদের সংস্রব থেকে দূরে থাকার প্রবণতা তৈরী হয়। সে হয়ে পড়ে আলালের ঘরের দুলাল।

বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট করেছেন যে, অতি আদরে নষ্ট সন্তান অস্থিরমতি হয়। সে সব কাজে তাড়াহুড়ো করে। বিভিন্ন কাজে চিন্তা-ভাবনা না করেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সে কাম্য ও প্রার্থিত কার্যকর পর্যায়ে উঠতে পারে না। অতি আদরে নষ্ট সন্তানের উপর অনেক সময় আমিত্ব বা আত্মঅহমিকা ভর করে। সে নিজেকে তার ভাই-বোনদের থেকে আলাদা মনে করে। তাদের উপর ক্ষমতা খাটাতে পসন্দ করে এবং তাদের সাথে কঠোর আচরণ করে।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) যখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন তার পিতা তাকে ইলমে দ্বীন ও ফিক্বহ অধ্যয়নের মানসে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠিয়েছিলেন। ছালেহ বিন কায়সান তার গৃহশিক্ষক, সার্বক্ষণিক দেখভালকারী, পরামর্শদাতা ও নির্দেশনাদাতা নিযুক্ত হয়েছিলেন। একদিন এই শিক্ষক জানতে পারলেন যে, ওমর বিন আবদুল আযীয ছালাতের জামা'আতে যোগ দেননি। তিনি কী ঘটেছে তা জানতে তার নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা সূত্রে বললেন, তোমার জামা'আতে যোগদান না করার কারণ কী? তিনি বললেন, আমি কেশ পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলাম। ছালেহ অবাক বিস্ময়ে বললেন, শুধুই চুল আঁচড়ানোর দরুন তুমি জামা'আতে যোগ দিতে পারলে না! তিনি এ কথা পিতা আব্দুল আযীয বিন মারওয়ানকে লিখে পাঠালেন। পিতা আর কি করবেন! এ কাজের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্য তিনি শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ শেখানোর মানসে ছেলের মাথা ন্যাড়া করে দিতে হুকুম দিলেন।[৭]

উল্লেখিত ঘটনা থেকে বুঝা যায়, সে যুগে 'আদব বা শিষ্টাচার' শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিষয় ছিল। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের নিকট পাঠাতেন। তারা তাদের সরাসরি তত্ত্বাবধান করতেন, হাতে-কলমে আদব শিখাতেন এবং নেতিবাচক কিছু পেলে নিজেদের পদক্ষেপের সাথে অভিভাবকদের সহায়তা নিতেন। দুঃখের বিষয়, আজ শিক্ষার শত শত বিষয় উদ্ভাবিত হয়েছে কিন্তু আদব বা শিষ্টাচার নামে কোন বিষয় আজ আর কোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-মাদ্রাসায় পড়ানো হয় না। তাই সমাজে আদবওয়ালার তুলনায় বেয়াদবের সংখ্যা বেশী। এই পরিস্থিতির গোড়ায় রয়েছে সন্তানদের জন্য মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ।

(৮) মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা ও নির্দয়তা :

অতিরিক্ত স্নেহ-আদর যেমন শিশুর উপর খারাপ ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তেমনিভাবে মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুরতাও তার উপর একই রকম কুপ্রভাব ও খারাপ পরিণতি ডেকে আনে। অতিরিক্ত নির্মমতা শিশুর অনুভূতি ভোঁতা করে দেয়, তাকে কাপুরুষ ও ব্যক্তিত্বহীনে পরিণত করে। ফলে সে নিজের হক পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না, কিংবা কোন মযলুমের সাহায্যার্থে তার পাশে দাঁড়াতে পারে না। উল্টো অনেক সময় শিশুর মধ্যে একগুঁয়েমি ও প্রতিশোধপরায়ণতা জন্ম নেয়। মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা ত্রুটি-বিচ্যুতির কোন সমাধান নয় এবং তা সন্তানদের সংশোধনের কোন পন্থাও নয়। সন্তানদের প্রতি নির্দয় নিষ্ঠুর আচরণের মাত্রা অনেক অভিভাবকের ক্ষেত্রে এতটাই সীমা ছাড়িয়ে যায় যে, হিংস্র প্রাণীদেরও তাদের তুলনায় বেশী দয়ালু হ'তে দেখা যায়।

মাতাপিতাদের জানতে হবে, কঠোরতা ও নির্মমতা ওষুধের মতো, যা নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। সংশোধনের নমনীয় নানা উপায়-পদ্ধতি যখন কোন কাজ দেবে না তখন শেষ চিকিৎসা হিসাবে অভিভাবক কঠোরতা আরোপ করতে পারেন।

জারীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ 'যে কোমলতা থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত'।[৮] আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে আয়েশা, 'আল্লাহ কোমল, তিনি কোমলতা ভালবাসেন। তিনি কোমলতার ভিত্তিতে যা দেন কঠোরতার ভিত্তিতে তা দেন না। অনেক কিছু আছে যা কোমলতা ছাড়া তিনি দেনই না'।[৯] আরেক হাদীছে আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ 'নিশ্চয়ই কোন জিনিসের মধ্যে কোমলতা থাকলে সে তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর কোমলতা কোন জিনিস থেকে তা তুলে নেওয়া হ'লে তাকে কলুষিত করে'।[১০]

শেষকথা : সন্তান দুনিয়াবী জীবনে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সন্তানকে সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য মূল্যবান সম্পদে পরিণত করা প্রতিটি পিতা-মাতার সর্বোচ্চ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন। অন্যদিকে তা পালনে ব্যর্থ হ'লে লাঞ্ছনার শিকার হ'তে হবে। এজন্য সন্তানের প্রতি সুদৃষ্টি রাখা এবং তাদেরকে সৎ, আদর্শবান ও দ্বীনদার হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রত্যেক পিতা-মাতার আবশ্যকীয় দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

৭. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* ৯/১৩৩।

৮. *মুসলিম হা/২৫৯২।*
৯. *মুসলিম হা/২৫৯৩।*
১০. *মুসলিম হা/২৫৯৪।*

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। -*সম্পাদক*।

সংস্কারমুখী শিক্ষাধারায় বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা

*-সারওয়ার মিছবাহ**

ইমারত যেমন তার ভিত্তির দৃঢ়তা সমান শক্তিশালী, তেমনই প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তার আর্থিক সচ্ছলতায় সমান সুস্থির। অর্থের অভাবে যে কোন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। ঘুমিয়ে যায় অনেক শক্তিশালী চেতনা। পথ হারিয়ে ফেলে অনেক পথপ্রদর্শক। আর্থিক টানাপোড়েন থেকেই পরিবর্তন হয়ে যায় অনেক সম্ভাবনাময়ীদের চিন্তাধারা। পেটে ক্ষুধা আর মাথা ভরা চিন্তা নিয়ে এককালের মহামনীষীগণ দ্বীনের খিদমত করে গেলেও সাম্প্রতিককালে পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণে তা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই নৈতিক অবক্ষয়, দ্বীন ও আক্বীদা সম্পর্কে অসচেতনতা, শারঈ মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে সীমাহীন মূর্খতা। এই সকল কিছুর মূলে রয়েছে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা। এক কথায় বলতে গেলে ইলমের অভাব। ইলমের দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার দেখলে মনে হয়, রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর মূর্খতার যুগ চলে এসেছে। একদিকে অজ্ঞতার ছড়াছড়ি, অন্যদিকে মানসম্মত শিক্ষা নাগালের বাইরে চলে যাওয়া; এই দুইয়ে মিলে যেন এক ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

মানসম্মত শিক্ষা সবার নাগালের বাইরে নয়। শুধুমাত্র সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। অথচ নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা বড় হওয়ার স্বপ্ন পূরণে যে ত্যাগ স্বীকার করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে, সে মানসিকতা বড়ই মূল্যবান জিনিস। বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানসম্মত শিক্ষা দেয়া হ'লেও এই মানসিকতা তারা দিতে পারেন না। ফলাফলে দেখা যায়, যারা ভাল প্রতিষ্ঠানে পড়তে পারে তাদের অধিকাংশের পড়ালেখার আগ্রহই নেই। যাদের আগ্রহ আছে তারা আবার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতায় উন্নত প্রতিষ্ঠানের বারান্দা মাড়াতে পারে না। এই বিষয়টি মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। দেখা যায়, অনেক সম্ভাবনাময়ী মেধাবী ছাত্র পিতা-মাতার আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শহরের উন্নত কোন মাদ্রাসায় পড়ালেখা করতে পারে না। গ্রামের মাদ্রাসায় বছরের পর বছর লেখাপড়া করে পাকাপোক্ত মিলাদী মৌলভী তৈরি হয়। আমি তাদেরকে দোষ দিতে পারি না। কারণ এগুলো ছাড়া তাদের তেমন কিছু শেখানোও হয় না। পরবর্তীতে এটাই তাদের রুটি-রুযীর মাধ্যম হয়। ফলে অদূর ভবিষ্যতে তাদের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য কোন দ্বীনী খিদমত হয়ে ওঠে না।

এবার আসুন, আমরা আরেকটু পেছন থেকে আসি। যখন কোন দেশে যুদ্ধ শুরু হয়, তখন মানুষের জীবনের সুরক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গ্রামে গঞ্জে নিরাপত্তা বাহিনীর ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়। এটার গুরুত্ব কাউকে বোঝাতে হয় না। আমাদের মত কাউকে কলম ধরে পাতার পরে পাতা লিখতে হয় না। মানুষ নিজে থেকেই ঘাঁটি তৈরি করে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিরাপত্তা চৌকির ব্যবস্থা করে। তারা জানে, এই দুর্গে যারা অবস্থান করছে তারা আমাদের জীবনের পাহারাদার। সুতরাং তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে এবং নিরাপত্তা সচল রাখার স্বার্থে সৈনিকদের সার্বিক চাহিদা পূরণ করতে হবে। যদি জীবনের সুরক্ষার চিত্র এমন হয়, তবে ঈমানের সুরক্ষার চিত্র কেন ভিন্ন হবে? ঈমানের চেয়ে জীবনের দাম তো একজন মুসলমানের কাছে কখনোই বেশী হ'তে পারে না!

এখন যদি আপনি চোখ বুঁজে বলেন, পরিস্থিতি তো স্বাভাবিক রয়েছে! রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মূর্খতা বর্ষণের যুগ এখনো আসেনি। তবে আপনি একবার বাইরের পরিবেশ থেকে ঘুরে আসুন! টিকটক আসক্ত, মোবাইলগ্রস্ত, গেমস-খেলাধুলা-আড্ডাবাজিতে মত্ত যুব সমাজকে দেখে আসুন! তাদেরকে দেখে আসুন, যারা দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কাজ ফেলে রেখে তাদের প্রাণের নায়ক বা খেলোয়াড়ের জন্য রাজপথে নামছে। টিকটকে ফলোয়ার বাড়ানোর জন্য কেউ কাঁচা শাক-সব্জি খাচ্ছে, কেউ সার্কাসের বাদরের মত দর্শকদের মনোরঞ্জন করছে। আশা করি, আপনার ধারণা পাল্টে যাবে। তাদের অধঃপতনের হিসাব কষতে আপনি অবশ্যই হিমশিম খাবেন। অথচ তারা মুসলমান। যদি এমনই হয় অবস্থা, তবে আর দেরী করার সুযোগ কোথায়? আসুন! প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিই। আর এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হ'ল ইসলামী শিক্ষার বিস্তার। কারণ ইসলামী শিক্ষা ছাড়া তারা আল্লাহকে চিনবে না! মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা জানবে না! তারা যদি জান্নাত-জাহান্নাম না চেনে তবে কিসের আশায় নিজেদের আমূল পরিবর্তন করবে? তাই আসুন! ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই তাদেরকে পরিবর্তন করি।

আমরা বলতে চাই, অস্ত্রের যুদ্ধে জীবন রক্ষার্থে যেমন জিহাদে নামতে হয়, তেমনি ইলমে দ্বীন রক্ষা করাও বর্তমান পরিস্থিতিতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এর অভাবেই আমাদের সকল অবক্ষয়। সারা বিশ্বের বিধর্মীরা যেখানে শুধু মুসলমানদের ঈমানের ওপর আক্রমণ করছে সেখানে ঈমান রক্ষা করা জিহাদ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করতে কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। আর ঈমানী সচেতনতা তখনই বাড়বে যখন ইসলামী শিক্ষার মাত্রা বাড়বে, এটা তো কুরআন থেকেই প্রমাণিত *(ফাত্বির ৩৫/২৮)*। আপনি যেদিক থেকেই দেখুন, সমাধান একটিই। তা হ'ল প্রতি পাড়া-মহল্লায় ইলমের মারকায গড়ে তোলা। এটা এখন সময়ের দাবী। আপনি যদি বলেন, লেখালেখির মাধ্যমে জিহাদ করতে হবে। দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করতে হবে। তবে আমরা বলব, আপনি যে ময়দানেই আসুন না কেন, মাদ্রাসাই মুজাহিদীনের আতুরঘর। সেখান থেকেই প্রতিটি ক্ষেত্রে মুজাহিদ তৈরি হবে। 'বর্তমানে কেন হচ্ছে না' সে প্রশ্নের উত্তর আপনি একটু পরেই পেয়ে যাবেন।

আসুন, আমাদের কথিত দ্বীনের দুর্গ, যেখান থেকে মুজাহিদ

*. শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

তৈরি হওয়ার কথা বলছিলাম সেখান থেকে একবার ঘুরে আসি। বর্তমান সমাজে দুই ধরনের মাদ্রাসা প্রচলিত রয়েছে। প্রথমত: সরকারী মাদ্রাসা। যার সিলেবাস প্রণয়ন এবং অর্থায়নে রয়েছে দেশের সরকার। এখানে শিক্ষার্থীদের যেমন খরচাপাতির চাপ নেই, তেমনই শিক্ষকদেরও রয়েছে মানসম্মত বেতন-ভাতা। তবে দক্ষ আলেম গঠনে সরকারী সিলেবাস যে ভূমিকা রাখছে তা সর্বদাই প্রশ্নবিদ্ধ। দ্বিতীয়ত: রয়েছে কওমী বা খারেজী প্রতিষ্ঠান। সরকারী নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে হওয়ার কারণে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে খারেজী বলা হয়। তাদের সিলেবাস অপরিবর্তিত অবস্থায় যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। জনগণের অর্থায়নে চলে আসা এই ধারা কখনোই তাদের সিলেবাস সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করেনি। 'উছূলে হাশতেগানা' (আট মূলনীতি)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত কওমী ধারা তাদের সিংহভাগ উছূল থেকে সরে আসলেও উর্দূ-ফার্সী সম্বলিত সিলেবাসে এত পাকা অবস্থান কেন গ্রহণ করেছেন সেটাও প্রশ্নবিদ্ধই থেকে যায়। তবে মাদ্রাসা পরিচালনায় তাদের মূলনীতি অনুযায়ী সাধারণ মুসলমানের চাঁদা গ্রহণ করে তারাও আর্থিকভাবে বেশ স্বাবলম্বী।

এই দুই ধারার বাইরে কিছু সংস্কারমুখী ধারা এবং প্রতিষ্ঠানও লক্ষ্য করা যায়। যারা কওমী বা আলিয়া শিক্ষাধারা থেকেই বের হয়ে এসেছে। যারা যোগ্য ও যুগোপযোগী আলেম তৈরিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কওমী ধারায় উর্দূ-ফার্সীকে পাশ কাটিয়ে আরবীকে মূল লক্ষ্য করে যেমন তৈরি হয়েছে মাদানী নেসাব, তেমনই সরকারী সিলেবাসকে কার্যকরী রূপে পরিবর্তন করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ড ও প্রতিষ্ঠান। তবে সমস্যা হয়েছে, এই মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে কিছু মাদ্রাসা বিভিন্ন অর্থিক উৎস থেকে স্বাবলম্বী হ'লেও অধিকাংশ মাদ্রাসাই শুধুমাত্র ছাত্রদের নিকট হ'তে উত্তোলনকৃত ভর্তি ফি ও মাসিক বেতনের ওপর নির্ভরশীল। তারা পূর্ণ সরকারী হয়ে সরকারের আর্থিক সহযোগিতা লাভ করতে পারছে না, আবার কওমী মাদ্রাসাগুলোর মত সরাসরি চাঁদা আদায়েও নামতে পারছে না। ফলে এই ধরনের মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্রদের লেখাপড়ায় খরচাপাতি মোটামুটি থাকলেও শিক্ষকদের মানসম্মত সম্মানী নেই।

শুধু ছাত্রদের প্রদেয় টিউশন ফির ওপর নির্ভরশীল হয়ে কোন শিক্ষাধারা শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে পারে না। হ্যাঁ, সংস্কার হয়, তবে সহজলভ্য হয় না। সংস্কারকৃত শিক্ষা যদি সবার সাধ্যের ভেতরে না হয় তবে সে সংস্কার কতটুকু ব্যাপকতা লাভ করতে পারে, আর কতটুকুই বা স্বার্থকতা পেতে পারে! দেখুন! আমরা তো দুনিয়ামুখী নই। শুধু ধনীর দুলালদের নিয়ে ভাবা আমাদের কাজ নয়। বরং ইতিহাস আমাদেরকে শিখিয়েছে, বিপ্লব সর্বদা নীচের দিক থেকে ওপরের দিকে যায়। এজন্য নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের ধারা এবং বিশ্বের বিভিন্ন মিশনারীদের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদেরকেও গোড়া কেন্দ্রিক মেহনত বাড়াতে হবে। তাদেরকে আলেম বানাতে হবে, যাদের কাছে আলেম হওয়াটাই বড় স্বপ্ন। তারা কুরআন-হাদীছ শিখবে শিখাবে এটাই তাদের কাছে পরম পাওয়া। একজন কোটিপতির ছেলে মাদ্রাসায় পড়তে পারে। এটা স্বাভাবিক। তবে সে লেখাপড়া শেষ করে পিতার ব্যবসায় না গিয়ে দ্বীনের খেদমত করবে এটা দিবাস্বপ্ন। এখানে বিভিন্ন মিশনারীদের কথা এজন্য বললাম যে, আপনি খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, ইহুদী-খৃস্টান মিশনারীর এতটা অর্থ রয়েছে যে, তারা চাইলেই বিভিন্ন জনপদের প্রভাবশালীদের কিনে ফেলতে পারে। কিন্তু তারা সেটা না করে বিভিন্ন অভাবগ্রস্ত এলাকায় কাজ করে। তারা নীচ থেকে ওপরে যেতে চায়, যদিও এক লাফে আগায় ওঠার সামর্থ্য তাদের রয়েছে। বোঝা যায়, এটাই আমূল পরিবর্তনের তরীকা।

সুতরাং এককালে কি হয়েছে সেটা ভিন্ন বিষয়, তবে বর্তমান পরিবেশে যে কোন জিনিসকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সেখানে বিনিয়োগের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কারণ বিনিয়োগহীন ব্যবস্থায় একদিকে পর্যাপ্ত স্কলারশীপ না থাকার কারণে যেমন গরীব মেধাবীরা বঞ্চিত হবে, তেমনি অন্যদিকে মানসম্মত বেতন-ভাতা না হওয়ায় ভাল শিক্ষকরাও শিক্ষকতায় নাক সিটকাবেন। যতই ওয়ায-নছীহাত করা হোক না কেন, দিন শেষে রাতের বিশ্রামে সকল কম বেতনের শিক্ষকের মাথায় বাড়তি উপার্জনের চিন্তা জাগবে। ফলাফলে তারা সকল আমানতদারিতা বিসর্জন দিয়ে বাড়তি উপার্জনের রাস্তা খুজঁবেন। অবশ্যই খুঁজবেন। সেটা আজ বা কালের বিষয়।

আর্থিকভাবে দুর্বল এই শিক্ষাধারায় যে সমস্যাগুলো আগামীতে হ'তে পারে বলে আমরা মনে করি, তা খুবই শংকাজনক। কেননা সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা কখনো হারাবে না। শতাব্দী ধরে তারা কোন আলেম তৈরি করতে পারুক বা না পারুক, সেখানে দারস হোক বা না হোক প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ঘন্টার ঢং ঢং শব্দ চলমান থাকবে। কারণ মাস শেষে পকেটে মোটা বেতন আসার শতভাগ নিশ্চয়তা সেখানে রয়েছে। কিন্তু আমাদের সংস্কারমুখী প্রতিষ্ঠানগুলো তেমন নয়। হাদীছের দারস চলমান থাকতে থাকতেই অর্থাভাবে বেতনহীনতায় ঘন্টার আওয়াজ থেমে যেতে পারে।

এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধিকাংশ শিক্ষক বহিরাগত। ভিন্ন যেলায় তাদের বাড়ী হওয়ার কারণে মাদ্রাসার আশেপাশে একটি ভাড়া বাসাতে পরিবার নিয়ে থাকার প্রয়োজন হয়। এক্ষণে মাদ্রাসার বেতনে যদি একজন শিক্ষক বাসা ভাড়া দিয়ে একমাসের চাল, ডাল কিনতে না পারেন তবে তিনি প্রাইভেটের দিকে ঝুঁকবেন, এটাই স্বাভাবিক। তার প্রাইভেট শুধু প্রাইভেটেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং মাদ্রাসার সাধারণ দারসে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। যার ফলাফল গভীরভাবে ভাবতেই ভেতরে ভীতির উদ্রেক হয়। অনেক মেধাবী শিক্ষক রয়েছেন, যাদের চিন্তার মাধ্যমে শিক্ষাধারায় উন্নতি সাধন করা সম্ভব ছিল। তারা যদি একবার বাড়তি উপার্জনের তাকীদে বাইরের দিকে মনোযোগ দেন, তবে মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভাবার কোন সময়ই তাদের হবে না। যা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানকে স্তিমিত করে দেবে।

বেতন-ভাতা সীমিত হওয়ার কারণে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের ওপর ছাত্রদের পড়াশোনার পরিচর্যামূলক অতিরিক্ত দায়িত্ব দিতে পারবেন না। যেমন ক্লাসের বাইরে

তাকরার ঠিকমত হচ্ছে কি-না সেটা দেখাশোনা করা। ছাত্রদের সাথে অবস্থান করে তাদেরকে পড়াশোনায় উদ্বুদ্ধ করা। বছরের বিভিন্ন সময় নাহু, ছরফ, বালাগাত অথবা আরবী তা'বীরের স্বল্পমেয়াদী কোর্স পরিচালনা করা। রামাযান কেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা ইত্যাদি। মোটকথা, অফিস টাইমের বাইরে শিক্ষকগণ কোন দায়িত্ব নিতে চাইবেন না। ফলাফলে ছাত্রদেরকে বাড়তি সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ অপারগ হয়ে পড়বেন। যে বিষয়টি মোটেও সুখকর হবে না।

আরো একটি ক্ষতির আশংকা করা যায়। তা হ'ল, শিক্ষকদের যোগ্যতায় সীমাবদ্ধতা তৈরি হওয়া। সাধারণত কোন শিক্ষকই পূর্ণ যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের পরে শিক্ষক হন না। অনেকে শিক্ষক হওয়ার পরেই নিজের দুর্বলতাগুলো দূর করেন। দেখা যাবে, সারাদিন বাইরের বিষয় নিয়ে ভাববার কারণে কোন শিক্ষকই আর কিতাবী দিকগুলোতে দক্ষতা-সম্পন্ন হয়ে উঠছেন না। বরং যেটুকু যোগ্যতা নিয়ে এসেছিলেন সেটাও দিনে দিনে হারাতে বসেছেন। যদি এমন অবস্থা কখনও চলে আসে তবে বুঝতে হবে, আমাদের ট্রেন লাইনচ্যুত হ'তে শুরু করেছে। তখন এই পরিস্থিতির জন্য আমরা কাকে দায়ী করব? সেদিন কি কপাল চাপড়ে সবকিছু ঠিক হবে? এভাবে যদি একটি শিক্ষাব্যবস্থা চলতে থাকে তবে নিঃসন্দেহে সেটা উন্নতির দিকে যাবে না। বরং অবনতির দিকেই যাবে। আর অবনতির চূড়ান্ত রূপ বিলুপ্তি। এই সংকটময় অবস্থায় যেন আমাদের পতিত হ'তে না হয় সেলক্ষ্যে আমরা কিছু প্রস্তাবনা রাখছি। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে কবূল করুন।- আমীন!

জনসাধারণের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, আপনারা বর্তমান দ্বীনী ইলমের ক্রান্তিলগ্নে মাদ্রাসাগুলো টিকিয়ে রাখার জিহাদে অংশগ্রহণ করুন। আপনাদের আর্থিক সহযোগিতা, মেধা ও শ্রমের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হবে। এতে করে দ্বীনী ইলম যেমন সহজ হবে তেমনই দ্বীনী ইলমের খিদমতে আলেমগণ উৎসাহিত হবেন। বর্তমানে অধিকাংশ মেধাবী আলেম লেখাপড়া শেষে ব্যবসায় চলে যাচ্ছেন। বিভিন্ন পেশায় চলে যাচ্ছেন। এর একমাত্র কারণ, মাদ্রাসায় কুরআন-হাদীছ পড়িয়ে সংসার চালানো কষ্টকর হওয়া। এ বিষয়ে আমাদের বিভিন্ন নছীহত একজন আলেমের কাছে শুধু পড়ার টেবিলেই সুন্দর। তিনি যখন কেনাকাটা করতে বাজারে যান তখন এসব নছীহত মনে পড়লে তার কাছে আমরা বিরক্তির কারণ হই। এটা আমরা বেশ ভালই বুঝি। এভাবেই দিনে দিনে আলেমশূন্যতা দেখা দিচ্ছে। আপনি কি মনে করেন, এর পেছনে আপনার কোনই দায়বদ্ধতা নেই? আপনার কোনই দায়িত্ব নেই?

সীমানায় দাঁড়িয়ে যারা আপনার জীবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন তাদের পরিবার চলে আপনার অর্থে। আর এটা আপনি নিজের দায়িত্বও মনে করেন। তবে এই ফিতনার যুগে যারা আপনার ঈমানের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন। ঘরে ঘরে কুরআন-হাদীছের বাহক তৈরি করার মাধ্যমে ঈমানী সচেতনতা বৃদ্ধি করেন তাদের পরিবার চালানোর দায়িত্ব কাদের সেটা কি আপনি বোঝেন না? যদি তাদের পরিবারকে আপনি ছেড়ে দেন তবে তারাও উম্মাহকে ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করবে। উম্মাহর খিদমতে নিয়োজিত হওয়ায় যদি একজন আলেমের সংসারই না চলে তবে তিনি কেন পড়ে থাকবেন? কেন ব্যবসা করবেন না? তিনি সারাদিন বেচাকেনার ফাঁকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবেন, নিজের ঈমান হিফাযত করবেন। ব্যাস! তার দুনিয়ার জীবনও সুন্দর, আখিরাতের জীবনও সুন্দর! তিনি তো এটাই ভাববেন। কিন্তু আপনার কি হবে? এই ফিতনাময় অবস্থায় আপনার অনাগত সন্তানদের কি হবে? তারা কি ইলমহীন হয়ে জান্নাতের রাস্তা খুঁজে পাবে? নাকি জান্নাতের আশায় জাহান্নামের দিকে ছুটে যাবে? নাকি এক পর্যায়ে 'জান্নাতের আশা করতে হয়' এই জ্ঞানটুকুও হারিয়ে ফেলবে? খুব অসম্ভব মনে হচ্ছে কথাগুলো? দেখুন, মাত্র এক প্রজন্মের রদবদলে এতটুকু পরিবর্তন তো সত্যিই অস্বাভাবিক।

দেখুন! আমরা যা ছাদাক্বা করি সেটাই যদি সঠিক স্থানে হয় তবে প্রতিষ্ঠানগুলো টিকিয়ে রাখতে আলাদা কোন বাজেটের দরকার হবে না। আমরা তো বর্তমানে দান করার জায়গা খুঁজে পাই না। আমাদের বড় দান মানেই ভুরি ভোজের আয়োজন, আর ছোট দান মানেই মসজিদে কুরআন কিনে দেয়। মসজিদে কুরআনের জায়গা হয় না। অথচ অনেক মাদ্রাসায় দরিদ্র ছাত্ররা দারসের বইগুলো কিনতে পারে না। দেখুন, যেখানে সেখানে শুধু দান করলেই ছওয়াব হয়, একথা সঠিক নয়। ছালাত, ছিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত যেমন শিখতে হয়, তেমনই দান করাও শিখতে হয়। আপনার বাড়ির পাশে মাদ্রাসায় আর্থিক অনটন, অথচ আপনি ওরসে গরু দান করলেন। আপনার দেয়া গরু দিয়ে হাযারখানেক গাঁজাখোরের ভোজন হ'ল। অথবা অমুক মহান ব্যক্তি বা হুযুরের সাথে আপনার সখ্যতা আছে বলে মোটা মোটা অংক শুধু তার হাতে গুঁজে দেন। আর তিনি সেই দানের পাহাড় দিয়ে যাচ্ছেতাই করে বেড়ান। আপনি হয়তো ধারণা করেন, তিনি আপনার জন্য হাশরের ময়দানে শাফা'আত করবেন। শাফা'আত তো দূরের কথা বরং এই দানের জন্য হাশরের ময়দানে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।

সম্মানিত পাঠক! দ্বীনী ইলমের দুর্গগুলো রক্ষা করতে যে আর্থিক সচ্ছলতার প্রয়োজন রয়েছে আলোচ্য নিবন্ধে তা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এক্ষণে উপরোক্ত আলোচনা থেকে যদি কিছু মানুষের বোধোদয় হয়, একটি মক্তবও আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়, একজন যোগ্য আলেমও যদি ব্যবসার চিন্তা ছেড়ে ইলমের খিদমতে ফিরে আসেন, তবে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আপনারা পাড়া-মহল্লার বিভিন্ন মাদ্রাসার নিয়মিত মাসিক দাতা হৌন। নিজেদের উদ্যোগে মাসিক দাতাদের তালিকা তৈরি করুন। কোন বেসরকারী মাদ্রাসায় যেন শিক্ষকদের বেতন আটকে না থাকে, এটা দেখা আপনার দায়িত্ব। আমরা একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়তে চেষ্টা করছি। এই প্রচেষ্টায় আমরা সকলকে সাথে চাই। আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ চাই। সেই আন্দোলনে আপনিও আমাদের সহযোদ্ধা হৌন!

ঋতুবৈচিত্র্যে অবগুণ্ঠিত বিচিত্র জীবনবোধ

-মুহাম্মাদ মুবাশশিরুল ইসলাম*

অবতরণিকা : আমার চঞ্চল শৈশব আর উচ্ছল দুরন্ত কৈশোরের কিছুকাল কেটেছে এক উত্তাল প্রেমের বাঁধনে অছিন্ন ভালবাসার গ্রামে। কখনো মানসপটে জেগে ওঠা হঠাৎ ভাবনায়, কখনো একা বসে, আবার কখনোবা কোলাহলের আওয়ায ছাপিয়ে মনে পড়ে যায় সেই স্মৃতিমাখা অম্লমধুর দিনগুলি। কখনো ইচ্ছে হয় দু'লাইন কবিতা বলতে আবার কখনো মনে হয় লিখে ফেলি আমার কৈশোরের দুরন্ত দিনগুলির গল্পগাঁথা। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যস্ততার ফাঁকে আজ এই ফুরসতে তবে দু'চার লাইন লিখে ফেলতে দোষ কী? মস্তিষ্কে আর মানসপটে যতটুকু স্মৃতি ধুসর রঙ্গে ছাপা, সেই পুঁজি দিয়েই তবে যাত্রা শুরু হৌক। আজ আমি স্মৃতিচারণ করব না। আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেব এক অনিন্দ্য সুন্দর ভাবনার সাথে।

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ! তার ভৌগলিক অবস্থান আর বিশেষত প্রভুর রহমতে বছরান্তে ছ'টি করে মৌসুম আমরা অতিক্রান্ত করি। কিন্তু এখন আর মনে হয় না এটাই সেই ষড়ঋতুর দেশ! এখন আর ঘটা করে শরৎ, হেমন্ত ও বসন্তের সৌন্দর্য চোখে ধরা পড়ে না। কেন এমন হয় তাও জানি না। আজ গ্রীষ্ম-শীতের সাথে বর্ষার নরম দিনগুলোকে আলাদা করতে পারলেই যেন স্বস্তিবোধ হয়। সেই ঋতুর বৈচিত্র্য থাকুক আর নাই থাকুক, আমি চিরকাল শৈশবে দেখা ঋতুগুলোকে পরম মমতায় আর অমিছে বচনে তুলে রাখব আমার সাহিত্য এবং হৃদয়ে। ষড়ঋতুর কখনো দগ্ধময় কখনো উষ্ণ-শীতল আর কখনো হৃদবাগ কিংবা পৃথ্বীবাগে ফোটা অযুত ফুলের সুঘ্রাণে শোভিত আজকের ঋতুবৈচিত্র্যময় দিনগুলোতে আপনাকে স্বাগতম! আজ আমি সেই ষড়ঋতুর সাথেই মানবাচরণকে মিলিয়ে দেখাব। সেখান থেকেই খোঁজার চেষ্টা করব সত্য-সঠিক পথ।

দগ্ধ গ্রীষ্মের রোজনামচা : গ্রীষ্ম! বলতেই মানসপটে যে নিপুণ অঙ্কন ফুটে ওঠে তা হ'ল, থালার মতো প্রকাণ্ড একখানা সূর্য। অনবরত সকাল হ'তে সন্ধ্যা অবধি জ্বলে থাকে আসমানে। ফের এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকারে হারিয়ে যায়। গ্রীষ্মের সরলীকরণ হ'ল গরম। গ্রীষ্ম মানে গা ঘেমে একাকার হয়ে যাওয়া ক্লান্ত পথিক। গ্রীষ্ম মানে মাঠে কাজ করতে থাকা সোনালী ফসলের স্বপ্নবিভোর কৃষক, যারা রং রোদের কারিশমায় তামাটে বর্ণ ধারণ করে। গ্রীষ্ম মানে সংগ্রাম করতে থাকা জীবনযুদ্ধের 'উপার্জক' শ্রেণীর সৈনিকের ঝলসে যাওয়া দেহ।

ঋতুর মধ্যে গ্রীষ্ম কড়া ঋতু! এই গ্রীষ্মের রুক্ষতার যে রূপ তা যেন মানুষের মধ্যেও ফুটে ওঠে। গ্রীষ্মকে আমার মনুষ্য অন্তরের রুক্ষতার সাথে এবং চিত্তে জ্বলতে থাকা হিংসা-অহংকারের সাথে মেলাতে বড্ড ইচ্ছে হয়। গ্রীষ্মের যেমন তাপদাহ ঠিক তেমনি মানুষের অন্তরও হিংসা ও অহংকারের তাপদাহে ক্রমাগত পুড়তে থাকে। সূর্যের তীর্যক আলো যেমন ধরাকে ভস্ম করে দেয়, ঠিক তেমনি হৃদয়ে জ্বলতে থাকা হিংসা কিংবা অহংকারটুকু তার সমগ্র দেহকে দগ্ধীভূত করে। প্রকাণ্ড হয়ে জ্বলতে থাকা গ্রীষ্মের সূর্য যেমন সরাসরি নীল আসমানের অকৃত্রিম সৌন্দর্য উপভোগে চোখের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি হৃদয়ের হিংসা-অহংকার একজন ব্যক্তির প্রকৃত সৌন্দর্য ও মর্যাদাটুকু উপলব্ধির পক্ষে ঢালস্বরূপ।

হে মানুষ! একবারের জন্য সরিয়ে দেখো তোমার বিদ্বেষপরায়নতা, অস্তমিত করে দাও হৃদয়ে জ্বলা অহংবোধের প্রতাপশালী সূর্য। তাহ'লে ঠিক গ্রীষ্মের শেষ বেলায় যখন সূর্য অস্তমিতপ্রায়, গোধূলীবেলার সেই দৃশ্য যেমন দেখতে বড্ড ইচ্ছে করে, লোকজন চোখভরা মুগ্ধতা আর হৃদভরা স্নিগ্ধতা দিয়ে প্রকৃতির রূপ উপভোগ করে, তেমনি তোমার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবে। একদৃষ্টে তোমার অন্তসৌন্দর্যে বিভোর হবে, বিমোহিত হবে তোমার চারিত্রিক গুণে। সুতরাং অন্তরে আনো স্নিগ্ধতা। তবেই প্রভুর দরবারে প্রিয় হয়ে উঠবে তুমি। গ্রীষ্মের দগ্ধ ভস্মজীবনবোধ যেন তোমার চেতনায় না ফুটে উঠে এই হোক পণ!

বর্ষার বজ্র রূপ : বর্ষা! শুনলেই কানে আসে এক পশলা বৃষ্টির আওয়াজ কিংবা কাছে-দূরে সহসা চারিদিক কাঁপিয়ে দেয় বজ্রধ্বনি। বর্ষা ঋতু পৃথিবীকে নরম করে রাখে। পরিমিত বর্ষাবারি প্রভুর রহমতে আমাদের জন্য কল্যাণময় ও মঙ্গলজনক। বর্ষা মানে নরম কাদায় পা ডুবে যাওয়া স্যাঁতসেঁতে পিচ্ছিল পথে পা পিছলে পড়া। বর্ষা মানে চাষীর চোখে সোনালী ফসলের স্বপ্ন। আবার বর্ষা মানে ফসল ডুবে যাওয়া কৃষকের হতাশার আর্তচিৎকার। বর্ষার মধ্যে নানা রূপের মিশ্রণ লক্ষ্যণীয়। ঠিক একইভাবে মানুষের রূপের পরিবর্তনে কখনো দেখা যায় বর্ষার নিপুণ চিত্রায়ন। আমার সমস্ত চিন্তাধারা বর্ষাকে যেমন নরম ও সুন্দর ঋতু হিসাবে চিহ্নিত করে, ঠিক তেমনিভাবে মানবহৃদয়ে জেগে ওঠা হঠাৎ ক্রোধ বা রাগ অথবা রঙ পরিবর্তনের বিষয়কে এর সাথে মিলিয়ে কল্পনা করতে পসন্দ করে নিতান্তই বিশেষিত রূপে।

বর্ষার গর্জন শৈশবে আমার কাছে ভয়াল ঠেকত এবং এখনও ঠেকে! ঝড় আসার পূর্বে যেমন আসমান ধুসর-কালচে মেঘের আস্তরণে তার নীল সৌন্দর্য ঢেকে দেয়, শুরু হয় মেঘমালার উচ্ছল তর্জন-গর্জন। সহসা তেড়ে আসে প্রচণ্ড ভয়াল রূপের ঝড়ো হাওয়া। কাঁপিয়ে দেয় মাটিতে শক্ত শেকড় গেড়ে বসা মহীরুহের ডালপালা। তেমনই মানুষের অন্তরেও তার স্বাভাবিকতায় যখন হঠাৎ ক্রোধ প্রবেশ করে তখন সে হয়ে ওঠে হিংস্র। অজান্তেই বদলে ফেলে নিজের রং। রাগের বশে সে যাই করে সেটাই হয় ক্ষতিকর। তাই শয়তান যদি কখনো ক্রোধের আগুন চিত্তে জ্বেলে দেয়, তখন ঝড়ের মতো বিধ্বংসী না হয়ে বাদল হয়ে ঝরে পড়ার চেষ্টা করবে। তাতে যেমন অন্তরের ধুলো ছাফ হবে তেমনি পারস্পরিক বন্ধন হবে মযবূত ।

শরতের শরলীকরণ : শরৎ! ঋতুর মধ্যে তুলনামূলক মায়াময় তার বেশ। স্নিগ্ধ শান্ত একটি ঋতু। শরতের আকাশ মানেই চোখভরা মুগ্ধতা। চোখ জুড়ানোর জন্য আকাশে পেঁজা তুলোর মত থরে থরে সাজানো মেঘমালা সারাদিন এ প্রান্ত হ'তে ঐ প্রান্তে ছুটোছুটি করে। কিঞ্চিৎ শিশির ভেজা শাপলাপাতা আর শিউলিগুলো হৃদয় জুড়িয়ে দেয়। কাশবনের স্নিগ্ধ পরশ আমাদেরকে তার সাদা সৌন্দর্যে কখনো আনন্দিত করে আবার কখনো কাফনের রং মনে করিয়ে দেয়।

শরৎ ঋতু প্রাণবন্ত। সরল ঋতু শরৎ যেন মানুষের সরলতা, কোমলতা আর চারিত্রিক সৌন্দর্যের অনন্য প্রতীক। শরৎ কেমন

*. শিক্ষার্থী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

যেন সাদা সাদা। আকাশে সাদা মেঘ, নদীর তীরে সফেদ কাশফুল, সাদা শিশিরিত শাপলা সবকিছুই যেন অন্তরের শুভ্রতা নির্দেশ করে। সুতরাং সার্বিক জীবনে হওয়া চাই শরতের জ্যোৎস্নার ন্যায় কোমল, মহৎ, উদার। সতেজ প্রকৃতির মতো চিরহরিৎ। যে প্রাণের গহীনে টইটম্বুর তাক্বওয়া। হে প্রতিপালক! শরতের মায়াবী স্নিগ্ধ সফেদ পবিত্রতা আমাদের অন্তরে তোমার তাক্বওয়ারূপে ঢেলে দাও। আমীন!

হেমন্ত ক্ষণস্থায়ী : আমাদের উঠানে ক্ষণিকের জন্য উঁকি দেয় হেমন্ত। ছ'ঋতুর মধ্যে এটি সবচেয়ে অল্পকাল ব্যাপী। হেমন্ত যেন আমাদের অনুকালের মত জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রতিচ্ছবি। হেমন্ত অর্জনমুখী ও সঞ্চয়কারী ঋতু বলে আমার ধারণা। হেমন্ত যেমন ছ'ঋতুর মধ্যে আমাদের কাছে তুলনামূলক কম অবস্থান করে, তেমনি আমরাও পৃথিবীর বুকে অন্যান্যদের তুলনায় অল্পকাল অবস্থান করি। শীত এসে যাবে বলে হেমন্তের কৃষক যেমন তার ফসলাদি ঘরে এনে গোলা ভরে রাখে, ঠিক তেমনই জীবনের শেষ আয়োজন কখন সমাপ্ত হবে তা না জানার কারণে আমাদের অর্জন করতে হবে পুণ্য। হঠাৎ শীত এসে গেলে যেমন চলে যায় হেমন্ত, ঠিক তেমনি আমার হায়াত শেষ হ'লে পৃথিবীর আনন্দ উল্লাসও বন্ধ হয়ে যাবে। হেমন্তহারা পৃথিবী এক সময় যেমন মেতে উঠে বসন্তের মুগ্ধতায়, তেমনই আমার আত্মীয়-স্বজন দু'দিন বাদেই কোলাহল-মুখর হয়ে পড়বে। মাঝখানে কেবল নিস্তব্ধ হয়ে যাব আমি। তাই হেমন্ত হ'ল জীবনের মতো ক্ষুদ্র পরিসরের ঋতু। জীবনবোধ আর নেকীর সঞ্চয়মুখীতাসহ হেমন্ত তার প্রকৃত ধারায় নেমে আসুক আমাদের জীবনে। আজ এই প্রত্যাশা! আমাদের হৃদয়ে জাগুক দীর্ঘস্থায়ী হেমন্তের বোধ, কলবে জাগুক আমলের সুপ্ত বারিধারা।

শীতে মৃত্যুর ঈদ : হেমন্ত পেরোতেই পথের ধারের ঘাসে শিশির পড়ে। খানিক পর! ধুসর-সাদা কুয়াশার চাদর ভেদ করে উঁকি দেয় পূর্বদিগন্ত জুড়ে প্রকাণ্ড লাল সূর্য। আধহাত-একহাত দূরত্বে সাদা অন্ধকার তুল্য কুয়াশা ধীরে ধীরে কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। দূরে কোথাও তখনো যেন তক্ষক ডাকতে থাকে আপন চেতনায়। দুপুরবেলা গোসল করা বা না করা নিয়ে রীতিমত নফসের সাথে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটনের পর ফলাফলে গোসল বিজয়ী হ'লে সেই সূর্যের তীর্যক আলো বেশ মায়াবী ঠেকে। শীতকে কি বলব! এটাতো যেন মানুষের অন্তরের দ্বিচারিতা ও নিষ্ঠুরতার ঋতুভিত্তিক আদর্শ প্রতীক। শীত নিষ্ঠুর যেমন, তেমনি দ্বিচারী। একশ্রেণীর ধনিক ব্যক্তি যখন কম্বলের নিচে মুড়ি দিয়ে ভোরের মিথ্যে সৌন্দর্য দেখতে ব্যস্ত থাকে এক মগ গরম কফি হাতে, ঠিক তখনই কাছে কিংবা দূরে একজন পথশিশুর চলে দু'মুঠো খড় জ্বালানোর অকৃত্রিম-অসফল সংগ্রাম। শীত সহ্য করতে না পেরে হয়তো কতজনকে গুনতে হয় মৃত্যুর প্রহর। যেন ওরা মেনে নিয়েছে ঋতুবৈরিতার এই নিষ্ঠুর সত্যতা।

শীত মৃত্যুর ঈদ। জানি না, সবাই এভাবে খেয়াল করে কি-না! তবে জীবনের দেখা অনুযায়ী শীত এলেই যেন শুরু হয়ে যায় মৃত্যুর এ'লান। মাত্র ক'দিন আগে মসজিদে ছালাত শেষে শোনা গেল, জনৈক ব্যক্তি ওপারে চলে গেছেন। তারপর চারদিন হ'ল প্রিয় বন্ধু তন্ময়ের বাবা না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন। আমার নিজের বাবাকে মাটি চাঁপা দেবার মৌসুম ছিল শীত। রোগ-শোক যেন এই ঋতুকে ঘিরে রাখে। শীতার্ত হয়ে মৃত্যু অনেক দেখেছি। কিন্তু অন্য মৌসুমের প্রভাবে মৃত্যু আমার চোখে পড়েনি। হয়ত এমনিভাবে আমাদেরকেও চলে যেতে হবে কোন এক শীতে বা অন্য কোন ঋতুতে। তবে শীতের পরে যে বসন্ত আসে তা সকলের কামনার বস্তু। তাই তোমার মৃত্যু যদি শীত হয় তবে তোমার অবদান যেন হয় বসন্তের মত। তোমার চলে যাবার পর যেন পৃথিবী জুড়ে থেকে যায় তোমার গর্বিত পদচিহ্ন। তোমার সংস্কারে পৃথিবীতে বিরাজ করুক বসন্তের স্নিগ্ধতার ন্যায় উষ্ণ পবিত্রতা। এটুকুই কামনা করি।

বসন্ত এসেছে ধরায় : শীতের হিমপর্দায় মৃত্যুর ঈদ পালন শেষে পৃথিবীতে নেমে আসে যেন রঙ। গুল্ম লতার বাহারী রূপ মানুষের চোখ জুড়িয়ে দেয়, মুখে ফোটায় মুচকি হাসি, অন্তরে আনে স্নিগ্ধতা। শীতের শেষে ন্যাড়া গাছগুলোতে বসন্ত গজিয়ে দেয় সবুজ সতেজতার চুল। কচি কচি নতুন পাতা দেখতেই আনন্দ লাগে। ফুলেল সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে কখনো অপলক চেয়ে থাকি কুঞ্জপানে। বন-বাদাড়ে নতুন জাতের ফুলের বিশ্লেষণে চোখ সরু হয়ে আসে। কপাল হয় কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত। প্রকৃতি তার ঘ্রাণ ছড়িয়ে দেয় গ্রামের সবখান থেকে শুরু করে শহরের কংক্রিটের দালানের অলিগলি পথ পর্যন্ত।

বসন্ত সকলের প্রিয় ঋতু, যেমন এক স্নিগ্ধ পবিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তি সবার কাছে প্রিয়। মানুষের অন্তরে গ্রীষ্মের তাপদাহ, বর্ষার বজ্রধ্বনি না হয় শরৎ-হেমন্তের সফেদ অর্জনমুখিতা কিংবা শীতের নিষ্ঠুর-শীতলতা থাকতে পারে। তবে একজন মানুষের অন্তরে যত যাই থাকুক, যখন তাতে প্রবেশ করে তাক্বওয়া ও ঈমানের স্বাদ নামক বসন্ত ঋতু, ঠিক তখনই সব দ্বেষ-অনাচার ভুলে মানুষ তাকে উষ্ণ-আলিঙ্গনে স্থান দেয় হৃদঅন্তরালে। ফুলের গাছের প্রথম কলি কেমন ছিল তা মানুষ চিন্তাধারায় বিশ্লেষণ করে না, বরং ফুলেল সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করে। এতটা পথ পাড়ি দিতে তার গায়ে কতটা কদর্য লেগেছে তা কেউ ভেবে দেখে না।

হে মানুষ! ধরায় বসন্ত এসে গেছে। এই বসন্ত শিক্ষা দেবে অনেক কিছু। তার স্নিগ্ধতা জানান দেবে আমাদের স্নিগ্ধ হ'তে। শেখাবে নিজেকে তাক্বওয়ার চাদরে জড়াতে। বসন্তের নতুন গজানো পাতা-ফুল অন্তরের নব-উদ্যমে ফিরিয়ে আনা দ্বীনের মাধ্যমে নতুন চেতনায় আমাদের বাঁচতে শেখাবে। আপনি নিজ অন্তর ফুলেল মোহনায় মুক্ত করে দিন। প্রাণ খুলে মানুষকে ভালবাসুন। ধরায় যে বসন্ত এসেছে, তা আজ সাদরে গ্রহণ করুন, একপশলা স্নিগ্ধতার মোহনীয় চাদরে নিজেকে জড়িয়ে নিন।

অসমাপ্ত সমাপ্তি : জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ গভীর চিন্তার দাবী রাখে। সবকিছুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে এমন এমন তথ্য, যা কল্পনাতীত। হঠাৎ মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান সেই লুক্কায়িত বোধের ছন্দবিন্যাসে ধরে ফেলে এবং অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগায়। তেমনি হঠাৎ এক পড়ন্ত শীতের হিমেল গোধূলি বেলায় নিঃশব্দ চিন্তার আড় আমার কাছে ধরা পড়ে, ঋতুবৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যে অবগুণ্ঠিত বিচিত্র জীবনবোধ। নিজের ক্ষুদ্র চিন্তামানসে যতটুকু ধরা পড়েছে, তা দিয়েই এই লেখাটির মন না-ভরা সমাপ্তি টানছি। হে জীবন! তোমার চারপাশের পৃথিবীকে আনমনে বিশ্লেষণ করো। জীবনের সাথে মিল খুঁজে দেখ। আসল-নকল আলাদা করে মেনে নাও মহাসত্যের বোধটুকু। কৃত্রিমতাকে ছুঁড়ে দাও নোংরা নর্দমায়। হে প্রভু! তোমার প্রতিটি সৃষ্টির অন্তর্নিহিত জীবনকে অনুভব করে তোমার ইবাদতে মশগূল হয়ে তোমার খালেছ বান্দা হবার তাওফীক দাও-আমীন!

মুসলমানদের সাইপ্রাস বিজয়

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ*

ইউরোপ মহাদেশের ছোট্ট একটি দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাস। এটি ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলোর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম দ্বীপ। সাইপ্রাসের পশ্চিমে গ্রিস, পূর্বে লেবানন, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, উত্তরে তুরস্ক এবং দক্ষিণে মিসর অবস্থিত। ক্ষুদ্র আয়তনের এই দেশটি মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত। যার চতুর্দিকে সমুদ্রের নীলাভ স্বচ্ছ পানিরাশি, বিস্তৃত সৈকত, পাহাড়-পর্বত আচ্ছাদিত মনোহর চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি দেশটিকে অনন্য মহিমায় শোভিত করেছে।

মুসলমানদের স্বর্ণযুগেই সাইপ্রাসে বিজয় কেতন উড্ডীন হয়। কেননা এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, 'আমার উম্মতের প্রথম সেনাবাহিনী যারা সমুদ্র অভিযানে অংশগ্রহণ করবে, তারা জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিবে'।[১] সমুদ্র অভিযান বিষয়ে ছাহাবীদের মধ্যে সিরীয় গভর্নর হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন। তিনি দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে সমুদ্র অভিযানের অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) তাতে সম্মত ছিলেন না। একবার চিঠিতে মু'আবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস অভিযান সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সিরিয়ার হোমসের একটি গ্রাম থেকে সাইপ্রাসের কুকুরের হাঁক আর মোরগের ডাক শোনা যায়। এতে ওমর (রাঃ) প্রভাবিত হয়ে যান'।[২] তিনি মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর কাছে সমুদ্র অভিযান বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ চেয়ে চিঠি লেখেন। তাঁর বিবরণের ভিত্তিতে ওমর (রাঃ) মুসলিম সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার আশঙ্কায় অনুমতি না দিয়ে মু'আবিয়া (রাঃ)-কে কড়াভাবে নিষেধ করে দেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! রোম সাগরের বিশাল তিমির চেয়ে একজন মুসলিমের জীবন আমার কাছে অধিক প্রিয়। সুতরাং আমাকে বিরক্ত করবেন না...'।[৩] হযরত ওমরের শাহাদাতের পর তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর যামানায় মু'আবিয়া (রাঃ) বারবার অভিযানের অনুমতি প্রার্থনা করতে থাকায় পরিশেষে তিনি আবেদন গ্রহণ করেন এবং শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করেন।

২৭-২৮ হিজরীতে মু'আবিয়া (রাঃ) নৌবাহিনী গঠন করে তৎকালীন 'কুবরুছ' (قبرص) দ্বীপ তথা বর্তমান সাইপ্রাসে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ), আবু যর গিফারী (রাঃ), উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাঃ), মিক্বদাদ (রাঃ) এবং শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ)-এর ন্যায় বিশিষ্ট ছাহাবীগণ অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে একমাত্র মহিলা ছাহাবী উম্মে হারাম শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাটাও রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এ সম্পর্কে উম্মে হারাম নিজেই বলেন, 'একদা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমার ঘরে ঘুমিয়েছিলেন (ইনি রাসূলের মাহরাম ছিলেন)। অতঃপর জেগে উঠে মুচকি হাসতে লাগলনে। আমি বললাম, আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন, আমার উম্মতের এমন কিছু লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হ'ল যারা এই নীল সমুদ্রে আরোহণ করছে, যেমন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করে। উম্মে হারাম (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তাঁর জন্য দো'আ করলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার ঘুমিয়ে গেলেন এবং আগের মতই করলেন। উম্মে হারাম (রাঃ) আগের মতই বললেন এবং রাসূল (ছাঃ) আগের মতই জবাব দিলেন। উম্মে হারাম (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অর্ন্তভুক্ত করেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি প্রথম দলের অর্ন্তভুক্ত থাকবে'। এই প্রথম দলটিই মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাইপ্রাস বিজয়ী নৌবাহিনী ছিল। যাদের সাথে যুদ্ধ করে ফেরার পথে সিরিয়ার কোন একটি স্থানে উম্মে হারাম (রাঃ) খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে ঘাড় মটকে শাহাদাত বরণ করেন।[৪] তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। হাদীছে উম্মে হারামের মৃত্যুবরণের স্থান ও সময়ের ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা থাকলেও ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। কেউ লিখেছেন, উম্মে হারাম সাইপ্রাসে পৌঁছে যুদ্ধ শেষে ফেরার সময় মারা যান এবং সেখানেই সমাহিত হন। আবার কেউ লিখেছেন, সাইপ্রাসে পৌঁছে জাহায থেকে নেমে বাহনে চড়ার সময় বাহন হোঁচট খেয়ে তাঁকে ফেলে দিলে তিনি মারা যান। তাঁকে সেখানে দাফন করা হয় এবং তাঁর কবরটি 'পুণ্যাত্মা নারীর কবর' হিসাবে সাইপ্রাসে প্রসিদ্ধ।[৫] ১৮ শতকে অটোম্যানরা এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে 'হালা সুলতান টেক্কে' নামকরণ করে। এ স্থানের কবরের প্রকৃত সত্য আল্লাহ্ই সর্বাধিক অবগত।

সাইপ্রাস তখন বাইজেন্টাইন রোমকদের অধীনস্ত ছিল। তারা সাইপ্রাসকে তাদের সেনাঘাটি হিসাবে ব্যবহার করত। মু'আবিয়া (রাঃ) আক্রমণ করলে দ্বীপবাসী বাইজেন্টাইনদের সাহায্য না পেয়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি চুক্তি করে। ফলে ইসলামী সাম্রাজ্য সর্বপ্রথম ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে। উল্লেখ্য যে, রোমক নেতা 'দ্যা গ্রেট কন্সট্যান্টাইন' (মৃ. ৩৩৭ খৃ.) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর রোমান সাম্রাজ্যকে পূর্ব দিকে বিস্তৃত করেন। তিনি রোম থেকে রাজধানীকে সরিয়ে কনস্টান্টিনোপলে (বর্তমান ইস্তাম্বুল, তুরস্ক) স্থাপন করেন। মূলত তার

*শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
১. বুখারী হা/২৯২৪; হাকেম হা/৮৬৬৮; সিলসিলা ছহীহহা হা/২৬৮।
২. তারিখুত ত্বাবারী, ৪/২৫৭।
৩. ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২/৪৬৯।
৪. বুখারী হা/২৭৯৯; মুসলিম হা/১৯১২; নাসাঈ হা/৩১৭২।
৫. আল-বালাযুরী, ফুতুহুল বুলদান, ১/১৫৪; আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২/৪৭০।

www.at-tahreek.com

নামানুসারে একে কনস্টান্টিনোপল বলা হ'ত। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পেতে থাকলে রোমানদের পতন ঘটতে থাকে।

জেরুযালেম, সিরিয়া, ইস্কান্দারিয়া (মিসর) মুসলমানদের হস্ত গত হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় রোমান সম্রাট ছিলেন হিরাক্লিয়াস (মৃ. ৬৪১ খৃ.)। তিনি মিসরকে নিজ সাম্রাজ্যের প্রদেশ মনে করে খুবই গুরুত্ব দিতেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়ে ছাহাবী আমর ইবনুল আছ (রাঃ) ইস্কান্দারিয়া জয় করেন। তার কিছুকাল পরেই হিরাক্লিয়াস মারা যান। তার ছেলে হিরাক্লিয়াস কন্সট্যান্টাইন (মৃ. ৬৪১ খৃ.) মুসলমানদের হটিয়ে আবার ইস্কান্দারিয়া পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করে পরাজিত হন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলীফার যামানা মিলিয়ে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) রোমানদের কাছ থেকে ৩ বার ইস্কান্দারিয়া অধিকার করেন। সর্বশেষ হযরত ওছমান (রাঃ)-এর যামানায় হিরাক্লিয়াস কন্সট্যান্টাইনের ছেলে দ্বিতীয় কনস্টান্স (মৃ. ৬৬৮ খৃ) কনস্টান্টিনোপল থেকে সমুদ্র পথে ইস্কান্দারিয়া আক্রমণ করলে আব্দুল্লাহ বিন নাফি' (রাঃ) প্রতিহত করেন। সে তখন পালিয়ে সাইপ্রাসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাকে অনুসরণ করে মুসলিম বাহিনী সাইপ্রাসে পৌঁছায়। ঠিক সেই সময় বাইজেন্টাইনদের কাছ থেকে সাইপ্রাস অধিকারের জন্য মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সিরীয় নৌবাহিনী উপস্থিত হয়। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মুসলমানগণ সাইপ্রাস অধিকার করেন। এখানেও কনস্টান্স মুসলমানগণের মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারেননি। তাই অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে পৌঁছান এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অপর বর্ণনা মতে, সাইপ্রাসবাসীরা মুসলমানদের কাছে বার বার পরাজিত হ'তে দেখে কনস্টান্সকে গোসলরত অবস্থায় হত্যা করে।[৬]

অপর একটি বর্ণনা মতে, চুক্তির কয়েক বছর যেতে না যেতেই সাইপ্রাসবাসী সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করে। এতে মু'আবিয়া (রাঃ) রাগান্বিত হয়ে পুনরায় ৩৩ অথবা ৩৫ হিজরীতে ৫০০ যুদ্ধ জাহায নিয়ে আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে সেনাধ্যক্ষ হিসাবে নেতৃত্ব দেন আব্দুল্লাহ বিন কায়স আল-জাসী (রাঃ)। অপরদিকে মিসরের তৎকালীন গভর্ণর আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবু সারাহ (রাঃ) মিসর থেকে আরেকটি সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের সাথে মিলিত হন। উভয়ের আক্রমণে পরাজিত দ্বীপবাসী এবারেও বাইজেন্টাইনদের সাহায্য না পেয়ে বার্ষিক ৭ হাযার দীনার কর মুসলমানদের এবং রোমানদের দেওয়ার বিনিময়ে সন্ধি চুক্তি করে। মু'আবিয়া (রাঃ) দ্বীপের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য সেখানে ১২ হাযার সৈন্য রেখে আসেন। তাদেরকে সরকারীভাবে খাদ্যসামগ্রী ও ভাতা প্রদান করেন। পার্শ্ববর্তী দেশ লেবাননের বা'লাবাক শহর থেকে বাসিন্দাদের সাইপ্রাসে এনে আবাসনের ব্যবস্থা করেন। সেখানে একটি নতুন শহর গড়ে উঠে এবং একটি মসজিদও নির্মাণ করা হয়।[৭]

বর্ণিত সমুদয় ঘটনাবলীতে ঐতিহাসিকগণ মতভেদ করে ২৮ অথবা ৩৩ হিজরীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যাইহোক, পরবর্তীতে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকগণ সাইপ্রাসকে তাদের খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করে শাসন করেন। আব্বাসীয় খলীফা হারূনূর রশীদ (মৃ. ৮০৯ হি.)-এর সময়ে সাইপ্রাসবাসীরা বিদ্রোহ করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয় এবং অনেককে বন্দী করা হয়। পরে তারা মুসলিমদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়।[৮]

সাইপ্রাস শুধুমাত্র করের বিনিময়ে মুসলমানদের দখলে থাকে বিধায় সেখানে পূর্ণ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে ১৩শ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপীয়রা নৌশক্তি অর্জন করলে মুসলমানরা ভূমধ্যসাগরের নিয়ন্ত্রণ হারায়। ১৪শ থেকে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে নৌশক্তি বলে ধীরে ধীরে সাইপ্রাসসহ ভূমধ্যসাগর খ্রিষ্টানদের দখলে চলে যায়। ভেনিসীয় ক্যাথলিকরা সাইপ্রাস শাসন করে। কিন্তু তারা স্থানীয় অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের অত্যাচার করতে থাকে। সে সময় তুরস্কের ওছমানীয় খেলাফতের সুলতান দ্বিতীয় সেলিম (মৃ. ১৫৭৪ খৃ.) তাদের এ নিপীড়নের হাত থেকে উদ্ধার করেন। মূলত ভেনিসীয়রা ভূমধ্যসাগরে হজ্জযাত্রী ও বণিকদের জাহায লুণ্ঠন করতে থাকায় সুলতান সেলিমের নির্দেশে লালা মোস্তফা পাশা (মৃ. ১৫৮০ খৃ.) ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে সাইপ্রাস দখল করেন। ফলে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, আনাতোলিয়ার বিরাট সংখ্যক অধিবাসীকে এখানে স্থানান্তর করা হয় এবং ওছমানীয়রা ৩০০ বছর সাইপ্রাস শাসন করে।

১৮৭৭-৭৮ সালে সুলতান আব্দুল হামীদ (মৃ. ১৯১৮ খৃ.)-এর শাসনকালে রাশিয়া-তুর্ক যুদ্ধে ওছমানীয়রা হেরে যাওয়ায় বার্লিন চুক্তির ভিত্তিতে দ্বীপটি ১৮৮২ সালে ব্রিটেন দখল করে নেয়। ১৯৬০ সালে ব্রিটিশরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় গ্রিস ও তুরস্ক ভবিষ্যতে সামরিক উদ্যোগ নিতে পারবে এমন এক বিধান রেখে সাইপ্রাসকে স্বাধীনতা প্রদান করে। এই সুযোগে ১৯৭৪ সালে গ্রিক সেনাবাহিনী সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সাইপ্রাসের দক্ষিণাংশ দখল করে এবং তুরস্কও সেনাবাহিনী মোতায়েন করে উত্তরাঞ্চলের ৩৫ শতাংশ দখল করে নেয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় বাফার জোনের মাধ্যমে সাইপ্রাসকে তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। বর্তমানে সাইপ্রাসের তুরস্ক অধিকৃত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে টার্কিশ এবং গ্রীক অধিকৃত খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ ৬৫ শতাংশকেই মূলত সাইপ্রাস বলা হয়। এভাবেই সাইপ্রাসে মুসলমানদের উত্থান ও পতন ঘটে।

---

৬. *মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস ১ম খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৮) পৃ. ৩৭৬-৭৭।*

৭. *ফুতুহুল বুলদান, ১/১৫৪; আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২/৪৬৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১৫৩।*

৮. *ফুতুহুল বুলদান, ১/১৫৫।*

শীতে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয়

শীতের সময় অসুখ-বিসুখ বাড়ে না; বরং কিছু কিছু রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তাই তীব্র শীত আসার আগেই কিছু রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে সতর্ক থাকা ভালো। প্রয়োজন কিছুটা বাড়তি সচেতনতা। শীতে প্রধানত বাড়ে শ্বাসতন্ত্রের রোগ। যদিও এসব রোগের প্রধান কারণ ভাইরাস। তবু তাপমাত্রার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। শীতে বাতাসের তাপমাত্রা কমার সঙ্গে আর্দ্রতাও কমে যায়, যা শ্বাসনালির স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়া বিঘ্নিত করে ভাইরাসের আক্রমণ সহজ করে। শুষ্ক আবহাওয়া বাতাসে ভাইরাস ছড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া ধুলাবালির পরিমাণ বেড়ে যায়। ঠাণ্ডা, শুষ্ক বাতাস হাঁপানি রোগীর শ্বাসনালি সরু করে দেয়, ফলে হাঁপানির টান বেড়ে যায়।

সর্দি-কাশি : শীতের শুরু ও শেষে বিশেষত ঋতু বদলে সাধারণ ঠাণ্ডাজনিত সর্দি-কাশি সবারই হয়ে থাকে। চিকিৎসকদের কাছে তা 'কমন কোল্ড' হিসাবে পরিচিত। দুইশ'র অধিক ভিন্ন ভিন্ন ভাইরাস সর্দি-জ্বরে ভোগাতে পারে। এই রোগের শুরুতে গলা ব্যথা করে, গলায় খুসখুস ভাব ও শুকনা কাশি দেখা দেয়, নাক বন্ধ হয়ে যায়, নাক দিয়ে অনবরত পানি ঝরতে থাকে এবং ঘন ঘন হাঁচি আসে।

হালকা জ্বর, শরীর ব্যথা, মাথাব্যথা, শরীর ম্যাজম্যাজ করা, দুর্বল লাগা ও ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। এই রোগ এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কাশি কয়েক সপ্তাহ থাকতে পারে।

মধু, কালোজিরা, আদা চা, লেবু চা এই সময় উপকারী। সর্দি ও কাশির সমস্যা বেশী হ'লে আর রাতে কফ বাড়লে গরম পানির সঙ্গে মধু মিশিয়ে খান। এতে আরাম পাবেন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে হবে এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা : শীতে ইনফ্লুয়েঞ্জাও বেশী মাত্রায় দেখা যায়। এই রোগ মূলত ভাইরাসজনিত। ঠাণ্ডার অন্যান্য উপসর্গ ছাড়াও এই রোগের ক্ষেত্রে জ্বর ও কাশি খুব বেশী হয় এবং শ্বাসকষ্ট হ'তে পারে। সর্দি-কাশি-জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধে করণীয় হ'ল সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত হ'লে অন্যদের সঙ্গে, বিশেষ করে শিশুদের সঙ্গে মেলামেশায় সতর্কতা অবলম্বন করা।

হাঁচি দেওয়ার সময় বা নাকের পানি মুছতে রুমাল বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করা। রোগীর ব্যবহৃত রুমাল বা গামছা অন্যদের ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা। যেখানে সেখানে কফ, থুথু বা নাকের শ্লেষ্মা ফেলা থেকে বিরত থাকা।

স্বাস্থ্যকর, খোলামেলা, শুষ্ক পরিবেশে বসবাস করতে হবে। প্রয়োজনমতো গরম কাপড় পরতে হবে, বিশেষ করে তীব্র শীতের সময় কানঢাকা টুপি এবং গলায় মাফলার ব্যবহার করুন। তাজা, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন, যা দেহকে সতেজ রাখবে এবং রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করবে।

নিউমোনিয়া : এটি একটি মারাত্মক অসুখ। এই রোগে সবচেয়ে বেশী ভোগান্তি হয় নবজাতক, শিশু, বৃদ্ধ, হাঁপানি রোগী ও ধূমপায়ীদের। পৃথিবীব্যাপী পাঁচ বছরের নিচের শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ নিউমোনিয়া। বাংলাদেশেও শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ এই রোগ। যদিও এটি প্রতিরোধযোগ্য এবং চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময়যোগ্য একটি রোগ, তথাপিও মৃদু বা হালকা নিউমোনিয়া থেকে জীবনহানিও হ'তে পারে।

নিউমোনিয়া থেকে বাঁচতে করণীয় হ'ল- সবসময় সঠিকভাবে শিশুর যত্ন নেওয়া। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। শীত উপযোগী হালকা ও নরম গরম কাপড় ব্যবহার করা। সহনীয় গরম পানিতে শিশুর শরীর ধুয়ে দেওয়া। অসুস্থ লোক, বিশেষ করে হাঁচি-কাশিতে আক্রান্ত লোকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা। সুস্থ শিশুকে সর্দি-কাশি, ব্রংকিওলাইটিস, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুর কাছে যেতে না দেয়া। শিশুর সামনে বড়দের হাঁচি-কাশি না দেওয়া বা মুখে রুমাল বা কাপড় ব্যবহার করার অভ্যাস করা।

সবসময় নাক পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করুন। চুলার ধোঁয়া, মশার কয়েল ও সিগারেটের ধোঁয়া থেকে দূরে রাখুন। সুষম ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়ান। ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করতে পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন।

অ্যাজমা : হাঁপানি বা অ্যাজমা জাতীয় শ্বাসকষ্টের রোগ শুধু শীতকালীন রোগ নয়, তবে শীতের প্রকোপে অনেকাংশে এ রোগ বেড়ে যায়। অ্যাজমা একবার হ'লে এর ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হয় সারা জীবন। তবে অ্যাজমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে জটিলতা বা ঝুঁকি থাকে না বললেই চলে।

এজন্য কিছু করণীয় হ'ল- অ্যাজমার রোগীরা শীতে পর্যাপ্ত গরম জামা -কাপড় পরিধান করুন। ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করুন। বিশেষ করে শোবার ঘর উষ্ণ রাখার চেষ্টা করুন। অ্যাজমার ট্রিগারগুলো জেনে সতর্কভাবে চলুন। শীতের আগেই চিকিৎসক দেখিয়ে ইনহেলার বা অন্যান্য ওষুধের ডোজ সমন্বয় করে নিন।

শীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী রাখতে করণীয় : মূলজাতীয় সবজি এক্ষেত্রে ভালো কার্যকর। বিট, মিষ্টি আলু, গাজর, শালগমের মতো নানা সবজি শীতে আপনাকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে। এসব সবজিতে থাকা ভিটামিন ও নানা পুষ্টি উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে। শীতের সময় বেশী করে টকজাতীয় ফল খেতে পারেন। কমলা, বরই, পেয়ারা ভিটামিন সির দারুণ উৎস হ'তে পারে।

ত্বক ভাল রাখার জন্য প্রয়োজন ফ্যাটি এসিড। বাদাম, মাছ এই ধরনের খাবার বেশী করে খান। ব্যালেন্সড ডায়েট মেনে চলুন। এছাড়া মাছের সঙ্গে শিম যুক্ত করে খেতে পারেন। এই শীতে নিয়মিত শিম খেলে ত্বকও ভাল থাকবে। খেতে পারেন পুষ্টিকর পালংশাকও। পালংশাক ত্বক ও চুলের জন্য উপকারী। অতিরিক্ত ওযনও কমায়। এই সবজি শীতে আমাদের শরীরকে হাইড্রেট রাখতেও সহায়তা করে।

॥ সংকলিত ॥

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী আব্দুল আজিজ-আফিয়া মহিলা মাদ্রাসা, কুমিল্লা

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে হিফযুল কুরআন বিভাগ সহ শিশু শ্রেণী হ'তে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে।

ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর ২০২৪।
ভর্তি শুরু : ২১ ডিসেম্বর ২০২৪।
ক্লাস শুরু : ৫ই জানুয়ারী ২০২৫।

-------- **সার্বিক যোগাযোগ** --------

কোরপাই বাজার সংলগ্ন (হাইওয়ের উত্তর পাড়), কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা। মোবাইল : ০১৯১৩-০৫৬২১৯, ০১৭৪৭-১৫৬৪৫২, ০১৬৮৮-৮১৫৪২০

কবিতা

হক কথা

-মুহাম্মাদ মুহসিন আলী
বড়গাছী, পদ্মপুকুর, রাজশাহী।

জীবন বিধান মোদের আল-কুরআন
হাদীছের বাণী সে তো সদা অম্লান।
সত্য-মিথ্যা এরা যেন দুই ভাই
কুরআন-হাদীছে মিথ্যার ঠাঁই নাই।
যঈফ-জাল হাদীছ অনেকেই মানে
কোন কাজে আসবে না যদিও বা জানে।
শিরক-বিদ'আতে আকণ্ঠ আছে ডুবে,
জানি না, কবে হিদায়াত তারা পাবে।
কেউ বা মুরীদ হয় মরা পীর ধরে
কবরের পাশে গিয়ে সিজদাও করে।
এগুলো বাতিল ফিরে এসো সত্যে,
ভাল কিছু পেতে ভবের এই মর্তে।

দৃপ্ত কণ্ঠস্বর

-মুনতাহিম আহমাদ আদীব
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আমরা নবীন, আমরা তরুণ, শক্তি মোরা আগামীর,
ন্যায়ের মশাল জ্বালি মোরা, উড়াই নিশান অহি-র॥
দিগ্বিদিক দামামা বাজিয়ে সামনে চলি জওয়ান-বীর,
আল্লাহ ছাড়া অন্যের তরে নত করি না মোদের শির॥
শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মোদের রাহবার,
তাঁর চেতনা আগলে রেখে হবই হব দুর্বার॥
কুরআন মোদের সংবিধান, সুন্নাহ মোদের চলার পথ
এই দু'টিকে আগলে রেখে ছেড়েছি সব বাতিল মত॥
স্বচ্ছ মনে দৃপ্ত প্রাণে করেছি মোরা আজকে পণ,
দ্বীনের তরে সংগ্রাম মোরা করেই যাব আমরণ॥
মোদের দৃপ্ত পদচারণায় বাতিল পালাক দূর-সুদূর,
ঘৃণ্য ত্বাগূতের স্থান হোক ইতিহাসের আস্তাকুঁড়॥
কেবল প্রভু তোমার কাছেই চাইছি মোরা বারংবার,
আমাদের কণ্ঠ-কলম করুক মানব-সমাজ সংস্কার॥

ভয়াবহ বন্যা

-হাবীবুর রহমান মাহফুয
৯ম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদ্রাসা, রাজশাহী।

ফেনী, কুমিল্লা, বিভিন্ন যেলায় বন্যা দেখা দিল,
ধনী, কাঙাল সকলের মুখের হাসি কেড়ে নিল।
মাঠ-ঘাট আর বাড়ি-ঘর, পানির নিচে ঠাঁই
লাখো আদম দুর্বিপাকে যাওয়ার জায়গা নাই।
খাওয়ার মত কিছুই নেই, দুর্বিসহ ক্ষণ
শিশুর জন্য কেঁদে মরে মা-জননীর মন।
নতুন ধানে ভরবে গোলা ছিল মুখে হাসি
ধানের মাঠ ডুবিয়ে দিল বন্যা সর্বনাশী।

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মোবাইল : ০১৭১১-১৬১২৮৩, ০১৭৭৬-৫৬৩৬৫৭
মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম এম.এম. (এম.এ), খুলনা
ব্যবস্থাপনায়
ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫০৮।
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহ বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
খুলনা অফিস : ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস, ১৪ হেলাতলা মসজিদ রোড, খুলনা।
ফোন নং ০৪১-৭২২২৩১, মোবাইল : ০১৭১১-২১৭২৮৮

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।
ক্লাস শুরু ১১ই জানুয়ারী'২৫ শনিবার
ভর্তি শুরু : ১লা জানুয়ারী থেকে ১০ই জানুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ শিশু শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত।
বৈশিষ্ট্য সমূহ
বালক শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক ছাত্রদের শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
- ইয়াতীম ছাত্রদের যাবতীয় সকল খরচ ফ্রী।
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, বাগেরহাট
কালদিয়া, গোটাপাড়া, বাগেরহাট। যোগাযোগ : ০১৭৩১৩৩০১১১, ০১৩১৩৫৯১৯৪০, ০১৭১৬৯৫৪১৫৯

স্বদেশ

দেশে সাড়ে তিন কোটির অধিক শিশুর রক্তে বিপজ্জনক মাত্রায় সিসা

সিসাদূষণে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। বর্তমানে দেশে সাড়ে তিন কোটির অধিক শিশুর রক্তে বিপজ্জনক মাত্রায় সিসার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এতে উদ্বেগ প্রকাশ করে সিসামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কৌশল প্রণয়নে সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে ইউনিসেফ।

ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ারস বলেন, সাধারণত ভারী ধাতু বিশেষ করে সিসা প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের ওপর বেশী প্রভাব ফেলে। এই ক্ষতি চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। দুর্ভাগ্যবশত শিশুদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বিকাশের সময়সীমা কমে যায় এবং প্রায় সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে হৃদরোগ দেখা দেয়, আর গর্ভবতী নারীদের অনাগত শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সুস্পষ্ট আইন ও সঠিক পদক্ষেপ দ্বারা এই দূষণ প্রতিরোধযোগ্য।

গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর এবং (আইসিডিডিআরবি) সঙ্গে মিলে ইউনিসেফ কয়েকটি যেলায় ৯৮০ জন এবং ঢাকায় ৫০০ শিশুকে পরীক্ষা করে সবার রক্তে সিসার উপস্থিতি পেয়েছে। এসব নমুনার মধ্যে চার যেলায় ৪০% এবং ঢাকায় ৮০% নমুনায় প্রতি ডেসিলিটার রক্তে পাঁচ মাইক্রোগ্রামের বেশী সিসা পাওয়া যায়।

শিশুদের রক্তে সিসার উৎস হ'ল ব্যাটারিচালিত রিকশা ও সোলার প্যানেলের ব্যাটারি। এসব ব্যাটারি মেয়াদ শেষে নষ্ট হ'লে তা পুড়িয়ে সেখান থেকে সিসা বের করে নতুন করে ব্যাটারিতে ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে কিছু সিসা বের হয়ে প্রকৃতিতে মিশে যায়। যা আবার খাবারের সঙ্গে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এছাড়া দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন পরিবেশে ভারী ধাতুর দূষণ বাড়ার কারণে শিশুদের বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসার ঝুঁকি বেড়ে চলেছে।

বিদেশ

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'লেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। চার বছর আগে হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর তার এ ফিরে আসা যুক্তরাষ্ট্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। যা দেশটির গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্প প্রয়োজনীয় ২৭০ ভোটের স্থলে ৩১২টি এবং কমলা মোট ২২৬ টি ইলেক্টোরাল ভোট পেয়েছেন। এছাড়া পপুলার ভোটেও তিনি প্রায় ২৭ লাখ ভোটে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের চেয়ে এগিয়ে আছেন।

দু'বার অভিশংসিত এবং একাধিক ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হ'লেও কম জনসমর্থনের মধ্যেই ট্রাম্প এ বিজয় অর্জন করেছেন। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি ফৌজদারি মামলা কাঁধে নিয়ে প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেবেন। তার বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলা চলমান। তার এ জয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন নীতি, ইউক্রেন যুদ্ধ, কর ব্যবস্থা এবং অভিবাসন নীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা যে ট্রাম্পকে ফাইভ-সিক্সের বাচ্চাদের মতো বলে মন্তব্য করেছেন; যিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে আগের ৪ বছরে ৩০ হাযার ৫৭৩টি মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন; যার কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও ক্ষমতার দাপট বিশ্ববাসীকে রীতিমতো ত্যক্ত-বিরক্ত করে আসছে। যিনি আদালতে দোষী সাব্যস্ত একজন অপরাধী, সুষ্ঠু নির্বাচনের গণরায় অমান্যকারী, দাঙ্গার উসকানিদাতা, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, যৌন হয়রানির অভিযোগে অভিযুক্ত, নারীবিদ্বেষী কিংবা বর্ণবাদী এসব নেতিবাচক পাবলিক ইমেজ তাকে নির্বাচিত হওয়া থেকে থামাতে পারেনি। তার এ প্রত্যাবর্তনে অধিকাংশ জাতিরাষ্ট্র বিচলিত ও উদ্বিগ্ন। কিন্তু কারও কিছু করার নেই। এটিই আজকের বিশ্বের ঘাড়ে চেপে বসা এক অদ্ভুত অসহায়ত্ব।

বিশ্বে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ৮০ কোটির বেশী মানুষ

সারা বিশ্বে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ৮০ কোটির বেশী প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। আগের হিসাবের তুলনায় যা প্রায় দ্বিগুণ। এর মধ্যে আবার চিকিৎসা নিচ্ছেন না ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ৩০ বছর বয়সী রোগীদের অর্ধেকের বেশী। ল্যানসেট সাময়িকীতে প্রকাশিত নতুন এক গবেষণা প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২২ সালে সারা বিশ্বে ১৮ কিংবা তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে প্রায় ৮২ কোটি ৮০ লাখ ডায়াবেটিস রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। তারা ডায়াবেটিসের টাইপ-১ কিংবা টাইপ-২ ধরনে আক্রান্ত।

ডায়াবেটিস হ'ল রক্তের শর্করার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি দীর্ঘস্থায়ী বিপাকীয় রোগ। এর চিকিৎসা না নেওয়া হ'লে হৃৎপিণ্ড, রক্তনালি, স্নায়ু ও অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হ'তে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আগের এক হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪২ কোটি ২০ লাখ। গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৯০ সাল থেকে বিশ্বে ডায়াবেটিসের হার ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ শতাংশে। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে আক্রান্তের হার বাড়ার প্রবণতা বেশী দেখা গেছে।

যৌথভাবে গবেষণাটি করেছে এনসিডি রিস্ক ফ্যাক্টর কোলাবোরেশন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এক হাযারের বেশী গবেষণার ওপর ভিত্তি করে নতুন গবেষণাটি করা হয়েছে। এই এক হাযারের বেশী গবেষণায় কোন না কোনভাবে ১৪ কোটির বেশী মানুষ জড়িত ছিলেন।

মুসলিম জাহান

সঊদী আরবে রক্তমূল্য ছাড়াই ছেলের হত্যাকারীকে ক্ষমা করলেন এক পিতা

সঊদী আরবে রক্তের বিনিময় গ্রহণ না করেই ছেলের হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন পিতা মুহাম্মাদ বিন সাগাহ। দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ আসিরের বেসার এলাকায় এক সভায় ছেলের হত্যাকারীকে ক্ষমার ঘোষণা দেন তিনি। ক্ষমা করার সময় তিনি বলেন, শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আল্লাহ্র শপথ, রক্তমূল্য হিসাবে আমি এক রিয়ালও গ্রহণ করব না।

দেশটিতে হত্যার ঘটনায় রক্তমূল্য নিয়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার আইন রয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সঊদীতে সাজাপ্রাপ্ত হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছরই আরেক পিতা তার ছেলের হত্যাকারীকে বিচারের শেষ মুহূর্তে গিয়ে ক্ষমা করে দেন।

স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মত বাংলাদেশের বন্দরে পাকিস্তানী পণ্যবাহী জাহায

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর প্রথম কোন পণ্যবাহী জাহায পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে এসেছে। এ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। গত ১৩ই নভেম্বর বুধবার পাকিস্তানের করাচী বন্দর থেকে একটি পণ্যবাহী জাহায ৩০০টির বেশী কন্টেইনার নিয়ে সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে।

এ সময় উপস্থিত বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ বলেন, এটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে একটি প্রধান পদক্ষেপ। এই নতুন রুটটি সাপ্লাই চেইনকে স্ট্রিমলাইন করবে, ট্রানজিট সময় কমিয়ে দেবে এবং উভয় দেশের জন্য নতুন ব্যবসার সুযোগ খুলে দেবে। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি সামুদ্রিক যোগাযোগ চালুর বিষয়টিকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ককে মসৃণ করার একটি প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা হচ্ছে।

একজন ভারতীয় পর্যবেক্ষক বলেছেন, ড. ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ একটি রিসেট মুডে আছে এবং তাদের অগ্রাধিকার গুলোর মধ্যে একটি মনে হচ্ছে, ভারত থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখা এবং পাকিস্তানের আরও বেশী কাছাকাছি হওয়া। তিনি বলেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্বের কারণে আমাদের উদ্বেগ এই অঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ে।

এরই মধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক নৌ মহড়া আমান ২০২৫-এ তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। এ নিয়ে একজন বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞ বলেন, এই প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশ যৌথ মহড়ায় অংশ নেবে। গত মাসে এই উদ্দেশ্যে একটি ফ্রিগেট পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এই বিষয়গুলো অবশ্যই ভারতকে উদ্বিগ্ন করতে পারে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বিশ্বে প্রথম এআই হাসপাতাল চালু করছে চীন

চীন স্বাস্থ্যখাতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে বিশ্বে প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই পরিচালিত হাসপাতাল চালু করছে। হাসপাতালটির নাম 'এজেন্ট হাসপাতাল'। বেইজিংয়ে চালু হ'তে যাওয়া এই ভার্চুয়াল হাসপাতালটি ১৪ জন এআই চিকিৎসক ও ৪ জন ভার্চুয়াল নার্সের মাধ্যমে রোগী সেবা নিশ্চিত করবে। গবেষকরা আশা করছেন, চীনের কিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের ডিজাইন করা এজেন্ট হাসপাতালটি প্রচলিত হাসপাতালের ধারণাকে বদলে দেবে। কারণ এআই হাসপাতালের মাধ্যমে চিকিৎসা হবে দ্রুত, সহজলভ্য এবং কার্যকর। ফলে একজন মানব চিকিৎসকের জন্য যে পরিমাণ রোগীর সেবা দিতে দু'বছর সময় লাগবে, একজন এআই চিকিৎসক তা কয়েকদিনে দিতে সক্ষম হবে।

এজেন্ট হাসপাতাল চালুর আগে এআই চিকিৎসকদের দক্ষতা যাচাইয়ে তাদেরকে ইউএস মেডিকেল লাইসেন্স পরীক্ষার প্রশ্নের ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষায় এআই চিকিৎসকদের সাফল্যের হার ছিল ৯৩.০৬%, যা এআই চিকিৎসকদের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করে। এআইয়ের এই দক্ষতা মানব চিকিৎসকদের পরিপূরক হিসাবে উচ্চমানের চিকিৎসা সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

ভার্চুয়াল এই হাসপাতালে দ্রুত পরামর্শ, তাৎক্ষণিক রোগ নির্ণয় এবং ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে, যা রোগীর সেবার মান বাড়াবে। ফলে রোগীদের সেবা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা আরও সহজ ও আনন্দদায়ক হবে।

গবেষণার নেতৃত্বে থাকা লিউ ইয়াং এর মতে, এআই চিকিৎসকরা শুধুমাত্র দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের বাইরে গিয়ে সম্ভাব্য মহামারি পূর্বাভাসেও ভূমিকা রাখতে পারবে। এটি ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও সুরক্ষিত করবে।

দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ আলিম মাদ্রাসা
বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/ অনাবাসিক)
বাঁকাল (সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন), সাতক্ষীরা। মোবাইল : ০১৭২৮-৩২২৮৫৬, ০১৯১৮-৪৭৯০৮৭, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর'২৪ থেকে ৩রা জানুয়ারী'২৫ পর্যন্ত
ভর্তি পরীক্ষা : ৪ঠা জানুয়ারী ২০২৫, শনিবার সকাল ১০-টা।

বৈশিষ্ট্য সমূহ
- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড প্রণীত নিজস্ব সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষাদান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- শিক্ষার্থীদের জন্য নিজস্ব যানবাহনের সুব্যবস্থা।
- বক্তব্য উপস্থাপনা ও বিতর্ক কর্মশালা (ইছলাহুল বায়ান)।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং উন্নতমানের আবাসন ও খাওয়ার ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

অর্গানিক ফুড কর্ণার
পুষ্টিগুণে ভরপুর প্রাকৃতিক খেজুরের গুড়
১০০% খাঁটি

গুড়ের উপকারিতা সমূহ
- গুড়ে পর্যাপ্ত আয়রন আছে। এটি রক্তস্বল্পতা রোধে সাহায্য করে
- উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকলে খেতে পারেন
- হজমপ্রক্রিয়া উন্নত করতে সাহায্য করে
- লিভার পরিষ্কার করতে সাহায্য করে
- কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে

৪ কেজি একসাথে নিলে 'দো'আ শিক্ষা' বই ফ্রি

অর্ডার করুন ০১৭৪৪-৯১৪৮৪৬ ০১৫৬৮-১৮৩৪৫৬
ঠিকানা : মিযানুর রহমান
নওদাপাড়া, আম চত্বর, রাজশাহী

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

যেলা সম্মেলন : নীলফামারী (পূর্ব-পশ্চিম) ২০২৪

আহলেহাদীছ একটি পথের নাম

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

১লা নভেম্বর শুক্রবার স্টেডিয়াম ময়দান, জলঢাকা, নীলফামারী : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার জলঢাকা উপযেলাধীন জলঢাকা স্টেডিয়াম ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নীলফামারী-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আশাতীত জনগণের মহা সমাবেশে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি সূরা আন'আমের ৫০ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদের নিকট তাঁর নিজস্ব মনগড়া কোন কথা বলেননি। বরং তাঁর নিকট যে অহি-র বিধান এসেছে, তিনি তাই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমরা আপনাদের সেই একই দাওয়াত দিচ্ছি। তাই আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রচলিত কোন মাযহাবের নাম নয় বরং একটি পথের নাম। এটি সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে জীবন পরিচালনার আন্দোলন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'র চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলীল, পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুছ ছামাদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, জলঢাকা উপযেলার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মনোয়ার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আশরাফ আলী।

সম্মেলনে নীলফামারী-পূর্ব ও পশ্চিম ছাড়াও রংপুর পূর্ব-পশ্চিম, দিনাজপুর প্রভৃতি যেলা সমূহ থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যেলা সম্মেলন : লালমণিরহাট ২০২৪

সার্বিক জীবনে অহি-র বিধানের অনুসরণ করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

২রা নভেম্বর শনিবার কালেক্টরেট ময়দান, লালমণিরহাট : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা শহরের কালেক্টরেট ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হাযার হাযার জনতার উপচেপড়া যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা আহযাবের ৩৬ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, সার্বিক জীবনে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের অনুসরণ করে তারাই মুমিন। কুরআনের বিধান আগে, তারপর মানুষের বক্তব্য। সার্বিক জীবন তাওহীদ ও সুন্নাতের পথে চললেই সমাজ পরিবর্তন হবে ইনশাআল্লাহ। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন নীলফামারী-পশ্চিমের সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমান।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বক্তব্য শেষে হিন্দু যুবক উৎপল কুমার (২৫), গ্রাম ও পোঃ কাকিনা, উপযেলা : কালীগঞ্জ, যেলা : লালমণিরহাট তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আমীরে জামা'আত তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন আব্দুল্লাহ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, সাবেক কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও বর্তমান 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক, আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন, যুববিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আযীযুল ইসলাম, রংপুর-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুতীউর রহমান, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আব্দুল লতীফ, সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব, 'সোনামণি'র পরিচালক মুস্তাফীযুর রহমান প্রমুখ।

সম্মেলনে লালমণিরহাট ছাড়াও রংপুর পূর্ব-পশ্চিম, কুড়িগ্রাম উত্তর-দক্ষিণ, নীলফামারী পূর্ব-পশ্চিম প্রভৃতি যেলা সমূহ থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, সম্মেলনে মুছল্লীদের তৃষ্ণা দূর করার জন্য যেলার সদর থানাধীন গোশালা বাজারের মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন (৩৫) স্বেচ্ছায় পানি পান করানোর ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন-আমীন!

উল্লেখ্য যে, এ দিন লালমণিরহাট শহরের অধিকাংশ দোকান এবং মহিষখোচা বাজারের সকল দোকান-পাট বন্ধ ছিল।

সম্মেলন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে আদিতমারী উপযেলাধীন মহিষখোচায় গমন করেন। সেখানে তিনি যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মৃত মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ মাস্টারের কবর যিয়ারত করেন এবং তাঁর পরিবারের সার্বিক খোঁজ-খবর নেন ও তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত নছীহত করেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ হোসাইন চেয়ারম্যান ও তার ভাই মাওলানা জাহিদ হোসাইনের কবর যিয়ারত করেন। সেখান থেকে তিনি যেলার ঐতিহ্যবাহী চৌরাহা ইসলামিয়া মাদ্রাসায় গমন করেন এবং ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি মাদ্রাসার রাস্তা সংলগ্ন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

যেলা সম্মেলন : গাইবান্ধা-পূর্ব

সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সংগঠনকে মযবূত করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

৯ই নভেম্বর শনিবার শিমুলবাড়ী সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা ময়দান, সাঘাটা, গাইবান্ধা : অদ্য সকাল ১০-টা হ'তে যেলার সাঘাটা উপযেলাধীন শিমুলবাড়ী মা'হাদ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত লাখো জনতার উপচেপড়া যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সমবেত জনসমুদ্রের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা হামীম সাজদাহ্র ৩৩ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, নবী-রাসূলগণের পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য ছিল পথভোলা মানুষকে

আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনা। যিনি নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিবেন, মানুষকে আল্লাহ্র পথে সংগঠিত করবেন, তিনিই আল্লাহ্র প্রশংসিত পথে পরিচালিত বলে গণ্য হবেন।

তিনি শিমুলবাড়ীর স্মৃতিচারণ করে বলেন, এই মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য আমরা ২৮ বিঘা জমি ক্রয় করেছিলাম কুয়েতী দাতা সংস্থার মাধ্যমে। কিন্তু অনেকেই সেগুলি অন্যায়ভাবে ভোগ করছেন। যাদের কাছে এগুলো আছে, তারা মাদ্রাসাকে ফেরত দিন। নইলে আল্লাহ্র কাঠগড়ায় বাঁচতে পারবেন না।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা ফযলুর রহমান, যুববিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মশীউর রহমান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, নারায়ণগঞ্জ যেলার সাবেক সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ইউনুস, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুরাদ, গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান, রংপুর-পশ্চিম যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান ও গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন। এ দিন মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে সম্মেলন ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি মশীউর রহমান সাগর ও সাধারণ সম্পাদক বায়তুর রহমান আমীরে জামা'আতের প্রতিষ্ঠিত শিমুলবাড়ী মাদ্রাসার সুদীর্ঘ দ্বিতল ভবনের ছবি সম্বলিত ক্রেস্ট উপহার দেন।

উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আতের অসুস্থতার কারণে সম্মেলন কর্তৃপক্ষ হেলিকপ্টারে করে তাঁকে নিয়ে যান। যা দুপুর ২-৫৫ মিনিটে রাজশাহী এয়ারপোর্ট থেকে উড্ডয়ন করে ৩.৩০ মিনিটে শিমুলবাড়ী মাদ্রাসার নিকটবর্তী নদীতীরে অবতরণ করে। এতে তাঁর সঙ্গী ছিলেন ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ও ড. সাখাওয়াত হোসাইন। উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইতিপূর্বে গাইবান্ধা যেলায় ৩৪টি মসজিদ, দুই শতাধিক টিউবয়েল, নুরা জাহিম হাসপাতাল স্থাপন ও ব্যাপক হারে বন্যাত্রাণ বিতরণ করেছেন।

যেলা সম্মেলন : নওগাঁ

যে কোন মূল্যে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

১৩ই নভেম্বর বুধবার ডাক বাংলা ময়দান, মহাদেবপুর, নওগাঁ : অদ্য বেলা ২-টায় যেলার মহাদেবপুর উপযেলাধীন ঐতিহাসিক ডাক বাংলো ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা মায়েদাহ ৩৫ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের জন্য তিনটি বিষয় অর্জন করতে হবে। ছহীহ আক্বীদা, ছহীহ তরীক্বা ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ। আল্লাহভীতি না থাকলে সর্বক্ষেত্রে ধ্বংস নেমে আসবে। তাই ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে মুক্তি পেতে হ'লে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহকে ভয় করে চলতে হবে এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুর রহমান।

যেলা সম্মেলন : দিনাজপুর-পূর্ব

সংস্কার আন্দোলনে নবীগণের পথ অনুসরণ করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

১৬ই নভেম্বর শনিবার বিরামপুর সরকারী কলেজ ময়দান, বিরামপুর, দিনাজপুর : অদ্য বাদ আছর হ'তে যেলার বিরামপুর উপযেলাধীন বিরাম সরকারী কলেজ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা নাহলের ৩৬ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, পৃথিবীতে ৩টি তাগূতী দর্শনের মুকাবিলায় আহলেহাদীছ আন্দোলন কাজ করে যাচ্ছে। আমেরিকার RAND গবেষণা সংস্থার হিসাব মতে সে ৩টি হ'ল, ধর্মনিপেক্ষতাবাদ, মডারেট ও ছূফীবাদ। এ ৩টি মতবাদ পাশ্চাত্যের অতীব নিকটবর্তী। সালাফী বা আহলেহাদীছগণ ব্যতীত'। যারা পাশ্চাত্যের ঘোর বিরোধী। পক্ষান্তরে 'মডারেট' হ'ল তারাই, যারা পাশ্চাত্যের তরীকায় ইসলাম কায়েম করতে চায়। আমীরে জামা'আত বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য চাই একদল আপোষহীন মানুষ। যারা কেবল নবীদের তরীকায় সমাজের সার্বিক সংস্কার আন্দোলনে জীবনপাত করবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সে পথেই মানুষকে আহ্বান করে। যে পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, খুলনা যেলার সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর, সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম, আল-'আওনের

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আনওয়ারুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ।

যেলা সম্মেলন : বগুড়া

মৃত্যুকে স্মরণ করে দুনিয়াবী জীবন পরিচালিত করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

১৭ই নভেম্বর রবিবার আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠ, বগুড়া : অদ্য বাদ আছর হ'তে যেলা শহরের আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বগুড়া যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা আম্বিয়া ৩৫ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, আমাদের অবশ্যই মৃত্যু হবে এবং আমাদের অবশ্যই আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিকটে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর সেখানে গিয়ে জীবনের ভালো-মন্দ প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। তাই মৃত্যুকে স্মরণ করে দুনিয়াবী জীবন পরিচালনা করুন! এটাই বুদ্ধিমান লোকের কাজ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি তাওহীদুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-আমীন, আল-'আওনে'র যেলা সভাপতি হাফেয মীযানুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র প্রচার সম্পাদক আব্দুর রহমান ও সাবেক সভাপতি আব্দুর রাযযাক।

উল্লেখ্য যে, এই যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিগত ও বর্তমান সেশনের সভাপতিদেরকে যেলা 'যুবসংঘে'র পক্ষ থেকে সম্মানজনক 'ক্রেস্ট' উপহার দেওয়া হয়।

কুরআন মাজীদের হদর, মশক ও ছিফাত চর্চার বিশেষ প্রশিক্ষণ

ব্যবহারিক জীবনে কুরআনের বিধান মেনে চলুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

মোল্লাপাড়া, রাজশাহী ৩০শে অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী মহানগরীর মোল্লাপাড়া ফায়যুল কুরআন হিফয মাদ্রাসায় ৫দিনব্যাপী রাজশাহী বিভাগীয় কুরআন মাজীদের হদর, মশক ও ছিফাত চর্চার বিশেষ কোর্স প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা শুধু তেলাওয়াতের জন্য আমাদের কুরআন মাজীদ দান করেননি, বরং তার বিধান সার্বিক জীবনে বাস্তবায়নের জন্য এই শ্বাশত জীবন বিধান নাযিল করেছেন। এ ব্যাপারে অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সচেতন থাকতে হবে।

'হুফ্ফাযুল কুরআন ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর রাজশাহী বিভাগীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাফেয মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয ও মক্তব বিভাগের পরিচালক হাফেয লুৎফর রহমান, সহ-পরিচালক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামে'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকার ক্বিরাআত বিভাগের প্রধান শিক্ষক ক্বারী আনীসুর রহমান। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অত্র মাদ্রাসার পরিচালক হাফেয মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন পাঠান ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শাহরিয়ার হাসান।

সুধী সমাবেশ

১৪ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুর : অদ্য বাদ এশা যেলার সদর থানাধীন তারেকুর রহমানের বাসায় লক্ষ্মীপুর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র আহ্বায়ক কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার ইউসুফ হাসান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক কমিটি আহ্বায়ক তারেকুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশ শেষে ইঞ্জিনিয়ার ইউসুফ হাসানকে আহ্বায়ক ও আব্দুর রায্যাককে যুগ্ম আহ্বায়ক করে যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটি এবং তারেকুর রহমানকে আহ্বায়ক ও যহীরুদ্দীনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সোনামণি

১৫ই নভেম্বর শুক্রবার, দিনাজপুর-পশ্চিম : অদ্য সোনামণি দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার বিভিন্ন শাখায় দিনব্যাপী তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮-টায় চিরিরবন্দর উপযেলাধীন বারোবিঘা আহলেহাদীছ মসজিদে অত্র যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক জিহাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সকাল ১০-টায় উলূমুন নাফি'আ সালাফিইয়া মাদ্রাসায় অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ রিযওয়ানুল হকের সভাপতিত্বে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও স্থানীয় কিছু মক্তবের শিক্ষকের অংশগ্রহণে শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর রাণীরবন্দর হাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মেহমান জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর বাদ আছর খামার সাতনালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মীযানুর রহমানের সভাপতিত্বে মহিলা তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বাদ মাগরিব বড় হাশিমপুর নমীর মুন্সি (আযীমুন্সি পাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র এলাকা গঠন করা হয়। দিনব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণ সফরে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান, প্রচার সম্পাদক শিহাব চৌধুরী, 'সোনামণি'র পরিচালক জিহাদুল ইসলাম, সহ-পরিচালক আবুবকর ছিদ্দীক, চিরিরবন্দর উপযেলা পরিচালক মুহাম্মাদ রিযওয়ানুল হক প্রমুখ।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১) : মহিলা মাদ্রাসায় বাধ্যগত কারণে পুরুষ শিক্ষক পাঠদান করার ক্ষেত্রে কি কি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক? বিশেষত ছাত্রীদের বিবাহ, পবিত্রতা, নারী বিষয়ক মাসআলা পাঠদান করার ক্ষেত্রে শিক্ষার নামে গোপনীয় বিষয়গুলো খোলাখুলি উপস্থাপন করা জায়েয হবে কি?

-মঈন ইসলাম, রংপুর।

উত্তর : শর্তসাপেক্ষে নারীরা পুরুষের দরসে বসতে পারে এবং পুরুষরা পাঠাদান করতে পারে। যেমন- (১) শারঈ পর্দার পোষাক পরিধান করা বা উভয়ের মাঝে প্রয়োজনীয় আড়াল সৃষ্টি করা *(নূর ২৪/৩১; আহযাব ৩৩/৫৯)*। (২) চক্ষু অবনমিত রাখা *(নূর ২৪/৩১)*। (৩) অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং অপরকে আকৃষ্ট না করা বা নিজে আকৃষ্ট না হওয়া *(আহযাব ৩৩/৩২; নূর ২৪/৩১; মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪)*। (৪) নারীর সুগন্ধি ব্যবহার থেকে বিরত থাকা *(ছহীহাহ হা/১০৩১)*। (৫) নির্জনে অবস্থান না করা *(ছহীহাহ হা/৪৩০)*। (৬) অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকা *(আহযাব ৩৩/৫৩)*। আর ফিক্বহী বিষয়গুলো পাঠদানের সময় খোলাখুলি না বলে শালীনতা বজায় রেখে ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝানোর চেষ্টা করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (২/৮২) : ইক্বামতের সময় ইমাম কোনদিকে ঘুরে থাকবে? ক্বিবলার দিকে না মুছল্লীদের দিকে?

-আব্দুল্লাহ লাবীব, রাজশাহী।

উত্তর : ইক্বামতের সময় ইমাম কিবলামুখী হয়ে অথবা মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরে থাকবেন। অতঃপর তিনি কাতার সোজা করার প্রতি নির্দেশনা দিবেন। এ সময় তিনি মুছল্লীদের দিকে মুখ করে থাকবেন। আবূ মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের সময় আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং আগে-পিছে বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ো না। অন্যথায় তোমাদের অন্তর বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত হবে। বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অতঃপর এসব বিষয়ে যারা তাদের নিকটবর্তী তারা পর্যায়ক্রমে কাছাকাছি দাঁড়াবে *(মুসলিম হা/৪৩২; মিশকাত হা/১০৮৮)*। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের মাঝে প্রথম সারিতে এগিয়ে আসতে গড়িমসি লক্ষ্য করে তাদেরকে বললেন, সামনে এগিয়ে এসো। আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে। এরপর তিনি বললেন, একদল লোক সর্বদাই প্রথম কাতারে দাঁড়াতে দেরী করতে থাকে। পরিণামে আল্লাহ তা'আলাও তাদের পিছনে ফেলে রাখবেন *(মুসলিম হা/৪৩৮; মিশকাত হা/১০৯০)*।

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, আমরা ছালাতে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (প্রথমে মুখে অথবা হাতে ইশারা করে) কাতারগুলোকে ঠিক করে দিতেন। যখন আমরা ঠিক হয়ে দাঁড়াতাম তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন *(আবুদাউদ হা/৬৬৫; মিশকাত হা/১০৯৭)*। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা ছালাতের তাকবীর বলা হ'ল, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর এবং পরস্পরে মিলিত হয়ে দাঁড়াও! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক হ'তেও দেখে থাকি' *(বুখারী, মিশকাত হা/১০৮৬)*।

আনাস (রাঃ) বলেন, (ছালাত শুরু করার পূর্বে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে তাঁর ডানপাশে ফিরে বলতেন, ঠিক হয়ে দাঁড়াও, কাতারগুলোকে সোজা করো। তারপর তাঁর বামপাশে ফিরে বলতেন, ঠিক হয়ে দাঁড়াও, কাতারগুলোকে সোজা কর' *(আবুদাউদ হা/৬৭০; মিশকাত হা/১০৯৮)*।

প্রশ্ন (৩/৮৩) : বায়তুল মাল থেকে মৃত সচ্ছল ব্যক্তির পরিবারকে ঋণ পরিশোধের জন্য সহায়তা করা যাবে কি?

-আব্দুল বাতেন, কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তর : বায়তুল মাল রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমাকৃত সম্পদ, যা বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত হয়। যেমন যাকাত, ওশর, খারাজ, জিযিয়া, খাজনা, গণীমত ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার সম্পদ থেকে প্রথমেই মাইয়েতের ঋণ পরিশোধ করবে এবং আরো সম্পদ থাকলে অছিয়ত পূর্ণ করবে। এরপর বাকী সম্পত্তি ওয়ারিছেরা ভাগ করে নিবে *(নিসা ৪/১১)*। এক্ষণে মাইয়েতের পরিত্যক্ত সম্পদ দ্বারা যদি ঋণ পরিশোধ না হয় তাহ'লে রাষ্ট্র বা সংগঠন তা পরিশোধ করার দায়িত্ব নিতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বায়তুল মাল থেকে অসহায়দের ঋণ পরিশোধ করেছিলেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/৩৩)*। অতএব এটা নির্ভর করবে মাইয়েতের আর্থিক অবস্থার উপর।

প্রশ্ন (৪/৮৪) : বাথরুমে ওযূ করার ব্যবস্থা থাকলে সেখান থেকে বের হওয়ার দো'আ কখন পাঠ করতে হবে? ওযূ করার পূর্বে নাকি বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময়?

-ডা. শামসুল হক, রাজশাহী।

উত্তর : ওয়াশরুমে টয়লেট ও গোসলখানা উভয়টি থাকলে টয়লেট সেরে গোসলের স্থানে এসে বিসমিল্লাহ বলে ওযূ শুরু করবে এবং ওযূ শেষে বাথরুম থেকে বের হয়ে ওযূ ও বাথরুম থেকে বের হওয়ার দো'আ একসাথে পাঠ করবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/২৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৯৪; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/১৩০)*। কারণ আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন, (غُفْرَانَكَ) গুফর-নাকা 'আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি *(আবুদাউদ হা/৩০; মিশকাত হা/৩৫৯)*।

প্রশ্ন (৫/৮৫) : চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণকালে স্ত্রী সহবাসে শারঈ কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-আজাদ, পঞ্চগড়।

উত্তর : চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় স্ত্রীর সাথে সহবাসের

ব্যাপারে হাদীছে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় করণীয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কারো মৃত্যু ঘটা বা জন্মগ্রহণের কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ দেখবে তখন এ অবস্থা দূর না হওয়া পর্যন্ত ছালাত আদায় করবে এবং দো'আ করতে থাকবে' *(বুখারী হা/১০৪০,১০৪২; মিশকাত হা/১৪৮৩)*।

প্রশ্ন (৬/৮৬) : দাফনের প্রাক্কালে নারী বা পুরুষ মাইয়েতের বুকের উপর নিজের হাত রেখে ইমাম ছাহেব 'বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ' বলবেন। এ বিধানের কোন সত্যতা আছে কি?

-রবিউল ইসলাম, নাটোর।

উত্তর : এর কোন ভিত্তি নেই। বরং মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় উপস্থিত সকলে 'বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহ' অথবা 'ওয়া 'আলা সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ' দো'আটি পাঠ করবে *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৫০; আহমাদ হা/৪৯৯০)*।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : স্বর্ণের যাকাত সাড়ে সাত ভরি অতিক্রম করলে দিতে হয়। এক্ষণে যাকাত কি সাড়ে সাত ভরির অতিরিক্ত অংশের উপর দিতে হবে নাকি পুরো স্বর্ণের উপরেই দিতে হবে?

-ফয়ছাল আহমাদ, কুমিল্লা।

উত্তর : পুরো স্বর্ণের উপরে যাকাত দিতে হবে। কারণ যাকাত ফরয হওয়ার নেছাব হচ্ছে সাড়ে সাত ভরি। এর কম হ'লে কোন যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু এ পরিমাণ বা এর বেশী হ'লে পুরো সোনার মূল্য হিসাব করে শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত দিতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/২৬)*।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : রাসূল (ছাঃ) কি তার সকল বক্তব্যের ক্ষেত্রেই দাঁড়িয়ে এবং হাতে লাঠি নিয়ে বক্তব্য দিতেন? এখন যারা মাহফিল, তা'লিমী বৈঠকে বক্তব্য রাখেন, তাদের কি দাঁড়িয়ে এবং হাতে লাঠি নিয়ে বক্তব্য রাখা উচিত?

-আব্দুল মালেক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর।

উত্তর : যেকোন বক্তব্যের সময় প্রয়োজনে লাঠি বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করা মুস্তাহাব *(আবূদাঊদ হা/১০৯৬, সনদ হাসান)*। তবে এটি নিয়মিত সুন্নাত বা ওয়াজিব নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) নিয়মিত ব্যবহার করেছেন মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। সেজন্য হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, ওছায়মীন ও আলবানীসহ একদল বিদ্বান প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে লাঠি ব্যবহারকে জায়েয বললেও সুন্নাত বলেননি *(যাদুল মা'আদ ১/৪২৯; আশ-শারহুল মুমতে' ৫/৬২-৬৩; যঈফাহ হা/৯৬৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। অতএব অন্যান্য ওয়ায মাহফিলেও লাঠি ব্যবহারের বিষয়টি সুন্নাত নয়, বরং বক্তার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন (৯/৮৯) : আমি কা'বাগৃহের সামনে বসে দো'আ ও মানত করেছিলাম যে, আমার সন্তান হ'লে আমি ওমরাহ করব। পরবর্তীতে আমার সন্তান হয়েছে। এক্ষণে আমার পক্ষ থেকে আমার স্বামী যদি ওমরাহ করেন তাহ'লে উক্ত মানত পূর্ণ হবে কি?

-ফারযানা আখতার, ঢাকা।

উত্তর : মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর হজ্জ এবং ওমরার মানতের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অন্যকে দিয়ে বদলী আদায় করানো যায়। যেমন মানতকারীর শারীরিক ও আর্থিক সক্ষমতা না থাকা কিংবা মানতকারীর মৃত্যু হওয়া। স্মর্তব্য যে, হজ্জের মত বদলী ওমরাহ আদায়কারীর জন্যও নিজে প্রথমে ওমরাহ পালন করা শর্ত *(নববী, আল-মাজমূ' ৭/১১২; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/২২৩; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৪/৭০)*।

প্রশ্ন (১০/৯০) : ব্যবসা-বাণিজ্যে কত শতাংশ পর্যন্ত লাভ করা যায় সে ব্যাপারে শারঈ কোন নির্দেশনা আছে কি?

-তানযীম হাসান, মানিকগঞ্জ।

উত্তর : লাভের পরিমাণের সীমারেখা নির্দিষ্ট নয়। আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কেউ লভ্যাংশের সীমারেখা নির্ধারণ করেননি *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৮৮; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*। তবে ইসলামী শরী'আতে 'আল-মাছলাহাতুল মুরসালা' বা জনস্বার্থ নামে একটি মূলনীতি রয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে পণ্যের মূল্য এতো পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে না যা জনস্বার্থ বিরোধী হয়, তথা সাধারণ মানুষের উপর যুলুম হয়ে যায়। বরং জনগণকে সুলভ মূল্যে পণ্য সরবরাহ করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করতে হবে *(মা'আলিমু ফী উছূলিল ফিক্বহ ইন্দা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ২৩৫-২৪০ পৃ.; শানক্বীতী, আল-মাছালিহুল মুরসালাহ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (১১/৯১) : সাধারণ বিদ'আত কিংবা কুফরী পর্যায়ভুক্ত বিদ'আত উভয় বিদ'আতীর আমলই কি তওবা না করা পর্যন্ত কবুল হবে না?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : বিদ'আতযুক্ত আমল যে প্রকারেরই হোক, তওবা না করা পর্যন্ত তা আল্লাহ্‌র কাছে কবুল হবে না *(আবূদাঊদ হা/৪৬০৭, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য যে, বিদ'আতকারীর কোন প্রকার আমল কবুল হয় না, তা নয়; বরং তার যে আমলটি বিদ'আতযুক্ত, সেটি কবুল হবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ১১/৬৮৪-৮৫)*। স্মর্তব্য যে, যদি কেউ তওবা করে, তবে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তার কৃতকর্মগুলোকে সৎকর্মেও রূপান্তরিত করে দিতে পারেন *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*।

প্রশ্ন (১২/৯২) : জনৈকা নারীর সাথে আমার বিবাহের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আমি কোন কারণে রাগবশত তাকে কিছু কথা বলি। যেমন- তোমার সাথে বিবাহ হ'লে তিন তালাক হয়ে যাবে, এরূপ করলে বিবাহের আগেই তোমাকে তালাক ইত্যাদি ভাষায় তাকে হুমকি দেই। এক্ষণে এরূপ কথায় তালাক কার্যকর হবে কি?

-ইমাম হোসাইন, কুষ্টিয়া।

উত্তর : বিবাহের পূর্বে তালাক কার্যকর হয় না। কারণ যে স্ত্রী নয় তাকে তালাক দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বিয়ের পূর্বে তালাক নেই *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৮; মিশকাত হা/৩২৮১, সনদ ছহীহ)*। তিনি আরো বলেন, নারীকে স্পর্শ করা যার জন্য বৈধ, তালাকের অধিকারও তার *(ইবনু মাজাহ হা/২০৮১; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮৭)*। অতএব বিবাহের

পূর্বে যাই বলা হোক না কেন, তা মূল্যহীন।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর অভিভাবক কে? পুত্র, জামাই না অন্য কেউ। সেক্ষেত্রে তিনি কি তার পুত্রের কথা অনুযায়ী চলতে বাধ্য থাকবেন? জামাই যদি তার অধিক পসন্দের হন এবং তিনি জামাইয়ের কথা মত চলেন সেটা জায়েয হবে কি?

-লাবীবা ফেরদাউস, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর অভিভাবক তার পিতা। পিতার অবর্তমানে দাদা, সাবালক ছেলে বা ভাই। যে সকল ক্ষেত্রে অভিভাবকের প্রয়োজন সে সকল ক্ষেত্রে মা ছেলের পরামর্শ অনুসরণ করবেন। সাধারণভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় যে কোন ক্ষেত্রে ছেলের জন্য আবশ্যক হ'ল মায়ের আনুগত্য করা। আর মেয়ের জামাতা কখনো শাশুড়ির অভিভাবক হ'তে পারে না। তবে পরিবার পরিচালনায় জামাতার পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/১৬; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২০/২০৭)*।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : আমার ভাইয়েরা তাদের স্ত্রীদের পর্দার ব্যাপারে গাফেল। ফলে আমাকে প্রায়ই চোখের গোনাহের শিকার হ'তে হয়। অনেক বুঝিয়েও কাজ হয় না। এক্ষণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এরূপ পাপের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় আমি গোনাহগার হব কি? এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-সিফান শেখ, নড়াইল।

উত্তর : সর্বদা চক্ষু অবনমিত রাখার চেষ্টা করবে। আল্লাহ বলেন, তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর *(নূর ২৪/৩০)*। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে। তাহ'লে কোন গুনাহ হবে না। জারীর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হঠাৎ কোন নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার চোখ ফিরিয়ে নিবে *(মুসলিম হা/২১৫৯; মিশকাত হা/৩১০৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেন, 'হে আলী! তুমি দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য ক্ষমা। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়' *(তিরমিযী, প্রভৃতি মিশকাত হা/৩১১০, সনদ ছহীহ)*। এরপর নিজের আর্থিক সামর্থ্য হ'লে আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে, যাতে ভাবীরা বারবার দৃষ্টির সামনে না পড়ে।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : আমার পরীক্ষা বিকাল ৩-টা থেকে সন্ধ্যা ৬-টা পর্যন্ত। আছরের ছালাতের ওয়াক্ত ৩.১০ মিনিটে। আর মাগরিব ৫.৩০-এ। এক্ষণে আছর ও মাগরিব ছালাতে আদায়ের ক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-আমীনুল ইসলাম, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : বিশেষ পরিস্থিতিতে যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশার ছালাত জমা' করা অর্থাৎ তাক্বদীম-তাখীর (আগে-পিছে) করে আদায় করা যায়। এক্ষণে এরূপ পরিস্থিতিতে পরীক্ষার পূর্বে যোহর ও আছরের ছালাত এক সাথে আদায় করবে এবং পরীক্ষা শেষে মাগরিব পিছিয়ে এশার সাথে উভয় ওয়াক্তের ছালাত একই সময়ে আদায় করবে *(মুসলিম হা/৭০৫; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩০৯; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/৩৯৩)*। তবে এরূপ ক্ষেত্রে ক্বছর করা যাবে না বরং পূর্ণ ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : কোন কারণে ওযূ বা তায়াম্মুম করার সুযোগ না হ'লে, ওযূ বা তায়াম্মুম ছাড়াই ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-রিয়াদ ইসলাম, আন্দারিয়া পাড়া, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : একমাত্র পানি ব্যবহারে অক্ষম বা তায়াম্মুম করতে অপারগ ব্যক্তিরা ওযূ ও তায়াম্মুম ছাড়াই ছালাত আদায় করবে। কারণ জ্ঞান থাকা পর্যন্ত মুসলিমের উপর থেকে ছালাত রহিত হয় না *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১/৪৪০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৩৭৭; শাওকানী, নায়লুল আওতার ১/৩৩৭)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উসায়েদ ইবনু হুযায়ের (রাঃ) এবং আরো কয়েক ব্যক্তিকে আয়েশা (রাঃ)-এর একটি হার সন্ধানের জন্য পাঠিয়েছিলেন, যেটি তিনি যে স্থানে অবতরণ করেছিলেন সেখানে হারিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় ছালাতের সময় উপস্থিত হ'ল, অথচ লোকেদের ওযূ ছিল না, আর তারা পানিও পাচ্ছিলেন না। তখন তারা ওযূ ব্যতীতই ছালাত আদায় করলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তা বললেন। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন *(বুখারী হা/৩৭৭৩; মুসলিম হা/৩৬৭)*।

উল্লেখ্য যে, যে সকল বাহনে পানি বা মাটি কিছুই পাওয়ার সম্ভাবনা নেই সে সকল বাহনে আরোহণকালে তায়াম্মুমের জন্য প্রয়োজনীয় মাটির টুকরো বহন করতে পারে *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিয়া ৩৯৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : যেকোন নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রেই কি নেতার পাপের বোঝা কর্মীকে বহন করতে হবে? বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে মন্দের ভালো হিসাবে নেতা নির্বাচন করতে হয়। কারণ কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়। কে কি পাপ করবে সেটা বুঝাও যায় না। এরূপ ক্ষেত্রেও কি নেতার পাপের বোঝা ভোটারদের বহন করতে হবে কি?

-গোলাম কিবরিয়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর : যেকোন পর্যায়ের নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিয়ত সঠিক রেখে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে সমর্থন দিবে। এরপর যদি সে কোন পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তবে সে নিজেই গুনাহগার হবে। কারণ কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না *(আন'আম ৬/১৬৪)*। আল্লাহ বলেন, কাফেররা মুমিনদের বলে তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। অথচ তারা তাদের পাপভার কিছুই বহন করবে না। বস্তুত ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী *(আনকাবূত ২৯/১২)*।

তবে যদি কেউ কোন নেতাকে পাপের কাজে সহায়তা করে, পাপ কাজ দেখেও সমর্থন করে তাহ'লে তার পাপের বোঝা সমর্থনকারীকেও বহন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তারা অবশ্যই নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং সেই সাথে অন্যদের পাপভার। আর তারা যেসব মিথ্যারোপ করেছে, সে বিষয়ে ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই তারা জিজ্ঞাসিত হবে'

(আনকাবূত ২৯/১৩)। তিনি অন্যত্র বলেন, 'আর যারা যুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, অন্যথায় আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না। অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না' *(হূদ ১১/১১৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আর যে লোক ইসলামে কোন অশুভ নীতি চালু করল এবং তারপরে সে অনুযায়ী আমল করা হ'ল তাহ'লে ঐ আমলকারীর মন্দ প্রতিদানের সমান গুনাহ তার জন্য লিখিত হবে। এতে তাদের পাপ সামান্য ঘাটতি হবে না' *(মুসলিম হা/১০১৭)*। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশসহ অধিকাংশ দেশে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য গণতান্ত্রিক যে পদ্ধতি চালু আছে তা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা ইসলাম জ্ঞানীদের পরামর্শ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা সমর্থন করে। অথচ প্রচলিত গণতন্ত্রে স্রেফ মাথা গণনা করা হয়। তার মেধা যাচাই করা হয় না। এটা দেখেও যারা এই ভোটে অংশগ্রহণ করে, তারা ঐ জনপ্রতিনিধির পাপের ভাগীদার হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি ভাল কাজে সুফারিশ করে, তার জন্য তাতে একটি অংশ থাকে। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজে সুফারিশ করে তার জন্য তাতে একটি অংশ থাকে। বস্তুত আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর শক্তিমান' *(নিসা ৪/৮৫)*।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পূরণের আহ্বানে স্বামী বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে যদি মাঝে মাঝেই সাড়া দিতে না পারে তাহ'লে স্বামীর গোনাহ হবে কি?

-নাঈম, কাহালু, বগুড়া।

উত্তর : স্বামী তার সক্ষমতা অনুযায়ী স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা মিটানোর চেষ্টা করবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর, (তবে হ'তে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপসন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন *(নিসা ৪/১৯)*। স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পুরণ করা তার সাথে সদ্ভাবে বসবাস করার অন্তর্ভুক্ত। কেউ সক্ষমতা থাকার পরেও বা সময়-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর চাহিদা পূরণ না করলে সে গুনাহগার হবে। যদিও স্ত্রী চাওয়ামাত্রই স্বামী তার চাহিদা মিটানোতে বাধ্য নয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ১/২৯৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৫/২৪১)*। উল্লেখ্য যে, সহবাস করাও একটি সৎকর্ম। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও ছাদাক্বা। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ স্ত্রী-সহবাস করে নিজের জৈবিক ক্ষুধা নিবারণ করে, তবে এতেও কি তার নেকী হবে? তিনি বললেন, তোমাদের কি ধারণা! যদি কেউ অবৈধভাবে যৌন-সম্ভোগ করে, তাহ'লে কি তার পাপ হবে? তারা বললেন, নিশ্চয়ই হবে। অনুরূপভাবে সে যদি বৈধভাবে নিজের জৈবিক ক্ষুধা নিবারণ করে, তাহ'লে তাতে তার নেকী হবে' *(মুসলিম হা/১০০৬; মিশকাত হা/১৮৯৮)*।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : বড়শি দিয়ে টোপ ফেলে মাছ শিকার করা জায়েয হবে কি? এভাবে ধোঁকা দিয়ে শিকার করা তাক্বওয়া বিরোধী কি? ইমাম বুখারী খাবারের ধোঁকা দিয়ে ঘোড়ার গলায় দড়ি বাধায় জনৈক লোকের নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করেননি। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান কি?

-শরীফুল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : যেকোন হিলা বা কৌশল অবলম্বন করে মাছ শিকার করা যায়। এটা প্রতারণা হিসাবে গণ্য হবে না *(রুহায়বানী, মাতালিবু উলিন নুহা ৬/৩৫৪)*। কারণ আল্লাহ তা'আলা (মাছ-মাংস সহ) সব কিছুকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। আর ইমাম বুখারীর বিষয়টি ছিল হাদীছ সংকলনে তার অধিকতর সতর্কতার বিষয়। সুতরাং মাছ শিকার আর হাদীছ যাচাই করা এক নয়।

প্রশ্ন (২০/১০০) : আমাদের স্কুলের নিউট্রিশন ক্লাবে ছেলে মেয়ে উভয়ে একত্রে কাজ করতে হয়। শিক্ষিকাগণ জোরপূর্বক আমাদের বাধ্য করেন এতে অংশগ্রহণ করতে। এখানে ছেলেদের সাথে কথা বলতে হয়। পরামর্শ করতে হয়। তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। বাধ্যগতভাবে একত্রে কাজ করার জন্য গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-ফারহানা যামান, দিনাজপুর।

উত্তর : এভাবে পর্দার বিধান লংঘন করে ক্লাবের কাজে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না। কেননা এতে শয়তান পরস্পরকে পাপ কাজে প্ররোচিত করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে কেবল যেটুকু প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় বক্ষদেশের উপর রাখে (অর্থাৎ মাথা ও বুক দু'টিই ঢেকে রাখে)। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে *(নূর ২৪/৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন বেগানা পুরুষ কোন বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান করলে তাদের তৃতীয় জন হয় শয়তান *(তিরমিযী হা/১১৭১, মিশকাত হা/৩১১৮)*। এক্ষণে যে সকল প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য আলাদা ল্যাব বা আলাদা সময়ে বা অন্য স্থানে ক্লাবের ব্যবস্থা আছে সেখানে পড়াশুনা করবে। কেননা সহশিক্ষা ও সহকর্মস্থল ইসলামে নিষিদ্ধ। আর বাধ্যগত বিষয়ের হুকুম আলাদা। এটি বাধ্য হয়ে মৃত ভক্ষণের মত নয়' *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*।

প্রশ্ন (২১/১০১) : যৌথ ফ্যামিলিতে একত্রে থাকার কারণে পর্দা মেনে চললেও কাজ করার ক্ষেত্রে গায়রে মাহরামের সামনে কনুই পর্যন্ত দুই হাত, পায়ের গোড়ালী বা পাতা ঢেকে রাখা সম্ভব হয় না। এতে আমি গুনাহগার হব কি?

-হাবীবা ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : সাধ্যমত পর্দা রক্ষার করবে এবং পরিপূর্ণ পর্দা করা যায় এমন পরিবেশ তৈরীর চেষ্টা করবে *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। প্রয়োজনে একক পরিবার নিয়ে বসবাস করার চেষ্টা করবে। মনে রাখতে হবে যে, নারীদের হাতের কব্জি পর্যন্ত অংশ পর্দার অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে নারীদের পায়ের পাতা পর্যন্ত পর্দার অন্তর্ভুক্ত *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/২৩৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/২৩৯)*।

প্রশ্ন (২২/১০২) : মসজিদের পাশে খ্রিষ্টানদের পরিচালিত এনজিও 'ওয়ার্ল্ড ভিশন' সংস্থা একটি পানির ট্যাংক স্থাপন করেছে। এর পানি দিয়ে ওযূ করা যাবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : অমুসলিমদের ব্যবস্থাপনায় নির্মিত ট্যাংক-এর পানি দ্বারা ওযূ করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহূদী-নাছারাদের দেওয়া হাদিয়া গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/৩১৬১; ইবনু তায়মিয়াহ, ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ১/২৫১)*। অতএব পানি পবিত্র হ'লে ওযূ করা যাবে।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : ছালাতুল ইস্তিস্কায় দাঁড়িয়ে হাত উল্টিয়ে মুনাজাত করা হয়। এরূপ করা সুন্নাহসম্মত কি? এছাড়া এসময় দাঁড়িয়ে কাপড় উল্টিয়ে দিতে হয়। এসবের ব্যাখ্যা কি?

-জাহিদুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : ইস্তিস্কার ছালাতে দু'টি কাজ ভিন্নভাবে বা নতুন আঙ্গিকে করা হয়। (১) ছালাতের মধ্যে চাদর পরিবর্তন করা। এর হিকমত সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই ছালাতের মাধ্যমে বৃষ্টির প্রত্যাশা করা হয় এবং বৃষ্টি হ'লে খারাপ অবস্থা থেকে ভালো অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়। যার মাধ্যমে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় ফিরে যাওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়। ২. দো'আর সময় হাতের তালু নিম্নমুখী করা। এর হিকমত হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করা। ইমাম নববী (রাঃ) বলেন, কেবল ছালাতুল ইস্তিস্কায় প্রার্থনা করার সময় হাতের তালুর পিঠ দিয়ে দো'আর মাধ্যমে পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্পর্কে আশাবাদ রয়েছে, যেমনটি পোষাক পরিবর্তনের মধ্যেও রয়েছে *(নববী, শরহ মুসলিম ৬/১৮৮)*। কেউ কেউ বলেছেন, হাতের তালু নিম্নমুখী করার মাধ্যমে প্রার্থনা করা হয় যে, এভাবে মেঘমালাকে উল্টিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করা হউক। অর্থাৎ হাতের তালু নিম্নমুখী করলে যেমন হাতের পানি পড়ে যায়, তেমনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বৃষ্টি নামার কামনা করা হয় *(ফাৎহুল বারী ২/৫১৮; শাওকানী, নায়লুল আওতার ৪/১২)*। সর্বোপরি আল্লাহই সর্বাধিক অধিক অবগত।

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : আমি একটা সরকারী কলেজে শিক্ষকতা করি। শিক্ষকগণ সকালে আসেন এবং দুপুর দুইটায় ক্লাস শেষ করে চলে যান। কিন্তু সরকারী নির্দেশনা হ'ল, সকাল ৯-টা থেকে বিকেল ৫-টা পর্যন্ত অফিস করা। তাদের যুক্তি হ'ল তারা ক্লাস নিয়েছেন তাদের কাজ শেষ। তারা খাতা দেখা সহ অন্যান্য কাজ বাসায় রাতেও করেন। এমনকি ছুটির দিনেও প্রয়োজনে কাজ করেন। তাদের অফিস টাইমের বাইরে বাসায় পড়াশোনাও করতে হয়, যা সরকারী অন্যান্য অফিসাররা করেন না। তাই তারা সরকারী অফিস টাইমের নিয়ম মানেন না। তাদের এ কাজে প্রিন্সিপালেরও মত আছে। তিনি বাধা দেন না। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি? আমি কি চলে যাবো, না চাকুরীবিধি অনুযায়ী অফিসে ৫-টা পর্যন্ত কাজ করব?

-মুক্তা, রাজশাহী।

উত্তর : পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন থাকলে এবং প্রতিষ্ঠানের শৃংখলা ভঙ্গ না হ'লে বা স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত না হ'লে এমন সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ সরকার সময় নির্ধারণের ব্যাপারে অধ্যক্ষ মহোদয়কে কিছু ক্ষেত্রে ইখতিয়ার দিয়ে থাকে। অতএব কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যথাযথ পন্থা অবলম্বন করবে।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : ৭ বছর আগে আমার তালাকপ্রাপ্তা বোন অন্য কোথাও বিবাহ করেনি। তার ২ সন্তান আছে। তবে তার প্রাক্তন স্বামী ৫ বছর আগে বিবাহ করেছে এবং ঐ ঘরে তার একটি কন্য সন্তান আছে। এখন ঐ স্বামী আমার বোনকে পুনরায় বিবাহ করতে চায়। এটা জায়েয হবে কি?

-শাহাবুদ্দীন, যশোর।

উত্তর : শারঈ পদ্ধতিতে তিন তালাক কার্যকর হ'লে এখন আর পুনরায় বিবাহের সুযোগ নেই। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে তিন মাসে তিন তালাক দিয়ে থাকলে অন্যত্র বিবাহ হওয়ার পর স্বামী কর্তৃক স্বাভাবিকভাবে তালাকপ্রাপ্তা না হওয়া পর্যন্ত সাবেক স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবে না। আর তিন তালাক না দিয়ে থাকলে কিংবা এক বৈঠকে তিন তালাকের মাধ্যমে ভুল পদ্ধতিতে তালাক দিয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে নতুন বিবাহের মাধ্যমে উক্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে *(মুসলিম হা/১৪৭২; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৩/৬৭; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/৩৯৯)*।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : বিবাহে ওয়ালীমা, সাজসজ্জা, দেনমোহর ইত্যাদিতে কি পরিমাণ খরচ করা যাবে? এ ব্যাপারে শারঈ কোন নির্দেশনা আছে কি?

-আব্দুল্লাহ শেখ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : বিবাহে খরচ কম হওয়া উত্তম *(আবুদাউদ হা/২১১৭)*। এছাড়া যে নারীর বিবাহের মোহর কম, সে বিবাহকে হাদীছে বরকতপূর্ণ বলা হয়েছে *(আহমাদ হা/২৪৫২২; ইরওয়া হা/১৯২৮, সনদ হাসান)*। অতএব বিবাহ ও মোহরানা সকল ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

তবে বর তার সাধ্যানুযায়ী ওয়ালীমা, সাজসজ্জা ইত্যাদিতে খরচ করতে পারে। কারণ শরী'আতে এ ব্যাপারে কোন সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে অপচয় করা যাবে না এবং দরিদ্রদের দাওয়াত থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা খাও, পান কর এবং অপচয় ও অহংকার ব্যতীত খরচ ও ছাদাক্বা কর। আল্লাহ তা'আলা চান যে, তার নে'মতের নিদর্শন বান্দার মধ্যে পরিলক্ষিত হৌক *(হাকেম হা/৭১৮৮, সনদ হাসান)*। তিনি আরো বলেন, ঐ ওয়ালীমার খাদ্য নিকৃষ্ট খাদ্য, যে আয়োজনে শুধু ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদের বঞ্চিত করা হয় *(বুখারী হা/৫১৭৭; মিশকাত হা/৩২১৮)*। উল্লেখ্য যে, সমাজে প্রচলিত কনের বাড়ীতে অনুষ্ঠান করার আবশ্যকতা নেই। অনেক সময় বর পক্ষ থেকে অধিক সংখ্যক লোক কনের বাড়ীতে গমন করে, যা কনের পক্ষের উপর যুলুম হয়ে যায়। অতএব এ ধরনের অনুষ্ঠান থেকে সাবধান থাকা কর্তব্য।

উল্লেখ্য, যে বিবাহে খরচ কম সে বিবাহে অধিক বরকত লাভ করা যায় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(বায়হাক্বী শো'আব হা/৬১৪৬; মিশকাত হা/৩০৯৭; যঈফাহ হা/১১১৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : জনৈক নারীর প্রতি আমার ভালোবাসা আছে। আগামীতে বিবাহ করার ইচ্ছা আছে। তবে তার সাথে আমি কথাও বলি না এবং শরী'আত লঙ্ঘন করে কিছু করি না। এভাবে দূর থেকে করো প্রতি আসক্তি থাকলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-তাওহীদ, রংপুর।

উত্তর : কারো প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হওয়া মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। এক্ষণে বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন মেয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হ'লে বৈধ অভিভাবকের নিকটে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করবে। রাযী না হ'লে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে এবং আসক্তি দূর করার চেষ্টা করবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/০২)*।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : ইবনু হযমের 'মুহাল্লা' গ্রন্থে আছার বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, ছালাতে তিনটি বিষয় অনুচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে। আঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও আমীন। আছারটি ছহীহ কি?

-আহনাফ, বরিশাল।

উত্তর : অনুরূপ বর্ণনা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেছেন, ইমাম চারটি বিষয় নিঃশব্দে পড়বে। আঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ও রব্বানা লাকাল হামদ *(ইবনু হযম, মুহাল্লা ২/২৯৪)*। বর্ণনাটির পূর্ণ সনদ না থাকায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেছেন, ইমাম তিনটি বিষয় নিঃশব্দে পড়বে। আঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং আমীন *(ইবনু হাযম, মুহাল্লা ২/২৯৪)*। উক্ত বর্ণনার কোন সনদ নেই। তাছাড়া ইব্রাহীম নাখঈ তাদলীস করেছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয় *(ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৩৫)*। ইবনু হযম উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেছেন ইমাম আবু হানীফা ও সুফিয়ান ছাওরী ওমর ও ইবনু মাসঊদ থেকে বর্ণনাটি নকল করেছেন। তবে তাদের কথা রাসূলের আমল ও কথার উপর দলীল নয় *(মুহাল্লা ২/২৯৫)*।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : জেনে-বুঝে কোন অত্যাচারী ব্যক্তি বা শাসককে সহযোগিতা করা, তাকে শক্তিশালী করা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার মত পাপ কি?

-মুনীরুয্যামান, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ পাওয়া যায়। যাতে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি অত্যাচারীর সাথে এ উদ্দেশ্যে চলে যে, সে তার শক্তি বৃদ্ধি করবে; আর সে এটা জানে যে, সে যুলুমকারী, তবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৬১৯; মিশকাত হা/৫১৩৫; যঈফাহ হা/৭৫৮)*। তবে বর্ণনাটির সনদ ছহীহ নয় *(আলবানী, যঈফাহ হা/৭৫৮)*। এক্ষণে যুলুম যদি বড় শিরক পর্যায়ের হয় এবং তাতে কেউ সহায়তা করে তাহ'লে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা যালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। তাহ'লে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে' *(হূদ ১১/১১৩)*।

উল্লেখ্য যে, কোন অবস্থাতেই এবং কোনভাবেই যালেম শাসককে সহায়তা করা যাবে না। আত্বা বিন রাবাহ বলেন, 'কারো জন্য যালেমকে সাহায্য করা জায়েয নয়। তার জন্য কোন কিছু লিখে দিবে না এবং তার সাহচর্যে থাকবে না। যদি কেউ এর কোন একটি করে, তাহ'লে সে যালেমের সাহায্যকারী হিসাবে গণ্য হবে' *(তাফসীরে কুরতুবী ১৩/২৬৩)*।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যালেমদের এজেন্ট হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে তাদের সাহায্য করে; যদিও সে তাদের জন্য কালি প্রস্তুত করে অথবা তাদের জন্য একটি কলম তৈরী করে দেয়। এমনকি কেউ কেউ মনে করেন, যে যালেমদের কাপড় ধুয়ে দেয় সেও তাদের সহযোগী' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৭/৬৪)*। তিনি আরো বলেন, 'কোন লোকের জন্য যালেমের সহায়ক হওয়া জায়েয নয়' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৮/২৮৩)*।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : আমার পিতা মায়ের মৃত্যুর পর আরেক বিধবা নারীকে বিবাহ করেছেন। যার ১০ বছর বয়সী ১টা ছেলে আছে। আমার পিতা বাসায় কেউ আসলে বা কেউ জিজ্ঞেস করলে ঐ ছেলেকে নিজের ছেলে হিসাবেই পরিচয় করিয়ে দেন। এটা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-নাঈম, চট্টগ্রাম।

উত্তর : সাধারণভাবে এমন সন্তানকে ছেলে হিসাবে পরিচয় দিতে পারে। তবে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হ'লে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিবে। কারণ অন্যের সন্তানকে নিজ সন্তান হিসাবে পরিচয় দেয়া প্রতারণার শামিল। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের 'পুত্র' করেননি। এগুলি তোমাদের মুখের কথা মাত্র। বস্তুত আল্লাহ সত্য বলেন এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করে থাকেন। তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকো। সেটাই আল্লাহ্র নিকট অধিক ন্যায় সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহ'লে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধু *(আহযাব ৩৩/৪-৫)*। অতএব পরিস্থিতির দিকে খেয়াল রেখে স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর সন্তানের পরিচয় দিবে।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : আমি ক্রোধবশতঃ স্ত্রীকে বলেছি যে, আগামীতে তুমি নেকাব ছাড়া বাসার বাইরে বের হ'লে আমাদের মধ্যে তালাক হয়ে যাবে। এক্ষণে একথা ফিরিয়ে নেয়ার কোন উপায় আছে কি? সে নেকাব ছাড়া বের হ'লে ১ তালাক হয়ে যাবে কি?

-আতীকুর রহমান, মুন্সীগঞ্জ।

উত্তর : এমতাবস্থায় স্ত্রী নেকাব ছাড়া বাসার বাইরে বের হ'লে এক তালাক হয়ে যাবে। কারণ ভবিষ্যতের শর্তযুক্ত তালাক ফিরিয়ে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং শর্ত ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই এক তালাক হয়ে যাবে। সেজন্য স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে এবং অধিক হারে নছীহত করবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৪২৭)*। তবে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তালাক শব্দ ব্যবহার করে স্ত্রীকে শাসনের নিয়তে তালাককে শর্তযুক্ত করে তাহ'লে উক্ত তালাক সংঘটিত হবে না। বরং সেটা কসম হিসাবে গণ্য হবে এবং কসম ভঙ্গের কারণে স্বামীকে কাফফারা আদায় করতে হবে। কিন্তু তালাকের নিয়তেই তালাককে শর্তযুক্ত করে থাকলে স্ত্রী যখনই শর্তভঙ্গ করবে তখনই এক তালাক হয়ে যাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/১২৯)*।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : বর্তমানে পণ্য বিক্রয়ের সাথে সাথে নানা অফার দেয়া হচ্ছে। যেমন ১০টি বই কিনলে ওমরাহ করার সুযোগ। যাতে লটারীর মাধ্যমে ১জন সুযোগ পায়। মূলত উক্ত বইয়ের মূল্যের মধ্যে ওমরাহ করানোর খরচের চেয়ে অধিক অর্থ তুলে নেয়া হচ্ছে। তারপর লটারীর মাধ্যমে ১ জনকে নির্বাচন করে ওমরায় পাঠানো হচ্ছে। এটা জায়েয হবে কি?

-আতীকুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে উক্ত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয। ১. পণ্যের মূল্য বাজারদর অপেক্ষা বেশী হওয়া যাবে না। ২. কেবল পুরস্কার পাওয়ার উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করা যাবে না। ৩. অন্য ব্যবসায়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্য থাকা যাবে না। উক্ত তিনটি বিষয়ের কোন একটি থাকলে উক্ত পণ্য ক্রয় করা যাবে না। আর কোন বৈধ উদ্দেশ্যে কাউকে নির্বাচনের জন্য লটারীর আশ্রয় গ্রহণ করা জায়েয। এছাড়া পণ্যের সাথে সুনির্দিষ্ট কোন উপহার প্রদান করা হ'লে তা গ্রহণেও কোন বাধা নেই *(ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৪৯/০৫; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব)*।

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : কোন ব্যক্তি মারা গেলে মৃত ব্যক্তির কবরে মাটি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কবরস্থানের মাটি মুষ্টিবদ্ধ করে দো'আ পড়ে একটি পাত্রে রেখে সেই মাটি মহিলারা কবরস্থানে পাঠাতে পারবে কি?

-সাদিয়া আফরীন, তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মাইয়েতকে দাফন করার দায়িত্ব পুরুষদের। যদিও নারীরা জানাযায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। সেজন্য নারী হোক বা পুরুষ হোক কারো জন্য দূরে কোন পাত্রে মাটি দিয়ে সে মাটি কবরে দেয়া জায়েয নয়। বরং যাদের সামর্থ্য আছে তারা কবরে মাইয়েতের মাথার দিক থেকে তিন অঞ্জলী মাটি 'বিসমিল্লাহ' বলে কবরের উপরে ছড়িয়ে দিবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৩৭২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/১৯৯)*।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : বিবাহের কয়েক মাস পর স্বামীর সাথে বিরোধ সৃষ্টি হ'লে আমি পিতার বাসায় চলে আসি। গর্ভবতী হওয়ায় ডিভোর্স হয়নি। পরে অনেক বার যেতে চেয়েছি সন্তানের কথা ভেবে। সে নেয়নি। দু'বছর পর স্বামীর ইচ্ছায় আবার ওনার বাড়িতে এসেছি। এক্ষেত্রে আমাদের বিবাহ বহাল আছে কি? চলে আসার কারণে আমি গোনাহগার হব কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : স্বামী তালাক না দিলে বা নারী খোলা' না করে থাকলে বিবাহ বহাল আছে। কারণ তালাক এবং খোলা' ব্যতীত বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতএব দু'বছর পর স্বামীর ঘরে ফিরে আসায় অপরাধ হয়নি এবং এজন্য গুনাহগার হওয়ারও কোন কারণ নেই। বরং বৈবাহিক সম্পর্ক রক্ষা করার নেকী রয়েছে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৩২/১০৭, ১১৩, ১৩২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩১৪)*। তবে স্বামীর সাথে বিরোধ করে স্বামীর বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার কারণে অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বামীর নিকটে ক্ষমা চাইবে।

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : সাত দিনে আক্বীক্বা করা সুন্নাত। কিন্তু পিতার আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় কোনভাবেই তার পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষণে সক্ষমতা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা জায়েয হবে কি?

-নাজমুছ ছাকিব, তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : যখন আর্থিক সক্ষমতা আসবে তখনই আক্বীক্বা করবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বাচ্চা আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করতে হবে, নাম রাখতে হবে এবং মাথা মুণ্ডন করতে হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৩ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ)*। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুআত প্রাপ্তির পর নিজে তার আক্বীক্বা দিয়েছিলেন *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৯৯৪; ছহীহাহ হা/২৭২৬)*।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : আমার বন্ধু ১৫-১৬ বছর বয়সে সমকামিতায় লিপ্ত ছিল। বর্তমানে সে সবকিছু ত্যাগ করেছে এবং নিয়মিত ছালাত আদায় করছে। কিন্তু কয়েক বছর যাবৎ সে তার অপরাধ নিয়ে ভীষণভাবে চিন্তিত। আগামীতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হ'লে তাকে স্বউদ্যোগে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে কি-না সেটা নিয়েও সে ভীত। এক্ষণে তার করণীয় কি?

*-*সৌরভ, টাঙ্গাইল।*

**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : প্রথমত নিজ অপরাধের কথা গোপন রেখে খালেছ নিয়তে তওবা করবে এবং অধিকহারে সৎকর্ম সম্পাদন করবে। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি ছালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে। নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে' *(হূদ ১১/১১৪)*। তিনি আরো বলেন, 'বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। **দ্বিতীয়ত** কেউ গোপনে কোন পাপ করে ফেললে সেটা ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে বলতে হবে এর বাধ্যবাধকতা নেই। বরং আল্লাহ চান কারো পাপের কথা প্রকাশ না পাক। বরং নিজে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করবে। তবে প্রকাশ হয়ে গেলে বা বিচারকের নিকট নালিশ করা হ'লে এবং সেটা প্রমাণিত হ'লে বিচারের মুখোমুখী হ'তে হবে *(ইবনু মাজাহ হা/২৫৯৫; মিশকাত হা/৩৫৯৮; সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অপরাধ তোমাদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তোমরা পরস্পরে তা ক্ষমা করে দাও। আর যদি তা আমার নিকট পেশ করা হয়, তবে তার জন্য শরী'আত সম্মত শাস্তি প্রদান ওয়াজিব হয়ে যায়' *(আবুদাউদ হা/৪৩৭৬; মিশকাত হা/৩৫৬৮; ছহীহুল জামে' হা/২৯৫৪)*।

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : কুরআন বা হাদীছের সাথে শরীফ যুক্ত করা বিদ'আত কি? এজন্য গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-শফীকুল ইসলাম, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : শরীফ কুরআনের কোন গুণবাচক নাম নয়। তবে শরীফ অর্থ সম্মানিত, উঁচু, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ইত্যাদি। সে হিসাবে কুরআনের সাথে সম্মানার্থে শরীফ শব্দ যুক্ত করলে দোষ নেই। তবে সর্বদা কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত ছিফাতগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। যেমন আল-

কুরআনুল কারীম, আল-কুরআনুল হাকীম, আল-কুরআনুল মাজীদ ইত্যাদি *(তাফসীরে ত্বাবারী ১/৪৭৫)*।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : পূজার সময় বাজারে ছাগল ক্রয়-বিক্রয় চাঙ্গা হয়। এ সময় ছাগল বিক্রয় লাভজনক হয়। এ সময় মুসলমানদের জন্য ছাগল বিক্রয় জায়েয হবে কি?

-ছামিদুল হক, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : পূজাকে কেন্দ্র করে ছাগল বিক্রয় করা যাবে না। কারণ এ সময় তা হিন্দুরা কিনে মূর্তির নামে উৎসর্গ করে থাকে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না'...। 'তোমাদের উপর হারাম করা হ'ল মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীত পশু, শ্বাসরোধে মৃত পশু, প্রহারে মৃত পশু, পতনে মৃত পশু, শিংয়ের গুঁতায় মৃত পশু, হিংস্র জন্তুর খাওয়া পশু, তবে যা তোমরা যবেহ দ্বারা হালাল করেছ, তা ব্যতীত এবং পূজার বেদীতে যবেহ করা পশু... *(মায়েদাহ ৫/২-৩)*। তবে পূর্ব থেকে আর্থিক সংকটের কারণে বিক্রয় করে থাকলে বা মুসলিম ক্রেতার নিকট বিক্রয় করলে বা মূর্তির উদ্দেশ্যে ক্রয় হচ্ছে না বিষয়টি নিশ্চিত হ'লে এ সময়ে ছাগল ক্রয়-বিক্রয়ে দোষ নেই।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : মসজিদে নববীতে আয়েশা খুঁটি, হান্নানা খুঁটি এরূপ বিভিন্ন খুঁটি রয়েছে। এসব স্থানের পাশে ছালাত আদায় করায় বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-মুশফীকুর রহমান, আল-খাফজী, সঊদী আরব।

উত্তর : এসব স্থানে ছালাত আদায় করার পৃথক কোন ফযীলত নেই। মসজিদে নববীর যে কোন স্থানে ছালাত আদায় করলে (মসজিদে হারাম ছাড়া) সে ছালাত অন্য স্থানের এক হাযার ছালাত অপেক্ষা উত্তম হবে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯২ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, মসজিদে কারু নামে দরজা বা খুঁটি বানানো ঠিক নয়। কারণ তাতে মানুষ ফযীলতের ধোঁকায় পড়ে বিদ'আতে লিপ্ত হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় মসজিদে নববীতে এইসব খুঁটি ছিল না।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : পরিবারে আমরা তিন ভাই। পিতা জীবদ্দশায় আমার মায়ের নামে আমাদের সম্মতিতে ১৮ শতক জমি লিখে দেন। পরবর্তীতে আমাদের তিন ভাইয়ের অসম্মতিতে বা আমাদের না জানিয়ে মায়ের নামে আরো ৪০ শতক জমি লিখে দেন। পিতা মারা যাওয়ার পর জানতে পারি যে মায়ের নামে আরো ৪০ শতক জমি আছে। এটা করার কারণে পিতা গোনাহগার হবেন কি? এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ফরিদপুর।

উত্তর : পিতা নিজ সম্পত্তি খরচ করা বা দান করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সন্তানদের অজ্ঞাতে স্ত্রীকে নিজ সম্পদ দান করা অপরাধ নয়। আর এ ব্যাপারে সন্তানদের অবহিত করতেও তিনি বাধ্য নন। কেবলমাত্র একাধিক স্ত্রী বা একাধিক সন্তানদের দান করতে চাইলে সমতা রক্ষা করা আবশ্যক *(আবুদাউদ হা/১৬৭৮; ফাৎহুল বারী ৩/২৯৫; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/১০২)*।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি: নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- Normal Delivery (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
মেডিপ্যাথ ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ (জমজম হাসপাতালের পার্শ্বে), কাজীহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩ মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

সবার জন্য
মীযান ও মুনশাইব কোর্স
তিন মাস মেয়াদী (অনলাইন)
কোর্সটি যাদের জন্য
- জেনারেল শিক্ষিত কিন্তু শুরু থেকে আরবী শিখতে চান!
- মাদ্রাসায় পড়েন কিন্তু ভালোভাবে আরবী বুঝতে পারেন না এমন ভাই-বোনদের জন্য।
- ছাত্রদের আধুনিক পদ্ধতিতে পাঠদান দিতে চান এমন শিক্ষকবৃন্দ।

• ক্লাসের সময়: প্রতি রবি ও বুধবার রাত: ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। • ক্লাস শুরু: ২৫শে ডিসেম্বর'২৪।

জেনারেল ও মাদ্রাসা শিক্ষিতদের জন্য
ডিপ্লোমা ইন
ইসলামিক স্টাডিজ
একবছর মেয়াদী (অনলাইন)
বিষয় ও শিক্ষকমণ্ডলী
- তাফসীর: ড. কাবীরুল ইসলাম
- হাদীছ: হা. আখতার মাদানী
- আক্বীদা: শরীফুল ইসলাম মাদানী
- সীরাত: মীযানুর রহমান মাদানী
- ফিক্বহ: শরীফুল ইসলাম মাদানী
- আরবী ভাষা: ড. নূরুল ইসলাম

• ক্লাস শুরু: ৬ জানুয়ারী ২০২৫ প্রতি শনি, সোম ও বুধবার। • রাত ৮-১০টা পর্যন্ত (প্রতিদিন দুইটি ক্লাস)

আপনার স্কুলগামী সোনামণির কুরআন ও দ্বীন শিক্ষার প্রয়াস
আফটার স্কুল
মক্তব
৩ মাস মেয়াদী (অনলাইন)
• ক্লাস শুরু: ২৫শে জানুয়ারী ২০২৫। প্রতি শুক্র ও শনিবার সকাল ৮টা-৯টা।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী | যোগাযোগ: ০১৬০৬-৩২৫২০২
www.academy.hfeb.net hfonlineacademy hfonlineacademy hfonline.ac@gmail.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

নার্সারী শ্রেণীর বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

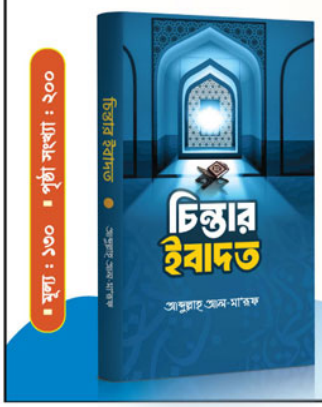

চিন্তা কি ইবাদত হ'তে পারে? চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমেও কি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা যায়? হ্যাঁ! চিন্তার মাধ্যমেও আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্য করা যায়। বান্দা তার চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে স্বীয় জীবনকে যেমন আখেরাতমুখী করতে পারে, অনুরূপভাবে চিন্তার স্খলনের মাধ্যমে তার জীবন পার্থিব লোভ-লালসা ও পাপের চোরাবালিতেও হারিয়ে যেতে পারে। সেজন্য আল্লাহমুখী ও প্রশান্তিময় পবিত্র জীবন গঠনের জন্য চিন্তার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা যরূরী। **আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ** রচিত 'চিন্তার ইবাদত' বইটি আপনাকে চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার পদ্ধতি শিখাবে। পাশাপাশি চিন্তার নিষিদ্ধ সীমানার সাথেও পরিচয় করিয়ে দিবে। ব্যতিক্রমধর্মী ও অনুপ্রেরণামূলক এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি আজই সংগ্রহ করুন!

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

নার্সারী শ্রেণীর বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

▪ মূল্য : ১৩০ ▪ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২০০

চিন্তা কি ইবাদত হ'তে পারে? চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমেও কি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা যায়? হ্যাঁ! চিন্তার মাধ্যমেও আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্য করা যায়। বান্দা তার চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে স্বীয় জীবনকে যেমন আখেরাতমুখী করতে পারে, অনুরূপভাবে চিন্তার স্খলনের মাধ্যমে তার জীবন পার্থিব লোভ-লালসা ও পাপের চোরাবালিতেও হারিয়ে যেতে পারে। সেজন্য আল্লাহমুখী ও প্রশান্তিময় পবিত্র জীবন গঠনের জন্য চিন্তার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা যরূরী। **আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ** রচিত 'চিন্তার ইবাদত' বইটি আপনাকে চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার পদ্ধতি শিখাবে। পাশাপাশি চিন্তার নিষিদ্ধ সীমানার সাথেও পরিচয় করিয়ে দিবে। ব্যতিক্রমধর্মী ও অনুপ্রেরণামূলক এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি আজই সংগ্রহ করুন!

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com